

তিলোত্তমাসন্তুষ্ট কাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬০ শ্রান্তে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসঙ্গনীকান্ত দাস



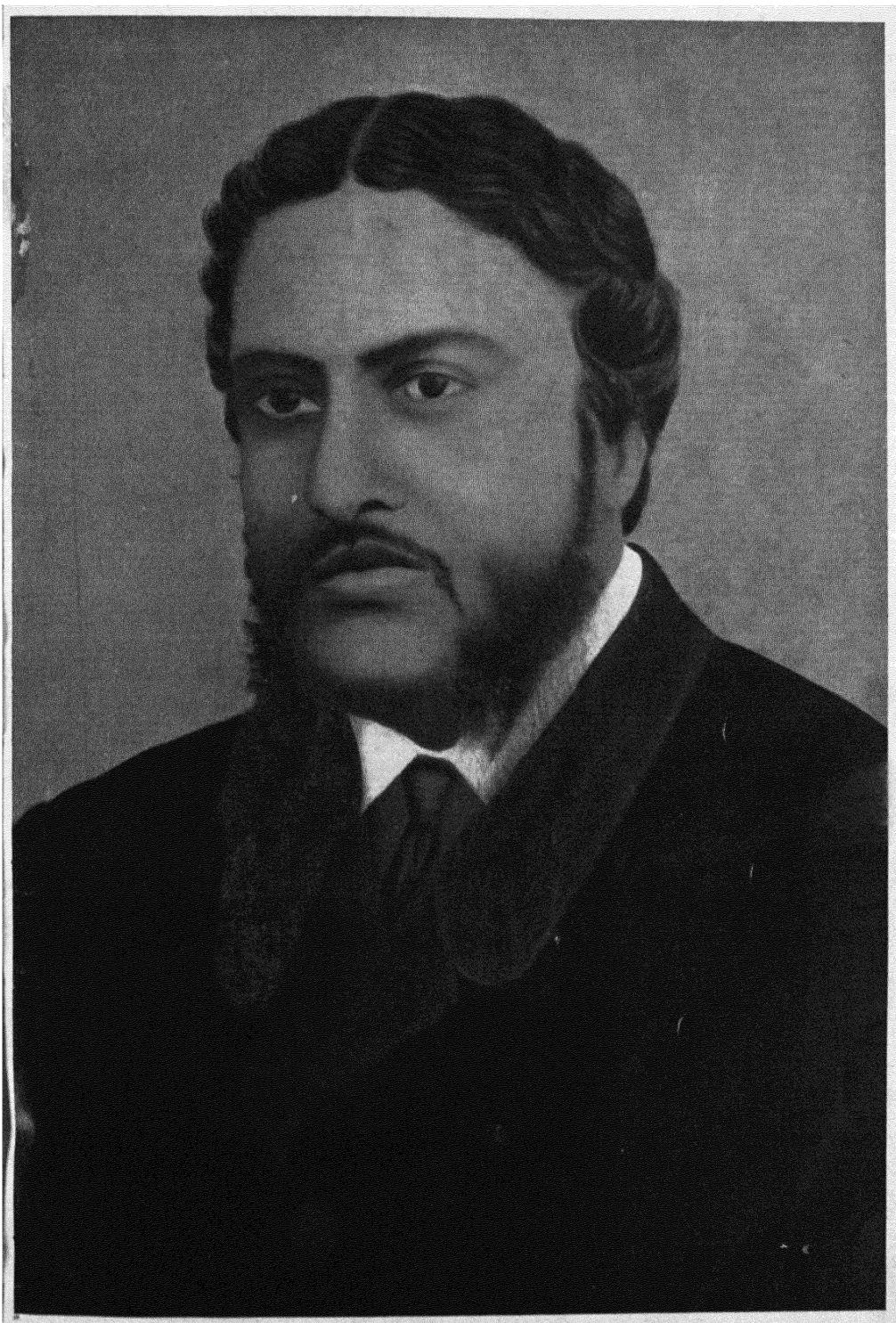
বক্ষী-স্টুডি-প্রিন্ট-
২৪৩১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা।

ପ୍ରକାଶକ
ଆରାମକମଳ ସିଂହ
ବଜୀଯ-ସାହିତ୍ୟ-ପରିସଂ

ଫାଲୁନ, ୧୩୪୭

ମୂଲ୍ୟ ଏକ ଟାକା । ଚାରି ଆନ।

ଶ୍ରୀକୃତ୍ୟ—ଶ୍ରୀଶୋବୀଜ୍ଞନାଥ ଦାସ
ଶନିରଥନ ପ୍ରେସ, ୨୯୧୨ ମୋହନବାଗାନ ରୋ, କଲିକାତା।
୩୨—୧୩୧୯୪୧



ভূমিকা

১২৮৭ সালের ৩০ চৈত্র কলিকাতার “সাবিত্রী লাইব্রেরী”র দ্বিতীয় বাংসরিক অধিবেশনে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী “বাঙ্গালা সাহিত্য। (বর্তমান শতাব্দীর)” আলোচনায় বলিয়াছিলেন—

আমরা মাইকেলের তিলোত্মাসন্তুষ্টি প্রকাশ হইতে নৃতন সাতিত্যেন উৎপত্তি ধৰিয়া লইব। যদি ইচ্ছাব পূর্বে একপ নৃতন সাতিত্যের কিছু থাকে, কেহ আমাদিগের মেই ভ্রান্তিকাম দূন করিয়া দিলে একান্ত বাধিত হইব।

বস্তুতঃ ক্রান্তিকারী বা যুগান্তকারী গ্রন্থ বাংলা সাতিত্যে যদি একটিও প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ‘তিলোত্মাসন্তুষ্ট কাব্য’ সেই গ্রন্থ। বাংলা গন্ত-সাতিত্যে ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’, ‘আলালের ঘবের ছলাল’ ও ‘দুর্গেশনন্দিনী’ সমবেত ভাবে যে পরিবর্তন আনিয়াছে, বাংলা কাব্য-সাতিত্যে একা ‘তিলোত্মাসন্তুষ্ট’ সেই পরিবর্তন আনিতে সক্ষম হইয়াছে।

এই কাব্যখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পয়ার এবং ত্রিপদীর একঘেয়ে পদচারণের মধ্যে বাংলা কাব্য প্রায় মূমূর্শ হইয়া আসিয়াছিল; ‘তিলোত্মাসন্তুষ্ট কাব্যে’ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করিয়া মধুসূদন যেন মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিলেন। শুধু কাব্য নয়, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনে বাংলা-গঠও সতেজ ও উজ্জ্বল হইবার অবকাশ পাইয়াছে।

ইংরেজী ব্ল্যাক্স ভার্সের আদর্শে এই নৃতন ছন্দে ‘তিলোত্মাসন্তুষ্ট কাব্য’ রচনার ইতিহাস কৌতুককর। যোগীজ্ঞনাথ বসুর ‘জীবন-চরিত্রে’র (তৃতীয় সংস্করণ) ২৫৭ হইতে ২৬০ পৃষ্ঠায় এবং নগেন্দ্রনাথ সোমের ‘মধু-স্মৃতি’র ১১৪ হইতে ১৩০ পৃষ্ঠায় এই কাহিনী বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। ব্ল্যাক্স ভার্সে রচিত পাণ্ডিত্য মহাকাব্যের সহিত মধুসূদনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলিয়াই তিনি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে অমিত্রছন্দে বাংলা কাব্য রচনার দায়িত্ব লইয়া বাজি রাখিতে পারিয়াছিলেন। শিক্ষা, সাধনা, পাণ্ডিত্য ও আত্মপ্রত্যয়ের সহিত অসামান্য কবিপ্রতিভা যুক্ত

ହେଉଥାଏ ତିନି ଅତ୍ୟନ୍ତକାଳମଧ୍ୟେଇ ସେ ବାଜି ଜିତିତେও ସକ୍ଷମ ହଇଯାଇଲେନ । ଏହି ସଟନାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିବରଣ ସ୍ଵର୍ଗ ଯତୌଙ୍ଗମୋହନ ଦିଯାଛେନ । ୧୮୯୨ ଶ୍ରୀଷ୍ଠାଦେବ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ଗୌରନାନୀ ବମ୍ବାକେର ନିକଟ ଏକ ପତ୍ରେ ତିନି ଲିଖିଯା-
ଛିଲେନ—

...there is one incident which of course I shall never forget and that is with reference to the introduction of blank verse into our language. Of this, no doubt, you are aware, but you wish me to give some details : well, here they are.

It was a fine evening when we were sitting in the lower hall of the Belgachia Villa where the stage had been set up for the performance of the "Ratnarañj." Both the brothers, Rajahs Protap Chunder Singh and Issur Chunder Singh were there, and so was our favourite poet. It was a rehearsal night, and the amateurs were coming in one by one ; the conversation gradually turned upon the subject of Drama in general and of Bengali Drama in particular. Michael said that "no real improvement in the Bengali Drama could be expected until blank verse was introduced into it." I replied that "it did not seem to me possible to introduce this kind of verse into our language, for I held that the very nature and construction of the Bengali language, was ill adapted for the stately measure and sonorous cadence of blank verse."

"I do not agree with you," said he, "and I think it is well worth making an attempt." "You remember," I added, "how once the late Issur Chunder Gupta made a caricature of blank verse in Bengali, beginning with the lines

"କବିତା କମଳା କମଳା ପାକା ଦେନ ଦୋଷି, ଟଞ୍ଚା ହସ ମତ ପାଟ ପେଟ ଭବେ ଥାଟ" ।

"Oh !" said he, "it is no reason because old Issur Gupta could not manage to write blank verse that nobody else will be able to do it." "But," I said, "if I am correctly informed the French, which is no doubt a more copious and elaborate language than our own, has not in it any poem in blank verse. No wonder then that the Bengali should be found unsuited to this kind of versification." "You forget, my dear fellow," he replied, "that the Bengali is born of the Sanskrit than which a

more copious and elaborate language does not exist." "True," said I, "but as yet the Bengali seems to be a weakling though born of a healthy and robust mother." "Write me down an ass," said he laughingly, "if I am not able to convince you of your error within a short time." Then looking sharply at me he added "and what if I succeed in proving to you that the Bengali is quite capable of the blank verse form of poetry."

"Why then," I replied, "I shall willingly stand all the expenses of printing and publishing any poem which you may write in blank verso." * * * "Done," said he clapping his hands, "you shall get a few stanzas from me within two or three days" and as a matter of fact within three or four days the first canto of the *তিলোকমাস্তুব কাব্য* was sent to me. I was so agreeably surprised, and at the same time so charmed with the artistic manner in which the verses were written, not to speak of the sentiments and the rich imageries of the poetry, that I at once took the MS. to my friends the Rajas of Paikpara. It was then read by several of our friends who had some reputation for literary taste and I was glad to find that they all agreed with me in my opinion of the composition. Very large indents were no doubt made upon the Sanskrit vocabulary but for all that our poet's attempt could not but be pronounced a complete success. A few days after I again met Michael in the Belgachia Hall. He came up smiling to me and shaking me heartily by the hand, as was his wont, he asked me "How I liked his specimen verses ?" "Like them ?" said I, "why they are simply charming ; you have won the bot and I frankly acknowledge my defeat." At this he laughed and said "I am so glad I have been able to convince you of the capacity of our "weakling" as you thought our Bengali language to be." My late lamented friend Rajah Issur Chunder then said "well, now our friend, Michael, must complete his little poem as soon as possible." "Certainly," said Michael, "and I hope to do so in about a fortnight." The poem was indeed completed within a very short time, and was printed and published at the Stanhope Press, the best Bengaleo Press then in existence. By way of a compliment the little volume was dedicated to my humble self and the original

Manuscript was also handed over to me. This as you know is carefully preserved in my library. A short time after Michael with his usual exuberance of spirit proposed that we must have a photograph of the presentation of the MS. by the poet to my humble self. At first I was not much inclined to meet his wishes, but he would not listen to my excuses. So we both went by appointment to the studio of Messrs. Rinecke and Co. the best photographic establishment then in Calcutta and there a photograph was taken, but neither I nor Michael liked the pose or the general execution of the picture, and it was arranged that we should call another day and take a second chance. With one thing or another this did not come to pass for some time, and the idea went out of the poet's head.

ଏই କାହିନୀର ମଧ୍ୟେ ଏକଟି କଥା ବିଶେଷଭାବେ ଆରଣୀୟ । ସତୌଳ୍ମୋହନ ସଥନ ବଲିଯାଛିଲେନ, ବାଂଲା ଭାଷା ଅମିତ୍ରାକ୍ଷରେର ପକ୍ଷେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଳ୍ପଯୋଗୀ, ତଥନ ମଧୁସୂଦନ ତ୍ାହାକେ ଆରଣ କବାଟୀଯା ଦିଯାଛିଲେନ ଯେ, “ବାଂଲା ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଦୁଃଖିତା ।” ବଞ୍ଚତଃ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଗାଁତ୍ରୀୟ ଓ ଶବ୍ଦ-ମଞ୍ଚଦିଇ ବାଂଲା ଭାଷାଯ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ସନ୍ତ୍ଵନ କରିଯାଛେ ।

୧୮୯୯ ଶ୍ରୀକୁମାର ମାଝମାଝି ସମୟେ ମଧୁସୂଦନ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦେ ‘ତିଳୋକ୍ତମାସନ୍ତ୍ଵନ କାବ୍ୟ’ର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସର୍ଗ ରଚନା କରେନ । ‘ବିବିଦାର୍ଥ-ମଞ୍ଚହେ’ର ସମ୍ପାଦକ ମନ୍ଦ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଲାଲ ମିତ୍ର ୧୭୮୧ ଶକାବ୍ଦେର ଶ୍ରାବଣ ମାସେ (୧୮୯୯ ଜୁଲାଇ-ଆଗସ୍ଟ ; ଉଠ ପରି, ୬୭ ଖ୍ତ, ପୃ. ୭୯-୮୮) ଏହି କାବ୍ୟେର ପ୍ରଥମ ସର୍ଗଟି ତାହାର ପତ୍ରିକାଯ ମୁଦ୍ରିତ କରେନ । ମଧୁସୂଦନର ନାମ ଛିଲ ନା, ରାଜେନ୍ଦ୍ରଲାଲ ଯେ ଭୂମିକାଟୁକୁ କରିଯାଛିଲେନ, ତାଙ୍କ ଏଥାନେ ଉନ୍ନତ ହଇଲ—

କୋନ ପ୍ରଚାର କରିବ ମାତ୍ରାଦେ ଆମବୁ ନିମ୍ନଲିଖି କାବ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ କରିବେ ସଫର ହଇଲାମ ।
ଟଙ୍କା ବଚନା ପ୍ରଧାନୀ ଅଧିକ ସକଳ ବାଙ୍ଗଲୀ କାବ୍ୟ ଉଠିଲେ ଅଭ୍ୟ । ଟଙ୍କାତେ ଛଳ ଓ ଭାବେର ଅର୍ମଣିଲାନ, ଓ ଅନ୍ୟଗତରେ ପରିତ୍ୟାଗ, କବା ହଇଯାଛେ । ଏହି ଉପାଯେ କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାବ୍ୟେ ଖୋଜନ୍ତ ବନ୍ଦିତ ତଥ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଟଙ୍କାଜୀ କାବ୍ୟ ପାଇକେବା ଜୀବ ଆଚେନ । ବାଙ୍ଗଲୀତେ ମେଟେ ଖୋଜନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ କଥା ଅର୍ତ୍ତାବ ବାଙ୍ଗନୀୟ ; ମର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଯାମେ ମେ ଅଭିପ୍ରାୟ କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିନ୍ଦ ହଇଯାଛେ ତାଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଭ ପାଠକବୁଦ୍ଧ ନିରକ୍ଷିତ କରିବେନ ।

‘বিবিধার্থ-সঙ্গুহে’র ৬ষ্ঠ পর্ব, ৬৫ খণ্ডে অর্থাৎ শকা�্দ। ১৭৮১ ভাজ্র সংখ্যায় (পৃ. ১০৪-১১১) দ্বিতীয় সর্গ প্রকাশিত হয়। ইহাতেও লেখকের নাম ছিল না। তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয় নাই। সমগ্র চারি সর্গ একেনারে পুস্তকাকারে ১৮৬০ গ্রীষ্মাব্দের মে মাসে কলিকাতা ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস* হইতে প্রকাশিত হয়; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০৪। আখ্যা-পত্রিকা বর্তমান সংস্করণের “পাঠ্যভেদ” বিভাগে ১০৫ পৃষ্ঠায় দ্রুত মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ১০৫-১১২)। যতৌজ্ঞমোহন ঠাকুর প্রথম সংস্করণ পৃষ্ঠক মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করেন।

মধ্যস্মৃদনের জৌবিতকালে এই কাব্যের আবৃত্তি দুটি সংস্করণ হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৬৮ সালে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৯৯। এই সংস্করণে মধ্যস্মৃদন বহুল পরিবর্তন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বল্ক রাজনারায়ণ বস্তুকে লেখেন—

I am going to print a plain edition of Tilottama. I wish to try and improve the text. The versification in many places is rather defective. A demand for that work is also increasing daily. You must wait for an edition with notes. Let the text be settled first. ‘জীবন-চর্চিত’, পৃ. ৪৮২-৮৩।

[তিলোত্তমা একটা সাধারণ সংস্করণ বাহির করিতেছি। মূলের কিছু সংস্মাধের চেষ্টাগ থাচি। অনেক খন্দ ছলের কৃটি নজরে পরিদৃতেছে। এই কাব্যের চাহিদা প্রতি দিনটি নার্দিতেছে। টাকা-সম্বান্ধ একটি সংস্করণের অবকাশ আছে। প্রথমে মূল পাই ঠিক করেক।]

...We are reprinting Tilottama and to tell you the candid truth I find the versification very *kancha* in many many places. I shall make quite a different thing of the Nymph. Don't fear I shall spoil her.—‘জীবন-চর্চিত’, পৃ. ৪৯১।

[তিলোত্তমা পুনর্মুদ্রিত করিতেছি; তোমাকে যদি খাটি সত্য বলি তাহা হইলে শীকাৰ কৰিব, এই কাব্যেৰ বচনা এহ স্থলে অতাস্ত কীচা ঘনে হইতেছে। অপৰাকে একেবাবে ঢালিয়া সাজিব। তব পাইও না, যাটি কৰিব না।

* যতৌজ্ঞমোহন ভূল করিয়া ট্যানহোপ প্রেস গ্রিফিয়াছেন।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর মধুসূদন রাজনারায়ণকে লেখেন—

...Tilottama has been beautifully reprinted, and I hope considerably improved in a literary point of view. I can only undertake to say that the versification is decidedly better, you will have a copy soon.—‘জীবন-চরিত’, পৃ. ১২৫।

[তিলোত্তমা চমৎকার ভাবে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে এবং আমি আশা করিতেছি সাহিত্যের দিকে দিয়া প্রভৃতি উৎকম মান করিয়াছে। খামি এইটুকু মান বালিতে পাবি বে, এচনা নিঃসংশয়ে উন্নতি মান কাব্যাছে। দ্বিতীয়টি এক খণ্ড বই পাইবে।]

ইহার পর ফ্রান্সে অবস্থানকালে মধুসূদন আবাস নৃতন করিয়া ‘তিলোত্তমাসন্তুষ্ট’ লিখিতে আনন্দ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রথম সর্গের কয়েক পংক্তির অধিক অগ্রসর হইতে পাবেন নাই। সেই পুনর্লিখিত অংশটি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণেরই প্রায় পুনর্মুদ্রণ; দ্বিতীয় একটি স্লে সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইচ্ছা চুঁচড়ায় মুদ্রিত এবং কশীনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত হয়; আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল নাই, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০০। বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় ইচ্ছার প্রকাশকাল “১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭০” দেওয়া আছে।

মধুসূদন ‘তিলোত্তমাসন্তুষ্ট’-র টঁরেজী অন্তর্বাদও আনন্দ করিয়া-ছিলেন। পবল-গিরির বর্ণনাটুকু অনুদিত হইয়াছিল। এই পাণ্ডিলিপির মালিক মহারাজা যতৌজ্জগান ঠাকুরের মৌজায়ে ইচ্ছা শত্রুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত *Mookerjee's Magazine*-এ ১৮৭৪ গ্রীষ্মাব্দের আগস্ট মাসের সংখ্যায় (পৃ. ৩৮৫-৮৭) মুদ্রিত হয়। জীবন-চরিত, পৃ. ২৮৩-৮৫ ও ‘মধু-স্মৃতি,’ পৃ. ১৫০-১৫২ দ্রষ্টব্য।

‘তিলোত্তমাসন্তুষ্ট কাব্য’ ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে মধুসূদন ও তাঁর বন্ধুগণের চিঠিপত্রে অনেক সংবাদ আছে। আমরা সেগুলি ‘জীবন-চরিত’ (৪৬ সং.) হইতে সংগ্রহ করিয়া নিয়ে একত্র সম্প্রিষ্ট করিলাম। এই পত্রাংশগুলি হইতে এই নৃতন ছন্দ ও নৃতন কাব্য সম্বন্ধে মধুসূদনের

নিজেৰ ধাৰণা ও সেকালেৰ বিদ্বজ্ঞনসমাজে ইহা যে আলোড়নেৰ স্থষ্টি
কৰিয়াছিল তাহাৰ পৰিচয় পাওয়া যাইবে।

১। ২৪ এপ্ৰিল ১৮৬০ তাৰিখে মধুমূদন রাজনারায়ণ বস্তুকে—

Tilottama will be published, soon, in the shape of a volume. Perhaps you don't know that it is in Four Books. Jotindro Mohan Tagore, at whose expense the work is being printed (for I am as poor as a good poet ought to be !), seems to think that the last Book is the best. You will soon, however, have an opportunity of judging for yourself. The book will come out soon, but the question is how many will read it. It is a pity you are not in Calcutta. If you were, I should have teased you to give lectures on the work. That would no doubt have gained it some readers. I am afraid you think my style hard, but, believe me, I never study to be grandiloquent like the majority of the "barren rascals" that write books in these days of literary excitement. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) Inspiration ! Good Blank Verso should be sonorous and the best writer of Blank Verse in English is the *toughest* of poets—I mean old John Milton ! And Virgil and Homer are anything but easy. But let that pass. You no doubt excuse many things in a fellow's First poem. I began the poem in a joke, and I see I have actually done something that ought to give our national Poetry a good lift, at any rate, that will teach the future poets of Bengal to write in a strain very different from that of the man of Krishnagar—the father of a very vile school of poetry, though himself a wan of elegant genius.

...I do not know what European told you that I had a great contempt for Bengali, but that was a fact. But now—I even go the length of believing that our Blank Verse "thrashes the Englishers" as an American would say ! But joking apart, is not Blank Verse in our language quite as grand as in any other ?

—পৃ. ৩০৯-১৫।

২। ১৫ মে ১৮৬০ তাৰিখে মধুমূদন রাজনারায়ণ বস্তুকে—

Tilottama is printed, though the Printer has not yet sent it out. You shall have a copy as soon as possible. As I believe.

you are one of the writers of the Tattwabodhini Patrika, will you review the Poem in the columns of that Journal ? That would be giving it a jolly lift indeed. If you should review the work, pray, don't spare me because I am your friend. Pitch it into me as much as you think I deserve. I am about the most docile dog that ever wagged a literary tail !

I feel highly flattered by the approbation of your wife. She is the first lady reader of Tilottama and her good opinion makes me not a little proud of my performance. I did not read that part of your letter to Rangalal, who is often with me, for we were boys together at Kidderpur and he used to call my mother (God rest her soul !) mother. He is a touchy fellow, but, I have no doubt, is ready to allow that, as a versifier, I ought to hang my hat a peg or two higher than he. My opinion of him is—that he has poetical feelings—some fancy, perhaps, imagination, but that his style is affected and consequently execrable. He may improve. Tilottama seems to have created some impression on him, as you will find in his very next poem.

...By the bye, can you induce the Educational Superintendent of your side of the world to take Tilottama by the hand for the higher classes of your school ? With you for a teacher, the book is sure to make a tremendous impression....

P. S.—Your good wife, by the bye, is not the first lady-reader of Tilottama. The author's wife claims to have read it before her.—୩. ୩୧-୧୦।

୩। ୨୨ ମେ ୧୮୬୦ ତାରିଖେ ଯତୋଜ୍ଞମୋତ୍ତମ ଠାକୁର ମଧୁସୂଦନଙ୍କେ—

I know not how to thank you adequately for the very valuable present of the manuscript Tilottama in the Poet's own handwriting ! I will preserve it with the greatest care in my Library, as a Monument that marks a grand epoch in our literature, when Bengali poetry first broke thro' the fetters of rhyme and soared exultingly into the lofty region of sublimity which is her genuine province. Time will come when the poem will meet with due appreciation, and will find that high place in the estimation of posterity it so richly deserves. I feel sure that my descendants (should I have any) will then be proud

to think that the manuscript in the author's autograph of the first blank verse Epic in the language, is in their possession, and they will honour their ancestor the more, that he was fortunate enough to be considered worthy of such an invaluable present by the poet himself.—প. ২৬৩-২৪।

৮। রাজনারায়ণ বসু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে *—

If Indra had spoken Bengali he would have spoken in the style of the poem. The author's extraordinary loveliness and brilliancy of imagination, his minute observation of nature, his delicate sense of beauty, the uncommon splendour of his diction, and the rich music of his versification, charm us in every page. It is an intellectual treat of the first description, compared to it, what are "Lueent syrups tinted with cinnamon?"—প. ২৫৩।

৯। বাজেন্দ্রলাল মিত্র রাজনারায়ণ বসুকে—

Your opinion of Madhu's poem is entirely my own, and Jotindra Mohan Tagore, a man of well cultivated taste, and an excellent judge of poetry, whom perhaps you know concurs with me. It is the first and a most successful attempt to break through the jingling monotony of the পঞ্চাণ, and as a poem the best we have in the language. The ideas are no doubt borrowed, and Keats and Shelley and Kalidas and Milton have been largely, very largely, put in requisition; but as you very justly say, "whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape," so the reader has no opportunity to notice, much less to find fault with, the mosaic character of the materials which go to the making up of *Tilottama*. The author can never expect a wide circle of readers, but then he must console himself by the reflection that Milton is not the most popular author in English.

The farce [একেই কি বলে সভ্যতা] is exquisite, and it is a wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of *Tilottama*.

* নথেন্দ্রনাথ সোম এই পত্রখনি রাজনারায়ণ কর্তৃক মধুমদনকে লিখিত বলিয়াছেন।—'মধু-মৃতি,'

...poor fellow ! he is born in evil days, when he will get nothing for his pains save the approbation of a very select few. Our countrymen are not yet in a position to appreciate and enjoy blank verse. It requires a mental training which in those degenerate days of the *Kaliyug* no Bengalee, who has not a liberal English education, can lay claim to. We may however expect, if we escape gliding down to serfdom, to muster strong and esteem Tilottama as her autotype was in the court of Indra. For the present I hear that even the renowned Vidyasagar, for whom I have the greatest respect, thinks our pet an abortion, the worthless issue of drunkenness and stupidity. Would such abortions were plentiful in the country and men to know their value !—ং. ২৪৪-৪৫।

৬। ১ জুলাই ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন রাজনবায়ণ বস্তুকে—

The Tilottama is out. I have ordered Messrs. I. C. Bose & Co., to send up a copy to you. As soon as you get the book, you must sit down and read it through and then tell me what you think of it. I am not a man to be put out by any amount of adverse criticism, especially, when that criticism is from an honest friend, who wishes me well.

The want of what is called "human interest" will no doubt strike you at once, but you must remember that it is a story of Gods and Titans, I could not by any means shove in men and women.

You want me to explain my system of versification for the conversion of your sceptical friends. I am sure there is very little in the system to explain ; our language, as regards the doctrine of accent and quantity, is an "apostate," that is to say, it cares as much for them as I do for the blessing of our Family-Priest ! If your friends know English, let them read the Paradise Lost, and they will find how the verse, in which the Bengali poetaster writes, is constructed. The fact is, my dear fellow, that the prevalence of Blank verse in this country, is simply a question of time. Let your friends guide their voices by the pause (as in English Blank verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the Language. My

advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is.

Please tell Gour I have sent a copy of Tilottama for him to his cousin, at the Asiatic Society, not knowing where he himself is posted at present.—ং. ৩১০-২২।

১। ১৪ জুলাই ১৮৬০ তারিখে মধুমুদন রাজনারায়ণ বস্তুকে —

You are welcome to review Tilottama when you like. By the time you propose to do so, I think, the book will be running through a second edition. But no matter, your opinion, especially, when deliberately given, ought to influence a certain class of our people. Perhaps you will laugh at the idea, but I do assure you that since the publication of the book your name has been frequently in men's mouths. Ask Rajendra. Many have said "O, that Raj Naram Bose of Midnapur is a clever fellow. He seems to appreciate this book warmly. He is right!"

...Talking about wine and all vicious indulgences, though by no means a saint and teetotal prude, I never drink when engaged in writing poetry; for, if I do, I can never manage to put two ideas together! There is not a line in the Tilottama written under the inspiration of even such a mild thing as a glass of rosy sherry or beer.—ং. ৩১৪-২৫।

৮। মধুমুদন রাজনারায়ণ বস্তুকে —

I cannot sufficiently thank you for your most welcome letter. Believe me, you undear yourself more to me by the candid manner in which you point out the defects of the Poem than by the praise (and it is splendid by Jove!) you bestow on it. The idea of fixed lightning, though hackneyed, is not bad. The whole beauty of the passage (in Book II 19—40) depends upon it—that is to say, if there be any beauty in it at all. You are unjust to Indra. He is a very heroic fellow, but he cannot resist "Fato." Perhaps, your partiality for the two brothers has slightly embittered your feelings against the poor king of the gods. I myself like those two fellows, and it was once my intention to have added another Book to place them more

conspicuously before the reader, but I did not like to entail a larger expense on my friend, Babu Jotindra Mohan Tagore. Indeed, I wanted to stop at the end of the Third Book—but he in a manner insisted that I should finish the story. You must not, my dear fellow, judge of the work, as a regular "Heroic Poem." I never meant it as such. It is a story, a tale, rather heroically told. You censure the erotic character of some of the allusions. Perhaps that is owing to a partiality for Kalidasa. By the bye—did I ever tell you that I taught myself Sanskrit at Madras ? I am anything but a Pandit like Rajendra who is a thundering grammarian, but I know enough to read Kalidasa, and that, I think, is quite enough for me....

The new poem is doing very well, considering everything. I have heard that V.—has been speaking of it with contempt. This does not surprise me. He cannot know much of the "master-singers" whom the author of Tilottama imitates, and in whose school he has learnt to write poetry. This ebullition of ill-nature on the part of——has lowered him in the estimation of not a few of the serious-minded men of the day in this city. At least, that is what I hear. Jotindra thinks it is "clan-feeling" or in plainer words downright envy. Others less mild than Jotindra, call the old boy, a dirty, envious fellow. Some other Pundits, literary stars of equal magnitude, say—"ହି ଡକ୍ଟର ଉତ୍ସବ ଅଳକ୍ଷଣ ଆଛେ । ମନ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ ।" But they regret the author did not write in rhyme, that would have made him popular. These men my dear Raj, little understand the heart of a proud, silent, lonely man of song ! They regret his want of popularity, while, perhaps, his heart swells within him in visions of glory, such as they can form no conception of.—ପୃ. ୩୨୬-୨୯ ।

୯ । ମଧୁସୂଦନ ରାଜନାରାୟଣ ବଶୁକେ—

You will find that your criticism on Tilottama has not fallen on barren ground. In the present work [ମେଘନାଦବାଣୀ] you will see nothing in the shape of "Erotic Similes"; no silly allusions to the loves of the Lotus and the Moon; nothing about fixed lightnings, and not a single reference to the "incestuous love of Radha."

Talking of criticism, I am told the Editor of the *Indian Field* (Kissory Chand) is going to ask you through Rajendra to review Tilottama for his Journal. I am sure he could not have gone to a better shop.—প. ৩০।

১০। ৩ আগস্ট ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বস্তুকে—

...Have you seen Rajendra's critique on Tilottama in the *Vividhartha*? I suppose you have. It is kind.—প. ৩২।

১১। মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে—

...I need scarcely tell *you* that the Blank form of verse is the *best* suited for Poetry in every language. A *true* poet will always succeed best in Blank verse as a bad one in Rhyme. The grace and beauty of the former's thoughts will claim attention, as the melody of the latter will conceal the poverty of his mind. Besides, a truly noble mind will always wither away under restraint, of whatever description that restraint may be. In China, they confine the feet of their women in iron shoes. What is the result? Lameness!

...Our 7 footed verse is *our* "heroic" measure. I hope, one of these days to send you specimens of it. When I first began to write my ear used to rebel, but now I have grown completely reconciled to Bengali Blank verse, and its melody and power astonish me. The form of verse in which this drama is written, if well recited, sounds as much like prose as English Blank verse sounds like English Proso—retaining at the same time a sweet musical impression. I have used more "অমৃতাম" and "যমক" than I like, but I have done so to deceive the ear, as yet unfamiliar with Blank verse. Take my word for it, that Blank verse will do splendidly in Bengali and that in course of time, like the modern Europeans, we too shall equal, if not surpass, *our* classic writers. What we want at present are men of zeal, of diligence, of energy, of enthusiasm, of liberal views to give our language a jolly lift. If we have no "genius" among ourselves, let us prepare the way for future ones. Have you ever heard of Sackville—Lord Buckhurst, born in 1527? This nobleman's play, called "Gordobue" first introduced to Englishmen the form of

verse in which William Shakespeare wrote. My motto is, "Fire away, my boys!" The Namby-Pamby-Wallahs—the imitators of Bharat Chunder—our Pope, who has—

"Made Poetry a mere mechanical art,

And every warbler has his tune by heart!"

may frown or laugh at us, but I say—"Be hanged" to them!
—ୟ. ୪୨୪-୫୩।

୧୨ । ମଧୁସୂଦନ ରାଜନାରୀୟ ବନ୍ଦକେ—

The Tilottama is going on well. The first edition is nearly exhausted. Even the stiff old pundits are beginning to unbend themselves, and the "Someprokash" has spoken out in a manner rather encouraging than otherwise. Blank verse is the 'go' now. As old Ranjit Sing used to say, when looking at the map of India,—"*Sub lal ho jaya*" I say "*Sub Blank verse ho jaga*." I had a long talk with Rungo Lal, last evening, on the subject of versification in general and Blank verse in particular: he said—"I acknowledge Blank verse to be the noblest measure in the language, but I say that no one but men accustomed to read the Poetry of England would appreciate it for years to come. I grinned and said "N'importe." I did not care a cowry when it became popular, provided I knew that some day or other, it would become popular.

So many fellows have, of late, been at me to explain to them the structure of the new verse that I have been obliged to think on the subject and the result is that I find that the ଯତ୍ତି instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 10th, 11th, and 12th. Examples :—

"ଜୟ ଜୟ ଅମବାରି ସାଥ ଭୁଜୁବଳେ,

ପବାଜିତ ଆଦିତେଯ ଦିତ୍ସତରିପ୍,

ବଞ୍ଚୀ !"—ତିଲୋ—୪ ।

"ଚଲ ରଙ୍ଗେ ଘୋର ସଙ୍ଗେ ନିର୍ଭୟ-ହନ୍ଦରେ

ଅନଶ୍ଚ !" ମେଘ—୨ ।

"କେହ କହେ ହରଷ କୃତାଙ୍କେ ଗଦା ମାରି

ଖୋଇଲୁ !"—ତିଲୋ—୪ ।

“আইলেন যকেখৰী, মুৰজা সুদৰী
কুঞ্জবগানিনী।”—তিলো—২।

and so on. If this would satisfy the friends about whom you wrote to me some time ago, they are welcome to this explanation.—প. ৪১৩-১৫।

১৩। মধুসূদন রাজনারায়ণ বস্তুকে—

You will be pleased to hear that the Pundits are coming round regarding Tilottoma. The renowned Vidyasagar has at last condescended to see “Great merit” in it, and the Someprokash has spoken out in a favourable manner. The book is growing popular. I don’t know if you read the Education Gazette. If you do, you have no doubt seen the Editor’s remarks on blank verse. I do not think R.—either reads or can appreciate Milton; otherwise he would not have made those remarks in the concluding portion of his article. He reads Byron, Scott and Moor, very nice poets in their way no doubt, but by no means of the highest School of poetry, except, perhaps, Byron, now and then. I like Wordsworth better.

...Old father John Long is decidedly taken up with Blank Verse. He told Gour the other day ;—“In the course of four or five years Dutt will, if spared, revolutionise the language of your country!”—প. ৪১১-১৮।

‘তিলোকমাসন্তব কাব্য’ প্রকাশিত হইলে পর সেকালের সাময়িক-পত্রে ইহার যে সকল সমালোচনা হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ উপরের পত্রাংশগুলিতে আছে। তন্মধ্যে ‘সোমপ্রকাশ’ পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিষ্ণু-ভূষণের, ‘বিবিধার্থ-সঙ্গুহে’ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের এবং *Indian Field*-এ রাজনারায়ণ বস্তুর আলোচনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা নিম্নে সেগুলি অংশতঃ উদ্ধৃত করিলাম—

শ্রীযুক্ত শাইকেল মধুসূদন দত্ত নৃতনবিধ পত্রে এক নৃতন শ্ৰেষ্ঠ রচনা কৰিয়াছেন। ঐ শ্ৰেষ্ঠ তিলোকমাসন্তব কাব্য। আমরা ইহার অধিকাংশ স্তুতি অভিনবেশ পূৰ্বক পাঠ কৰিয়াছি। দেখিলাম অস্তুকার আপনার পাণ্ডিত্যের পরিচয় অদান কৰিয়াছেন।

গ্রন্থ নৃত্যবিধি পঢ়ে নিবন্ধ এবং ইচ্ছা পূর্বক কিঞ্চিং কঠিন করা হইয়াছে। এই হই কাবণ বশতঃ পাঠ মাত্র ভাল লাগে না, কিঞ্চ কিঞ্চিং অভিনবেশ পূর্বক পাঠ করিলে চিন্ত গ্রন্থকারের প্রশংসন দিকে ধাবমান হয়।

বাঙ্গলা ভাষার অমিত্রাক্ষর পত্ত নাই। কিঞ্চ অমিত্রাক্ষর পত্ত ব্যক্তিরেকে ভাষার শ্রীবৃন্দি হওয়া সম্ভাবিত নহে। পয়াব, ত্রিপদী, চৌপদী, অভৃত যে সমস্ত পত্ত আছে, তাহা যিন্তাক্ষব। কোন প্রগাঢ় বিশয়ের বচনায় তাহা উপযোগী নহে। দেশের দোষে হউক, অথবা অভ্যাস দোষে হউক, আমাদিগের দেশের লোকেরা আদিমসপ্ত্য। পয়াবাদিচ্ছবি সেই আদিমসার্থক বচনাপত্ত প্রকৃত উপযোগী। এতদ্বারা প্রগাঢ় বচনা হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রগাঢ় বচনা বিশয়ে সংযুক্ত ও প্রয়োচ্যাবিত বর্ণাবলী আবশ্যক; কিঞ্চ পয়াবাদি ছলে তাদৃশ বর্ণাবলী বিজ্ঞাস করিসে উচ্চাব শোভা এক কালে দূবে প্রস্থান করে। কোমল মধুব ও অসংযুক্ত অক্ষণ দ্বাব বিমিচ্ছত হইলেই উচ্চাব শোভা হয়। অতএব প্রগাঢ় বচনার্থ ভিন্নবিধি পত্ত স্ফটি নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তিলোত্মাসম্ভব কাব্য নচর্চিত তাত্ত্বাব নবনৃত্যাব করিলেন। এখন যদি অঙ্গ অঙ্গ সোকে তাত্ত্বাব প্রচর্ষিত পথের পথিক হন, অবিলম্বে অমিত্রাক্ষব পত্তের সবিশেষ শ্রীবৃন্দি হইয়া উঠিবে, এবং এ পঢ়ে নিঃসন্দেহ নানাবিধিচ্ছবি আবির্ভাবিত হইবে। এখন প্রগাঢ় বচনাপ সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর লোকের মন স্মরণয আদিমস মাগনে মগ্ন হইতে তাদৃশ উৎসুক নহে। এখন দিন দিন লোকের মন যেমন উন্নত হইতেছে তেমনি উন্নত পত্ত স্ফটি ও আবশ্যক হইয়াছে। অতএব মাটকেল মধুসূদন দন্তের চেষ্টা যথোচিত সময়েই হইবারে, সন্দেহ নাই।

তিলোত্মাসম্ভব কাব্যের অনেক স্থলট উন্নত হইয়াছে, গ্রন্থকারও উচ্চাকে উন্নত করিবার নিমিত্ত সম্মুচিত যত্ন পাইয়াছেন। কিঞ্চ স্তোত্রাব যত্ন সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই। আমাদিগের দেশের গ্রন্থকাবেয়া চচৰাচর যে দোষে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, তিনি সম্যক্ক-
রূপে তাত্ত্বাব তস্ত পরিচাব করিতে পারেন নাই। ফলতঃ তিনি যেকপ নৃত্যবিধি উন্নত পঢ়ের স্ফটিক্রিয়ার প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তদনুকপ বিষয়ট মনোনীত করিতে সমর্থ হন নাই। —‘সোমপ্রকাশ,’ ২৩ শ্লাবণ ১২ ৬১, পৃ. ৪৪৮-৪৯।

...কাব্যের প্রধান অঙ্গ অক্ষর বা মাত্রা, বৃত্তি ও র্যাত; আমরা তাত্ত্বাব প্রয়োজনীয় বোধ করি; এবং আমাদিগের আধুনিক কবি দস্তজ্ঞ ও তাত্ত্বাব বিকল্পতাবলী নহেন। পরন্ত, যতিব অস্থয়োধে নে অগ্রত্ব বাক্যশেষে যতিভজ্ঞ হয়, ইচ্ছা আমরা বোধ করি না। নিয়মিত স্থানে গতি রাখিয়া, পরে তথ্যাব বা অঙ্গত্ব পত্তের শেষ হইবার পূর্বেই বাক্য শেষ করিলে যতিভজ্ঞ তয় না, ইচ্ছাট আমাদিগের নক্ষত্র। তাহাৰ উচ্চাহৰণৰ্থে আমরা এক চৰণাস্তর্গত প্ৰশ্নাত্মকবিধিট কবিতাব উকেশ কৰিতে পাৰি; তাহাতে

আমাদিগের বাক্য সপ্রযোগ হইবে। তঙ্গির সামাজ কর্বিতায়ও তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। দেখুন, কুমারসন্তবের ৪৩ সর্গের ৫ম খোক যথা—

উপমানমভূদ্বিলাসিনঃ
কবণঃ যত্তব কাঞ্চিমত্যা।
তদিদঃ গতমৌদৃশীঃ দশাঃ
ন বিদৌধ্যে—কঠিনাঃ খলু স্ত্রিযঃ।

এস্থলে চতুর্থ পাদের “ন বিদৌধ্যে,” পদের পরই অর্থের শেষ হইয়াছে। “কঠিনাঃ খলু স্ত্রিযঃ” বাক্যের সহিত পূর্ব বাক্যের বৈয়াকবণীয় কোন আসর্তি নাই, অথচ ঝি স্থান ছন্দের যত্ন স্থান নহে। ব্যবৎশে যথা,

সোহমাজমশুক্তানামাফলোদয়কম্পণাম,
আসমুদ্ভিক্ষিতীশানামানাকবথবয়নাম,
যথাবিধি হৃতাগ্নিনাঃ যথাকামাচ্ছিতার্থিনাম,
যথাপদাধিশুনামাঃ যথাকাঙ্গপ্রবোধিনাম,
ত্যাগায় সন্তুতার্থানাঃ সত্যায় মিতভাবিষণাম,
যশসে বিজ্জিতীগুণাঃ প্রজাতৈর গৃহমেধিনাম,
শৈশবেহভ্যস্তবিদ্যানাঃ র্যোবনে বিষয়ৈশিণাম,
বার্দ্ধকে মুনিবৃক্তীনাঃ যোগেনাস্তে তত্ত্যজাম,
রঘুণামবয়ঃ বক্ষে।”—১ম সর্গ, ৫-১০ খোক।

এই বাক্যেও ইহার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইবে। ইহাতে “বক্ষে” পদেই অর্থের শেষ হইয়াছে; খোকপাদের শেষ কথায় অঙ্গ প্রসঙ্গ; তাহার সহিত পূর্ব কথার সমন্বয় নাই। ব্যবৎশের অঙ্গত—

“সময়ে সমাক্রান্তঃ দ্বয়ঃ দ্বিবদগাম্যিন।
তেন—সিংহাসনঃ পিত্র্যস্থিলঃ চাবিমণ্ডলঃ।”—৪৩ সর্গ, ৪ খোক।

এই খোকেও “তেন” পদে অর্থের শেষ হইয়াছে, অথচ সেই স্থান যত্নিব নহে।
কিবাতার্জুনীয়ে যথা—

“কৃতপ্রণামশ্চ মহীঃ মহীভূজে
জ্ঞিতাঃ সপত্নেন নিবেদরিষ্যতঃ।
ন বিব্যথে তস্ত মনঃ—নহি প্রিয়ঃ,
অবক্তু মিছন্তি মৃবা হিতৈষিঃ।”

এই খোকে তৃতীয় পাদের “মনঃ” পদে অর্থের শেষ হইয়াছে। তৎপৰের “নহি প্রিয়ঃ” ইত্যাদি বাক্যের সহিত তাহার কোন সমন্বয় নাই। এতামৃশ অপর দৃষ্টান্ত

ଅନେକ ସଂଗ୍ରହ କବା ଯାଇତେ ପାବେ ; ପରଞ୍ଚ ତାହାର ପ୍ରୋଜନ ନାହିଁ । ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ଉଦ୍‌ବନ୍ଧନରେ ପାଠକବୃଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ହିଲେନ ସେ, ପଦମଧ୍ୟେ ଅର୍ଥେବ ଶେଷ କବାର ହାରି ହୁଏ ନା, ଏବଂ ତିଲୋତ୍ତମାର ଯେ ପଦେବ ପ୍ରାସତେ ବା ମଧ୍ୟେ ସେ ସକଳ ବିରାମ ଆଛେ, ତାହା କୋନ ମତେ ଅକୃତ ସତିର ହାରିବାର ନାହିଁ । ଦ୍ୱାତ୍ରେ ଲେଖେନ—

“ଏ ହେନ ନିର୍ଜନ ହାନେ ଦେବ ପୁବନ୍ଦବ,
କେନ ଗୋ ବର୍ମିଯା ଆଜି, କହ ପଞ୍ଚାସନା,
ବୀଣାପାଣି । କବି, ମେବି, ତବ ପଦାନ୍ତ୍ରଜେ,
ନମିଯା ଜିଜ୍ଞାସେ ତୋମା, କହ, ଦୟାମୟ !”

ଏହି ପାଦ-ଚତୁର୍ଦ୍ଧମେବ ତୃତୀୟ ପାଦେ “ବୀଣାପାଣି” ପଦେ ‘ଅର୍ଥ ଶେଷ ହଟୁଥାଇଁ ; କିନ୍ତୁ ତାହାତେ ସର୍ବତ୍ର ଭନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ ; ଦେହେତ୍ର ତିଲୋତ୍ତମାର ଛଳଃ ଅମିତ୍ରାଙ୍ଗେ ପୟାବ, ତାହାର ଲକ୍ଷଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାକ୍ଷବ ବୃତ୍ତ, ଅଟ୍ଟମାକ୍ଷବେ ସର୍ତ୍ତ, ଏବଂ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ବନ୍ଦୀ ପାଇଲେଟେ ଛଳେବ ଲକ୍ଷଣ ମାନିତେ ହଇବେ । ମେଟେ ଲକ୍ଷଣାନୁସାରେ “ହାନେ,” “ଆଜି,” “ଦେବି” ଓ “ତୋମା,” ପଦେବ ପର ସତି ଆଛେ ; ମେଟେ ସତିତେଟି ଛଳେବ ଅନ୍ତର୍ବେଦ ଦକ୍ଷା ପାଥ ; ବୀଣାପାଣି ଶେଷେ ପର ପୃଥକ୍ ସତି ଥାକ୍ଷୟ ତାତ୍ତ୍ଵାତ୍ ତାନି ହୁଏ ନା । ବନ୍ଦାର୍ପି ଏହି ନିଯମେ ଅଞ୍ଚଥାର ଅଟ୍ଟମାକ୍ଷବେବ ପର ସତି ନା ଥାକେ ତାତ୍ତ୍ଵାତ୍ ହଇଲେ କାବ୍ୟକଣ୍ଠକାରେ ସତି-ଭନ୍ଦ-ଦୋଷ ସ୍ଥିକାବ କରିବେ ହଇବେ । ଏକ ପଦେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାକ୍ଷବେବ ଅଧିକ ବା ଅନ୍ତର୍ବେଦ ଥାକେ, ତାତ୍ତ୍ଵାତ୍ ହଇଲେ ତୋତାକେ ଛଳୋଭନ୍ଦ ଅନ୍ତିକାବ କରିବେ ହୁଏ ।

ଅନ୍ତର୍ଭାବ ଛଳେବ ପାଠ କବିବାର ନିୟମ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର । ସାମାଜିକ ପୟାବେ ଆୟା ଇହା ପାଠ କବିଲେ, ଅର୍ଥେବେ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ହଟୁବେକ ନା ଏବଂ କାବ୍ୟର ପର୍ଦା ବର୍ଲଯା ବୋଧ ହଟୁବେକ ନା । ଯାତାବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଜାତ ଆଛେନ, ତୃତୀୟା ସେ ପ୍ରକାଶେ ମିଳିଟ୍ରୁ କବି କୃତ “ପାବାଡ଼ାଇସ ଲଟ୍” ମାଧ୍ୟକ କାବ୍ୟ ପାଠ କବେନ ତଙ୍କୁଗେ ତହାର ପାଠ କବିଲେ ସିଦ୍ଧକାମ ହଟୁବେନ । ଅର୍ଥେବେ ପୃଥକ୍ ସତି ବାଖିଲେଟେ ତିଲୋତ୍ତମା-ପାଠେ ଶୁର୍ବୀ ହଟୁତେ ପାରିବେନ । ଫଳତଃ, ସେ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାମଚିକାହୁସାବେ ଗନ୍ଧ ପାଠ କବା ଯାଏ, ମେହି ପ୍ରକାର ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ପୟାବର ପାଠ କରିବେ ହୁଏ ; କେବଳ ଇତ୍ତାବ ବିରାମ-ଚିନ୍ତା ବ୍ୟାତୀତ ଛଳେବ ଦୁଟି ସର୍ତ୍ତ ଆଛେ, ତାତ୍ତ୍ଵାତ୍ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ବାର୍ତ୍ତା କରୁବୟ ।

ତିଲୋତ୍ତମାବ ଛଳ ଓ ସତି ବିଦ୍ୟରେ ଏତାବନ୍ଦାତ୍ ଲିଖିଯା ତାତ୍ତ୍ଵାତ୍ ବଚନା-କୌଶଳ ଓ କବିତ୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆମାଦିଗେର ଅଭିପ୍ରାୟ ସମ୍ବନ୍ଧ କବା କରୁବୟ ।...ଏହୁପେ ଏତାବନ୍ଦାତ୍ ବଚନାର ହୁଏ ଯେ, ଦ୍ୱାତ୍ରେ କବିତ୍ବ-ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆମରା ପୂର୍ବେରେ ଅନ୍ତର୍ବେଦ ପ୍ରଶଂସନାମ, ତାତ୍ତ୍ଵାତ୍ ସର୍ବତୋତ୍ତାବେ ମିଳି ହଟୁଥାଇଁ । ତିଲୋତ୍ତମାବ ସେ କୋନ ହାନେ ନଥନ ନିକ୍ଷେପ କରା ଯାଏ, ତାତ୍ତ୍ଵାତ୍ ଅକୃତ କର୍ବବ ଲକ୍ଷଣ ବିଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ । ସର୍ବତ୍ରାହୁ ଚନ୍ଦାକ-ବସାନ୍ତକ ଭାବ ଅତି ପ୍ରୋତ୍ସହ ବାକ୍ୟେ ବିଭୂତିତ ହଇଯାଇଁ । ଏତାବ ସକଳ ମତ୍ତଜ ଭୂବନବିଦ୍ୟାତ କାଲିଦାସ, ଭବତ୍ତୁତ,

হোমু, ফিল্টের প্রভৃতি কবিকূলকেশরীদিগের বচনা হইতে সংগ্রহ কবিয়াছেন ; কিন্তু বঙ্গভাষায় তাহাব বিভাষণে দস্তজ কেবল অনুবাদ কবিয়া নিবন্ধ হয়েন নাই ; তাহাব মন হইতে অঙ্গেব যে কোন ভাব নিশ্চিত হইয়াছে, তাহাই তাহাব স্বাভাবিক কল্পনাবৃত্তিৰ কৌশলে মুক্তন অবয়ব ধারণ কবিয়াছে ; কিছুই আটোন বলিয়া অনুদ্বৰ্গণ্য বোধ হয় না ; প্রভৃতি, সকলই জন্ম, দৈশুপ্রয় ও শান্তিকৰ অনুভূত হয়। লালিত ; বিশেষ বোধ হয়, তিলোকমা অতি প্রসিদ্ধ হইবেক না। তত্ত্বাপি, পৌলোমীৰ খেদ-উত্তীব সঠিত তুলনা কবিলে অতি অল্প বাঙালী কাব্য পৰীক্ষাক্ষৰ্ণীৰ হইতে পাবে। দস্তজ পৌৰাণিক ভূগোল ও খগোল পৰিদ্ব্যাগ কবিয়া, বিশ্বকূপকে ভূমণ্ডলেৰ প্রান্তভাগে প্ৰেৰণ কৰাব কেহ কেহ আপত্তি কৰিবে পাৰেন, এবং পৌলোমীৰ সহচৰীৰ মধ্যে ধৰ্ষা, ঘনসা, স্বতন্ত্ৰীৰ উৱেখ সহজয়েখ কাথ্য হয় নাই। অপৰ, অনেক স্থানে তুলনা ও বিশেষণ, তথা স্বদেশী তিলোকমাকে “গতো” নাময়া বৰ্ণনা দৃষ্টি মানিবে হয়। পৰম্পৰা, ঐ সকল আপত্তিমুৰ্দ্দেও আমণা মুক্তবৰ্তী স্বাকৃত কৰিতে পাৰিব যে, বৰ্তমান কাব্য বঙ্গভাষাব প্ৰধান কাব্যমধ্যে গণ্য তঁৰে, সন্দেহ নাই, এবং সহজয় কাব্যামূলবাগীবা ইহাব পাঠে অবশ্যই বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন।—‘নিবিধাৰ্থ-সন্তুচ,’ শকাৰ্দ ১৭৮২, অগ্রহায়ণ ; ৬ষ্ঠ পৰ্ব, ১৮ খণ্ড। (‘মধু-সূতি,’ পৃ. ১৪৪-৪৭ হইতে উদ্ধৃত।)

There cannot be the slightest doubt that the author whose work has given occasion to this article is a true poet. The Bengali nation should be right glad at this his first successful appearance before the public as an epic poet, for he is already very favourably known to them as a dramatist ... He is the creator of blank verse in the language, and this single circumstance shows at once the original turn of his mind.... As the new verse expresses the original character of the author's mind, so do the ideas and sentiments.

...The author's loftiness of imagination, his minute observation of nature, his delicate sense of beauty, and the uncommon splendor of his diction, charm us in every page of the poem. It is an intellectual luxury....the extraordinary genius of our poet has enabled him to arrange his copious store of sublime and beautiful sentiments and images into one harmonious and original whole and produce a masterpiece of poetry that will delight his nation from generation to generation.—*The Indian Field* for 2 Feb.

1861 (as quoted in the *Modern Review* for June 1936,
pp. 658-60)

রামগতি শ্যায়বছের ‘বাঙালাভাষা ও বাঙালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাৱ’
মধুসূদনের জীবিতকালেই প্রকাশিত হয়। শ্যায়রঞ্চ মহাশয় এই কাব্য
“মিষ্টবোধ না হওয়ায় ত্যাগ” করেন। নৃতন ছন্দ ও ভাষার বাধা তিনি
অতিক্রম কৰিতে না পারিয়া লিখিয়াছিলেন—

আমৰা প্ৰথমে ইচ্ছা পাঠ কৰিতে পাৰি নাই, বলিয়া কেচ একপ বুঝিবেন না যে,
তিলোকতমা বসন্তী নহেন;—ইচ্ছাতে উৎকৃষ্ট বস আছে, কিন্তু সেই বস, কৰ্ণেৰ
অনভ্যস্ত কৰ্ণশায়মান নৃতন ছন্দ, দূৰাপৰ, ‘ভূমেণ’ ‘অস্থিবি’ ‘কাস্তিল’ ‘কেলিমু’ প্ৰভৃতি
মাটিকেলি নৃতনবিধি ক্ৰিয়া-পদ, ব্যাকবণ্ডোৰ প্ৰভৃতি কটকাৰুত কঠিন ঘৰে একপ
আছান্তি যে, তাতা ভেদ কৰিয়া স্বাদগ্ৰহ কৰিতে সকনেৰ পক্ষে পৰিশ্ৰম দোষায়
না।—১ম সংস্কৰণ (১৮৭৩), পৃ. ২৬৯-১০।

একটি কথা আমাদিগকে সৰ্বদাই শ্ৰবণ রাখিতে হইবে, এই কাব্যে
মধুসূদনের প্ৰধান লক্ষ্য ছিল ছন্দ, কাব্যেৰ বিষয়-বস্তু নির্দ্বাৰণ অথবা
কবিত-শক্তিৰ প্ৰয়োগ গৌণভাৱে কৰা হইয়াছে। যতৌজ্ঞমোহন ঠাকুৱকে
লিখিত “মঙ্গলাচৰণে” তাহাৰ কৈফিয়ৎ সুস্পষ্টভাৱে ব্যক্ত হইয়াছেঃ—

যে ঢেৰণকে এই কাব্য প্ৰণীত হইল, তথিয়ে আমাৰ কোন কথাই বলা বাছল্য;
কেন না একপ পৰীক্ষা-বৃক্ষেৰ ফল সংঘঃ পৰিণত হয় না। তথাপি আমাৰ বিলক্ষণ
প্ৰতীতি ইইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে
সৰ্ব সাধাৰণ জনগণ ভগৱতী বাঙ্গেৰীৰ চৰণ হইতে মিৰাক্ষৰ-স্বকপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া
চৰিতাৰ্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাব্য-বচন্তা এতাদৃশী ঘোবতৰ
মহানিদ্ৰায় আছল্ল ধাৰিবেক, যে কি ধিক্কাৰ, কি ধৃষ্টবাদ, কিছুট তাতাৰ কৰ্মকৃতৰে
প্ৰবেশ কৰিবেক না।

আজ প্ৰায় শতাব্দীকালেৰ ব্যবধানে আমৰা বুঝিতে পারিতেছি, কৰি
মধুসূদন সেদিন ভূল কৰেন নাই।

ତିଲୋତ୍ତମା ସନ୍ଧବ କାବ୍ୟ

୧୮୭୦ ଶ୍ରୀହାତ୍ମକ ମୁଦ୍ରିତ ତୃତୀୟ ସଂସକରଣ ଚଇତେ]

অঙ্গলাচরণ ।

মানুবৰ শ্রীযুক্ত বাৰু যতীন্দ্ৰমোহন ঠাকুৱ মহোদয় সমীপেষু ।

বিময় পুৱঃসৱ নিবেদনমেতৎ,

যে উদ্দেশে তিলোত্মাৰ স্থষ্টি হয়, তাহা সফল হইলে, দেবৱাজ ইন্দ্ৰ তাহাকে
সূর্যমণ্ডলে প্ৰতিষ্ঠিত কৰেন। এই আদৰ্শেৰ অমুকৰণে আমি এই অভিনব কাৰ্য
আপনাকে সম্পৰ্ণ কৱিলাম। মহাশয় যদি অনুগ্ৰহ কৱিয়া ইহাকে আশ্রয় দেন, তাহা
হইলে আমি আমাৰ এ পৰিশ্ৰম সাৰ্থক বোধ কৱিব।

যে ছন্দোবক্ষে এই কাৰ্য প্ৰণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমাৰ কোন কথাই বলা বাছল্য ,
কেন না এৱপ পৱৰীক্ষা-বৃক্ষেৰ ফল সদঃ পৱিণত হয় না। তথাপি আমাৰ বিলক্ষণ
প্ৰতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সৰ্ব
সাধাৰণ-জনগণ ভগবতৌ বাগদেবীৰ চৰণ হইতে যিৰাকৃষ্ণ-স্বরূপ বিগড় ভগ দেখিয়া
চৱিতাৰ্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাৰ্য-ৱচষিতা এতাদৃশী ঘোৱতৰ
মহানিন্দ্ৰায় আচল্ল থাকিবেক, যে কি ধিক্কাৰ, কি ধৃত্বাদ, কিছুই তাহাৰ কৰ্ণহুৰে
প্ৰবেশ কৱিবেক না।

সে যাহা হউক, এ কাৰ্য আমাৰ নিকটে সৰ্বদা সমাদৃত থাকিবেক, যেহেতু
মহাশয়েৰ পাণিত্য, গুণগ্ৰাহকতা, এবং বক্তৃতাগুণে যে আমি কি পৰ্যন্ত উপকৃত
হইয়াছি, এবং হইবাৰও প্ৰত্যাশা কৰি, ইহা তাহাৰ এক প্ৰধান অভিজ্ঞান-স্বরূপ।
আক্ষেপেৰ বিষয় এই যে মহাশয় আমাৰ প্ৰতি যেৱেৰে স্নেহভাব প্ৰকাশ কৰেন, আমাৰ
এমন কোন গুণ নাই যদ্বাৰা আমি উহার ঘোগ্য হইতে পাৰি। ইতি

গ্ৰহকাৰশ্চ ।

তিলোত্তমাসন্তুষ্ট কাব্য

প্রথম সর্গ

ধৰল নামেতে গিরি হিমাঞ্জিৰ শিরে—
অভূতেদী, দেব-আঢ়া, ভীষণদৰ্শন ;
সতত ধৰলাকৃতি, অচল, অটল ;
যেন উর্জ্জিবাহু সদা, শুভবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগৱে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগীকূলধ্যেয় যোগী ! নিকুঞ্জ, কানন,
তরুরাজি, লতাবলী, মুকুল, কুসুম—
অগ্নান্ত অচলভালে শোভে যে সকল,
(যেন মৰকতময় কনককিৰীট)
না পৱে এ গিরি, সবে কৱি অবহেলা,
বিমুখ পৃথিবীপতি পৃথুৰূপে যেন
জিতেছিয় ! সুনাদিনী বিহঙ্গিনীদল,
সুনাদী বিহঙ্গ, অলি মন্ত্ৰ মধুলোভে,
কভু নাহি ভৰে তথা ! মুগেন্দ্ৰ কেশৱী,—
কৰীশৰ,—গিৰীশ্বৰশৱীৰ যাহার,—
শার্দুল, ভল্লুক, বনচৰ জীব যত—
বনকমলিনী কুৱঙ্গিণী সুলোচনা,—
ফণিনী মণিকুন্তলা, বিষাক্তৰ ফণী,—
না যায় নিকটে তাৰ—বিকট শেখৰ !
অদূৱে ঘোৱ তিমিৰ গভীৰ গহৰৱে,

କଳକଳ କରେ ଜଳ ମହାକୋଳାହଲେ,
ଭୋଗବତୀ ଶ୍ରୋତସ୍ତୀ ପାତାଲେ ଯେମତି
କଲ୍ପାଲିନୀ ; ସନ ସ୍ଵନେ ସହେନ ପବନ,
ମହାକୋପେ ଲୟକୁପେ ତମୋଣୁଗାସ୍ତି,
ନିଶାସ ଛାଡ଼େନ ଯେନ ସର୍ବନାଶକାରୀ !
ଦାନବ, ମାନବ, ଯକ୍ଷ, ରକ୍ଷ, ଦାନବାରି,—
ଦାନବୀ, ମାନବୀ, ଦେବୀ, କିବା ନିଶାଚରୀ,
ସକଳେରି ଅଗମ—ଦୁର୍ଗମ ଦୁର୍ଗ ଯେନ !
ଦିବାନିଶି ମେଘରାଶି ଉଡ଼େ ଚାରି ଦିକେ,
ଭୂତନାଥସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେ ନାଚେ ଭୂତ ଯେନ ।

• ଏ ହେନ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନେ ଦେବ ପୁରନ୍ଦର
କେନ ଗୋ ବସିଯା ଆଜି, କହ ପଦ୍ମାସନା
ବୀଣାପାଣି ? କବି, ଦେବି, ତବ ପଦାଞ୍ଚୁଜେ
ପ୍ରଣମି, ଜିଜ୍ଞାସେ ତୋମା, କହ, ଦୟାମୟି !
ତବ କୃପା—ମନ୍ଦର ଦାନବ ଦେବ ବଳ,
ଶୈଥର ଅଶେଷ ଦେହ—ଦେହ ଏ ଦାସେରେ ;
ଏ ବାକ୍ସାଗର ଆମି ମଥି ସଯତନେ,
ଲଭି, ମା, କବିତାମୃତ—ନିର୍ମଲମ ସୁଧା !
ଅକିଞ୍ଚନେ କର ଦୟା, ବିଶ୍ଵବିନୋଦିନି !
ଯେ ଶଶୀର ସ୍ଥାନ, ମାତଃ, ସ୍ଥାଗୁର ଲଳାଟେ,
ତୁହାରି ଆଭାୟ ଶୋଭେ ଫୁଲକୁଳଦଲେ
ନିଶାର ଶିଶିରବିନ୍ଦୁ, ମୁକ୍ତାଫଳକପେ !—

କହ, ସତି ;—କି ନା ତୁମି ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନମୟି ?—
କୋଥା ମେ ତ୍ରିଦିବ, ଯାର ଭୋଗ ଲଭିବାରେ
କଠୋର ତପସ୍ତୀ ନର କରେ ସୁଗେ ସୁଗେ,
କତ ଶତ ନରପତି ରତ ଅସ୍ମେଥେ—
ସାଗର ବିପୁଲବଂଶ ସେ ଲୋଭେତେ ହତ ?

কোথা সে অমরাপুরী কনকবনগরী ?
 কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম, সুবর্ণ আলয়,
 প্রভায় মলিন যার ইন্দু, প্রভাকর ?
 কোথা সে কনকাসন, রাজছত্র কোথা,
 রবির পরিধি যেন মেঝ-শৃঙ্গেপরি—
 উভয় উজ্জলতর উভয়ের তেজে ?
 কোথা সে নন্দনবন, সুখের সদন ?
 কোথা পারিজাত-ফুল, ফুলকুলপতি ?
 কোথা সে উর্বরশী, কাপে ঝুঁঝি-মনোহরা,
 চিরলেখা—জগৎজনের চিত্তে লেখা,
 মিশ্রকেশী—যার কেশ, কামের নিগড়,
 কি অমরে, কিবা নরে, না বাঁধে কাহারে ?
 কোথায় কিন্নর ? কোথা বিদ্যাধরদল ?
 গঙ্কর্ব—মদনগর্ব খর্ব যার কাপে ?
 চিরারথ—কামিনৌকুলের মনোরথ—
 মহারথী ? কোথা বজ্র, ভৌমপ্রহরণ !
 যার দ্রুত ইরশ্মদে, গভীর গর্জনে,
 দেব-কলেবর কাপে করি থর থর ;
 ভূধর অধীর সদা, চমকে ভুবন
 আতঙ্কে ? কোথা সে ধনুঃ, ধনুঃকুলরাজা
 আভাময়, যার চান্দ-রঞ্জ-কাস্তিছট।
 শোভে গো গগনশিরে (মেঘময় যবে)
 শিথিপুচ্ছচূড়া যেন হ্রষীকেশকেশে !
 কোথায় পুষ্কর, আবর্তক—ঘনেধর ?
 কোথায় মাতলি বলী ? কোথা সে বিমান,
 মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে—
 গতি, ভাতি—উভয়েতে তড়িৎ লাঞ্ছিত ?

କୋଥାୟ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଏରାବତ ? ଉଚ୍ଚେଃଶ୍ଵରାଃ
ହୟେଶ୍ଵର, ଆଶ୍ରମି ସଥା ଆଶ୍ରମି ?
କୋଥାୟ ପୌଲୋମୀ ସତ୍ତୀ, ଅନନ୍ତ-ଶୈବନା,
ଦେବେନ୍ଦ୍ର-ହୃଦୟ-ସରୋବର-କମଳିନୀ,
ଦେବ-କୁଳ-ଲୋଚନ—ଆନନ୍ଦମୟୀ ଦେବୀ,
ଆୟତଲୋଚନା ? କୋଥା ସ୍ଵର୍ଗ କଲ୍ପତର,
କାମଦ ବିଧାତା ସଥା, ଯାର ପୃତ ପଦ
ଆନନ୍ଦେ ନନ୍ଦନବନେ ଦେବୀ ମନ୍ଦାକିନୀ
ଧୋନ୍ ସଦା ପ୍ରବାହିଣୀ କଲକଳ କଲେ ?—
ହାୟ ରେ, କୋଥାୟ ଆଜି ସେ ଦେବବିଭବ !
ହାୟ ରେ, କୋଥାୟ ଆଜି ସେ ଦେବମହିମା !

ଦୂର୍ଦ୍ଵାନ୍ତ ଦାନବଦଲ, ଦୈବବଲେ ବମୀ,
ପରାଭବି ସୁରଦଲେ ଘୋରତର ରଣେ,
ପୂରିଯାଛେ ସ୍ଵର୍ଗପୁରୀ ମହାକୋଳାହଲେ,
ବସିଯାଛେ ଦେବାସନେ ପାମର ଦେବାରି ।

ସଥା ପ୍ରଲୟେର କାଳେ, ଝନ୍ଦେର ନିଶ୍ଚାସ
ବାତମୟ, ଉଥଲିଲେ ଜଳ ସମାକୁଳ,
ପ୍ରବଳ ତରଙ୍ଗଦଲ, ତୌର ଅତିକ୍ରମି,
ବସୁଧାର କୁଞ୍ଚଳ ହଇତେ ଲୟ କାଡ଼ି
ସ୍ଵର୍ଗକୁସୁମ-ଲତା-ମଣିତ ମୁକୁଟ ;—
ଯେ ସୁଚାରୁ ଶ୍ରାମଅନ୍ଦ ଧାତୁକୁଳପତି
ଗ୍ରାଥି ନାନା ଫୁଲମାଳା ସାଜାନ ଆପନି
ଆଦରେ, ହରେ ପ୍ରାବନ ତାର ଆଭରଣ ।

ସହଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଦର ଯୁବିଯା ଦାନବାରି,
ପ୍ରଚଂଗ ଦିତିଜ ତୁଜ ପ୍ରତାପେ ତାପିତ,
ଭଙ୍ଗ ଦିଯା ବିମୁଖ ହଇଲା ସବେ ରଣେ—
ଆକୁଳ ! ପାରକ ସଥା, ବାୟୁ ଧୀର ସଥା,

সর্বভূক্ত, প্রবেশিলে নিবিড় কাননে,
 মহাত্মাসে উদ্ধৃথাসে পালায় কেশরী ;
 মদকল নগদল, চপ্টল সতয়ে,
 করভ করিণী ছাড়ি পালায় অমনি
 আশুগতি ; মৃগাদন, শার্দুল, বরাহ,
 মহিষ, ভীষণ খঞ্জী—অক্ষয় শরীরী,
 ভল্লুক বিকটাকার, দুরস্ত হিংসক
 পালায় তৈরবরবে ত্যজি বনরাজী ;—
 পালায় কুরঙ্গ রঙ্গরসে ভঙ্গ দিয়া,
 ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ, বেগে ধায় চারি দিকে ;—
 মহাকোলাহলে চলে জৌবন-তরঙ্গ,
 জৌবনতরঙ্গ যথা পবনতাড়নে !

অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ দেখি সে সমরে,
 পালাইলা পরিহরি সংগ্রাম কুলিশী
 পুরন্দর ; পালাইলা পাশী দেখি পাশে
 ত্রিয়মাণ, মন্ত্রবলে মহোরগ ঘেন !
 পালাইলা যক্ষনাথ ভীম গদা ফেলি,
 করী ঘেন করহীন ! পালাইলা বেগে
 বাতাকারে মৃগপৃষ্ঠে বায়ুকুলপতি ;
 জরজর-কলেবর, ছষ্টামূর-শরে
 পালাইলা শিথি-পৃষ্ঠে শিথিবরাসন
 মহারথী ; পালাইলা মহিষ বাহনে
 সর্বঅন্তকারী ঘম, দন্ত কড়মড়ি,
 সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড—ব্যর্থ এবে রণে !
 পালাইলা দেবগণ রণভূমি ত্যজি ;
 জয় জয় নাদে দৈত্য ভূবন পুরিল ।
 দৈববলে বলী পাপী, মহা অহঙ্কারে

প্ৰবেশিল সৰ্গপুৱী—কনক নগৱী,—
 দেৰাজাসনে, মৱি, দেৰারি বসিল ।
 হায় রে, যে রতিৰ মৃণাল ভূজপাশ,
 (প্ৰেমেৰ কুসুম-ডোৱ,) বাঁধিত সতত
 মধুসখে, আৱহৱ-কোপানল যেন
 বিৱহ-অনল রূপ ধৱি, মহাতাপে
 দহিতে লাগিল এবে সে রতিৰ হিয়া ।
 মুন্দ উপমুন্দামুৱ, সুৱে পৱাভবি,
 লঙ ভঙ কৱিল অখিল ভূমঙল ;
 ঔৰ্বৰখৰি ক্ৰোধানল পশি যেন জলে,
 আলাইলা জলেখৰে, নাশি জলচৱে ।
 তোমাৰ এ বিধি, বিধি, কে পাৱে বুৰিতে,
 কিবা নৱে, কি অমৱে ? বোধাগম্য তুমি !
 ত্যজি দেৱবলদলে দেৱদলপতি
 হিমাচলে মহাবল চলিলা একাকী ;—
 যথা পক্ষৰাজ বাজ, নিৰ্দয় কিৱাত
 লুটিলে কুলায় তাৰ পৰ্বত-কল্পৱে,
 শোকে অভিমানে মনে প্ৰমাদ গণিয়া,
 আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গ-গিৱি-শৃঙ্গোপৱি,
 কিম্বা উচ্চশাখ বৃক্ষশাখে বসে উড়ি ;—
 ধবল অচলে এবে চলিলা বাসৰ ।
 বিপদেৱ কালজাল আসি বেড়ে যবে,
 মহতজনতৰসা মহত যে জন ।
 এই সুৱপতি যবে ভীষণ অশনি-
 প্ৰহাৱে চৰ্ণিয়াছিলা শৈল-কুল-গাঢ়া
 হৈম, শৈলৱাজসুত মৈনাক পশিলা
 অতলজলধিতলে—মান বাঁচাইতে ।

ସ୍ଥା ଘୋରତର ବାତ୍ୟ, ଅଞ୍ଚିରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷେ
 ଗଭୀର ପଯୋଧି ନୀର, ଧରି ମହାବଲେ
 ଜଳଚର-କୁଳପତି ମୌନେନ୍ଦ୍ର ତିମିରେ,
 ଫେଲାଇଲେ ତୁଲେ କୁଲେ, ମଂଶୁନାଥ ତଥା
 ଅମହାୟ ମହାମତି ହୟେନ ଅଚଳ ;
 ଅଭିମାନେ ଶିଳାସନେ ବସିଲା ଆସିଯା
 ଜିମ୍ବୁ—ଅଜିମ୍ବୁ ଗୋ ଆଜି ଦାନବ-ସଂଗ୍ରାମେ
 ଦାନବାରି ! ମହାରଥୀ ବସିଲା ଏକାକୀ ;—
 ନିକଟେ ବିକଟ ବଜ୍ର, ବ୍ୟର୍ଥ ଏବେ ରଣେ,
 କମଳ ଚରଣେ ପଡ଼ି ଯାଇ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି,
 ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତେ କ୍ଷତଶରୀର କେଶରୀ
 ଶିଖରୀ ସମୀପେ ଯଥା—ବ୍ୟଥିତ ହୁଦୟେ !
 କନକ-ନିର୍ମିତ ଧରୁ—ରତନ-ମଣିତ,
 (କାଦମ୍ବିନୀ ଧନୀ ଯାରେ ପାଇଲେ ଅମନି
 ଯତନେ ସୀମନ୍ତଦେଶେ ପରଯେ ହରଷେ)
 ଅନାଦରେ ଶୋଭେ, ହାୟ, ପର୍ବତଶିଖରେ,
 ଧବଳ-ଲଳାଟ-ଦେଶ ଉଜଳି ସୁତେଜେ,
 ଶଶକଳା ଉମାପତ୍ତି-ଲଳାଟ ଯେମତି ।
 ଶୃଙ୍ଗ ତୁଣ—ବାରିଶୃଙ୍ଗ ସାଗର ଯେମନି,
 ଯବେ ଝବି ଅଗନ୍ତ୍ୟ ଶୁଷିଲା ଜଲଦଲେ
 ଘୋର ରୋଷେ ! ଶଞ୍ଚ, ଯାର ନିନାଦେ ଆକୁଳ
 ଦୈତ୍ୟକୁଳ—କରୀ-ଅରି-ନିନାଦେ ଯେମତି
 କରିବୁଳ—ନିରାନନ୍ଦେ ନୀରବ ସେ ଏବେ !
 ହାୟ ରେ, ଅନାଥ ଆଜି ତ୍ରିଦିବେର ନାଥ !
 ହାୟ ରେ, ଗରିମାହୀନ ଗରିମା-ନିଧାନ !
 ଯେ ମିହିର, ତିମିରାରି, କର-ରଙ୍ଗ-ଦାନେ
 ଭୂଷେନ ରଜନୌ-ସଥା, ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣତାରାବଲୀ,

ଗ୍ରହାଶି,—ରାତ୍ର ଆସି ଗୋଟିଏବେଳେ !

ଏବେ ଦିନମଣି ଦେବ, ମୃଦୁ-ମନ୍ଦ-ଗତି,

ଅଞ୍ଚାଚଲେ ଚାଲାଇଲା ସ୍ଵର୍ଗ-ଚକ୍ରରଥ,

ବିଶ୍ଵାମୀ ବିଲାସ ଆଶେ ମହିପତି ଯଥା

ସାଙ୍ଗ କରି ରାଜ୍ୟ-କାର୍ଯ୍ୟ ଅବନୀମଣ୍ଡଳେ ।

ଶୁଖାଇଲ ନଲିନୀର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆନନ୍ଦ,

ହୃଦାହ ବିରହକାଳ କାଳ ଯେନ ଦେଖି

ସମୁଦ୍ରେ ! ମୁଦିଲା ଆଁଥି ଫୁଲକୁଳେଶ୍ଵରୀ ।

ମହାଶୋକେ ଚକ୍ରବାକୀ ଅବାକ୍ ହଇଯା,

ଆଇଲୋ ତରନ କୋଳେ ଭାସି ନେତ୍ରନୀରେ,

ଏକାକିନୀ—ବିରହିଣୀ—ବିଷଳବଦନା,

ବିଧବା ଦୁଃଖିତା ଯେନ ଜନକେର ଗୃହେ ।

ମୃଦୁହାସି ଶଶୀ ସହ ନିଶି ଦିଲା ଦେଖା,

ତାରାମୟ ସିଂଧି ପରି ସୀମଣ୍ଡେ ମୁଦ୍ରାରୀ ;

ବନ, ଉପବନ, ଶୈଳ, ଜଳାଶୟ, ସରଃ,

ଚନ୍ଦ୍ରମାର ରଜଃକାନ୍ତି କାନ୍ତିଲ ସବାରେ ।

ଶୋଭିଲ ବିଶଳ ଜଳେ ବିଧୁପରାୟଣା

କୁମୁଦିନୀ ; ଶ୍ରଲେ ଶୋଭେ ବିଶଦବସନା

ଧୂତୁରା ଚିର ଯୋଗିନୀ, ଅଲି ମଧୁଲୋଭୀ

କଭୁ ନା ପରଶେ ଯାରେ । ଉତ୍ତରିଲା ଧୀରେ,

ବିରାମ-ଦାୟିନୀ ନିଜ୍ଞା—ରଜନୀର ସର୍ଥୀ—

କୁହକିନୀ ସ୍ଵପ୍ନଦେବୀ ସ୍ଵର୍ଜନୀର ସହ ।

ବସ୍ମମତୀ ସତ୍ତୀ ତୀର ଚରଣକମ୍ଳେ,

ଜୀବକୁଳ ଲଘେ ନମି ନୀରବ ହଇଲା ।

ଆଇଲା ରଜନୀ ଧନୀ ଧବଳ-ଶିଖରେ

ଧୀରଭାବେ, ଭୌମା ଦେବୀ ଭୌମ ପାଶେ ଯଥା

ମନ୍ଦଗତି । ଗେଲା ସତ୍ତୀ କୌମୁଦୀବସନା

শিলাতলে দেবরাজ বিরাজেন যথা ।
 ধরি পাদপদ্মযুগ করপদ্মযুগে,
 কাদিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবী প্রণাম করিলা
 দেবনাথে । অঞ্চ-বিন্দু, ইন্দ্রের চরণে,
 শোভিল, শিশির যেন শতদল-দলে,
 জাগান অঙ্গণে যবে উষা সাজাইতে
 একচক্ররথ, খুলি সুকমল-করে
 পূর্বাশার হৈম দ্বার ! আইলেন এবে
 নিজাদেবী, সহ স্পন্দেবী সহচরী,
 পুষ্পদাম সহ, আহা, সৌরভ যেমতি !
 মৃছ মন্দ গন্ধবহ-বাহনে আরোহি,
 আসি উতরিলা দোহে যথা বজ্পাণি ;
 কিন্তু শোকাকুল হেরি দেবকুলনাথে,
 নিঃশব্দে বিনতভাবে দূরে দাঢ়াইলা,
 সুকিঙ্করীবৃন্দ যথা নরেন্দ্র সমীপে
 দাঢ়ায়,—উজ্জল স্বর্ণপুতলীর দল ।
 হেরি অস্মুরারি দেবে শোকের সাগরে
 মগ্ন, মগ্ন বিশ্ব যেন প্রলয়সলিলে,—
 কাদিতে কাদিতে নিশি নিজা পানে চাহি,
 শুমধুর স্বরে শ্রামা কহিতে লাগিলা ;—
 “হায়, সখি, একি লৌলা খেলিলা বিধাতা ?
 দেবকুলেশ্বর যিনি, ত্রিদিবের পতি,
 এই শিলাময় দেশ—অগম, বিজন,
 ভয়ঙ্কর—মরি ! একি সাজে লো তাহারে ?
 তায় রে, যে কল্পতরু নন্দনকাননে,
 মন্দাকিনী তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে
 প্রভাময়, কে ফেলে লো ! উপাড়ি তাহারে

ମରହୁମେ ! କାର ବୁକ ନା ଫାଟେ ଲୋ ଦେଖି
ଏ ମିହିରେ ଡୁବିତେ ଏ ତିମିର-ସାଗରେ ! ”

କହିତେ କହିତେ ଦେବୀ ଶର୍ବରୀ ସୁନ୍ଦରୀ
କୌଣ୍ଡିଆ ତାରାକୁଞ୍ଜଳା ବ୍ୟାକୁଳା ହଇଲା !
ଶୋକେର ତରଙ୍ଗ ଯବେ ଉଥିଲେ ହୃଦୟେ,
ଛିମ୍ବ-ତାର ବୌଣା ସମ ନୌରବ ରମନା ;—

ଅରେ ରେ ଦାରୁଣ ଶୋକ, ଏହି ତୋର ରୀତି !

ଶୁଣି ଯାମିନୀର ବାଣୀ, ନିଦ୍ରାଦେବୀ ତବେ
ଉତ୍ତର କରିଲା ସତୀ ଅଯୁତଭାଷିଣୀ,
ମଧୁପାନେ ମାତି ଯେନ ମଧୁକରୀଖରୀ
ମଧୁର ଗୁଞ୍ଜରେ, ଆହା, ନିକୁଞ୍ଜ ପୂରିଲା :—
“ଯା କହିଲେ ସତ୍ୟ, ସଥି, ଦେଖି ବୁକ ଫାଟେ ;
ବିଧିର ନିର୍ବନ୍ଧ କିନ୍ତୁ କେ ପାରେ ଥଣ୍ଡାତେ ?
ଆଇସ ଏବେ ତୁମି, ଆମି, ସ୍ଵପ୍ନଦେବୀ ସହ,
କିଞ୍ଚିଂ କାଲେର ତରେ ହରି, ଯଦି ପାରି,
ଏ ବିଷମ ଶୋକଶେଳ, ଯତନ କରିଯା ।
ଡାକ ତୁମି, ହେ ସ୍ଵଜନି, ମଲଯ ପବନେ ;
ବଲ ତାରେ ସୁମୋରଭ ଆଶ୍ରୁ ଆନିବାରେ ;
କହ ତବ ସୁଧାଂଶୁରେ ସୁଧା ବରଷିତେ ।
ଯାଇ ଆମି, ଯଦି ପାରି, ମୁଦି, ପ୍ରିୟସଥି,
ଓ ସହସ୍ର ଆଁଥି, ମନ୍ତ୍ରବଳେ କି କୌଶଳେ ।
ଗଡ଼ୁକ ସ୍ଵପନଦେବୀ ମାୟାର ପୌଲୋମୀ—
ମୃଗାଙ୍କଳୀ, ପୀବରଞ୍ଜନୀ, ସୁବିଷ୍ମ-ଅଧରା,
ସୁଶୋଭିତ କବରୀ ମନ୍ଦାରେ, କୁଶୋଦରୀ ;
ବେଡୁକ ଦେବେଶ୍ରେ ଶୃଜି ମାୟାର ନନ୍ଦନ ;
ମାୟାର ଉର୍ବଳୀ ଆସି, ସ୍ଵର୍ଗବୀଣା କରେ,
ଗାୟୁକ ମଧୁର ଗୀତ ମଧୁ ପଞ୍ଚମରେ ;

রস্তা-উরু রস্তা আসি নাচুক কৌতুকে ।
 যে অবধি, নলিনীর বিরহে কাতর,
 নলিনীর সখা আসি নাহি দেন দেখা।
 কনক উদয়াচল-শিখরে, উজলি
 দশ দিশ, হে স্বজনি, আইস তোমা দোহে,
 সাধিতে এ কার্য মোরা করি প্রাণপণ।”

তবে নিশি, সহ নিজা, স্বপ্ন কুহকিনী,
 চাত ধরাধরি করি, বেড়িলা বাসবে—
 সুবর্ণ চম্পকদাম গাথি যেন রতি
 দোলাইলা প্রাণপতি মদনের গলে !
 ধৌরভাবে দেবীদল, বেড়িয়া দেবেশে,
 যাঁর যত তন্ত্র, মন্ত্র, ছিটা, ফোটা ছিল,
 একে একে লাগাইলা ; কিন্তু দৈবদোষে,
 বিফল হইল সব ; যামিনী অমনি,
 চঞ্চল বিশ্বায়ে দেবী, মহু, কলস্বরে,—
 একাকিনী, সুনাদিনী কপোতী যেমতি
 কুহরে নিবিড় বনে—কহিতে লাগিলা ;—

“কি আশ্চর্য, প্রিয়সখি, দেখিলাম আজি !
 কেবা জিনে ত্রিভুবনে আমা তিন জনে ?
 চিরবিজয়নী মোরা যাই লো যে স্থলে !
 সাগর মাঝারে, কিঞ্চিৎ গহন বিপিনে,
 রাজসভা, রংভূমে, বাসরে, আসরে,
 কারাগারে, ছঃখ, সুখ, উভয় সদনে,
 করি জয় স্বর্গে, মর্ত্যে, পাতালে, আমরা ;
 কিন্তু সে প্রবল বল বৃথা হেথা এবে !”

শুনি স্বপ্নদেবী হাসি—হাসে শশী যথা—
 কহিলা শ্বামা স্বজনী রজনীর প্রতি ;

“ମିଛେ ଖେଦ କେନ, ସଥି, କର ଗୋ ଆପନି ?
 ଦେବେଶ୍ଵରମଣୀ ଧନୀ ପୁଲୋମତୁହିତା
 ବିନା, ଆର କାର ସାଧ୍ୟ ନିବାହିତେ ପାରେ
 ଏ ଜଳନ୍ତ ଶୋକାନଳ ? ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଦେହ,
 ଯାଇ ଆମ ଆନି ହେଥା ଦେ ଚାକୁହାସିନୀ ।
 ହାୟ, ସଥି, ପତିହୀନା କପୋତୀ ଯେମତି,
 ତରୁବର, ଶୃଙ୍ଗଧର ସମୀପେ, ବିଲାପି
 ଚାହେ କାନ୍ତେ ସୌମ୍ୟନୀ, ବିରହବିଧୁରା,
 ଆସ୍ତି-ଦୂତୀ ସହ ସତୀ ଭମେନ ଜଗତେ,
 ଶୋକେ ! ଶୁନ ମନ ଦିଯା, ରଜନି ସ୍ଵଜନି,
 ଯଦି ଆଜ୍ଞା କର ତବେ ଏଥିନି ଯାଇବ ।”
 ଯାଏ ବଲି ଆଦେଶିଲା ଶଶାଙ୍କରଙ୍ଗିନୀ ।
 ଚଲିଲା ସ୍ଵପନଦେବୀ ନୀଳାସ୍ତର ପଥେ—
 ବିମଲ ତରଲତର ରୂପେ ଆଲୋ କରି
 ଦଶ ଦିଶ ; ଆଶୁଗତି ଗେଲା କୁହକିନୀ,
 ଭୂପତିତ ତାରା ଯେନ ଉଠିଲ ଆକାଶେ ।
 ଗେଲା ଚଲି ସ୍ଵପନଦେବୀ ମାୟାବୌ ସୁନ୍ଦରୀ
 ଦ୍ରଢ଼ବେଗେ ; ବିଭାବରୀ ନିଦ୍ରାଦେବୀ ସହ
 ବସିଲା ଧବଳ ଶୃଙ୍ଗେ ; ଆହା, କିବା ଶୋଭା !
 ଯୁଗଳ କମଳ, ଯେନ ଜଗନ୍ତ ମୋହିତେ,
 ଫୁଟିଲ ଏକ ମୃଣାଳେ କ୍ଷୀର-ମରୋବରେ ।
 ଧବଳ ଶିଖରେ ବସି ନିଦ୍ରା, ବିଭାବରୀ,
 ଆକାଶେର ପାନେ ଦୌହେ ଚାହିତେ ଲାଗିଲା,
 ହାୟ ରେ, ଚାତକୀ ଯଥା ସତୃଷ୍ଣ ନୟନେ
 ଚାହେ ଆକାଶେର ପାନେ ଜଳଧାରା-ଆଶେ !
 ଆଚମ୍ବିତେ ପୁର୍ବଭାଗେ ଗଗନମଣ୍ଡଳ
 ଉଜ୍ଜ୍ଵଲିଲ, ଯେନ ଦ୍ରଢ଼ ପାବକେର ଶିଥା,

ঠেলি ফেলি ছই পাশে তিমির-তরঙ্গ,
 উঠিল অশ্বর-পথে ; কিম্বা হিষাম্পতি
 অরুণ সারথি সহ স্বর্ণচক্র রথে
 উদয় অচলে আসি দুরশন দিলা ।
 শতেক যোজন বেড়ি আলোক-মণ্ডল
 শোভিল আকাশে, যেন রঞ্জনের ছটা
 নৌলোংপল-দলে, কিম্বা নিকষে যেমতি
 সুবর্ণের রেখা—লেখা বক্র চক্ররূপে ।
 এ শুল্দর প্রভাকর পরিধি মাঝারে,
 মেঘাসনে বসি ওগো কোন্ সতী ওষ্ট ?
 কেমনে, কহ, মা, খেতকমলবাসিনি,
 কেমনে মানব আমি চাব ওর পানে ?
 রবিচ্ছবি পানে, দেবি, কে পারে চাহিতে ?
 এ দ্রুবল দাসে কর তব বলে বলৌ ।

চরণ যুগল শোভে মেঘবর-শিরে,
 নৌল জলে রক্তোংপল প্রফুল্লিত যথা,
 কিম্বা মাধবের বুকে কৌস্তুভ রতন ।
 দশ চন্দ্র পড়ি রে রাজৌৰ পদতলে,
 পূজা ছলে বসে তথা—সুখের সদন ।
 কাঞ্চন-মুকুট শিরে—দিনমণি তাঁচে
 মণিরূপে শোভে ভাসু ; পৃষ্ঠে মল দোলে
 বেণী,—কামবধূ রতি যে বেণী লইয়া
 গড়েন নিগড় সদা বাঁধিতে বাসবে ।
 অনন্ত-যৌবন দেব, বসন্ত যেমনি
 সাজায় মহীৱ দেহ সুমধুৰ মাসে,
 উল্লম্বসে ইঙ্গাণী পাশে বিরাঙ্গে সতত
 অহুচর, যোগাইয়া বিবিধ ভূষণ !

ଅଲିପଂକ୍ତି,—ରତ୍ନପତି ଧରୁକେର ଗୁଣ,—
 ସେ ଧରୁରାକାର ଧରି ବସିଯାଛେ ଶୁଖେ
 କମଳ ନୟନ-ୟୁଗୋପରି, ମଧୁ ଆଶେ
 ନୀରବ !—ହାୟ ରେ ମରି ! ଏ ତିନ ଭୁବନେ
 କେ ପାରେ ଫିରାତେ ଆଁଥି ହେରି ଓ ବଦନ !
 ପଞ୍ଚରାଗ-ଖଚିତ, ପଦ୍ମେର ପର୍ଗ ସମ
 ପଟ୍ଟିବସ୍ତ୍ର ; ଶ୍ରୀ-ଅଞ୍ଚଳେ ଜଳେ ରତ୍ନାବଳୀ,
 ବିଜଲୀର ଘଲା ଯେନ ଅଚକଳ ସଦା !
 ସେ ଆଚଳ ଇନ୍ଦ୍ରାଗୀର ପୀନସ୍ତନୋପରି
 ଭାତେ, କାମକେତୁ ଯଥା ଯବେ କାମସଥା
 ବସନ୍ତ, ହିମାଷ୍ଟେ, ତାରେ ଉଡ଼ାଯ କୌତୁକେ !
 ଭୁବନମୋହିନୀ ଦେବୀ, ବସି ମେଘାସନେ,
 ଆଇଲା ଅସ୍ଵରପଥେ ମୃଦୁମନ୍ଦଗତି,—
 ନୌଲାଶୁ ସାଗର-ଶୁଖେ ନୌଲୋଂପଲ-ଦଲେ
 ଯଥା ରମା ଶୁକେଶିନୀ କେଶବବାସନା,
 ଶୁରାଶୁର ମିଳି ଯବେ ମଥିଲା ସାଗରେ !
 ହାୟ, ଓ କି ଅଞ୍ଚ କବି ହେବେ ଓ ନୟନେ ?
 ଅରେ ରେ ବିକଟ କୌଟ, ନିଦାନଙ୍ଗ ଶୋକ,
 ଏ ହେନ କୋମଳ ଫୁଲେ ବାସା କି ରେ ତୋର—
 ସର୍ବଭୁକ୍ ସମ, ହାୟ, ତୁଟ୍ ଦୁରାଚାର
 ସର୍ବଭୁକ୍ ? ଶୂନ୍ୟମାର୍ଗେ କାନ୍ଦେନ ବିଷାଦେ
 ଏକାକିନୀ ସ୍ଵରୀଶ୍ଵରୀ ! ଚଳ, ଘନପତି !
 ଘନ-କୁଳୋତ୍ତମ ତୁମି, ଉଡ଼ କ୍ରତୁବେଗେ !
 ତୁମି ହେ ଗନ୍ଧମାଦନ, ତୋମାର ଶିଥରେ
 ଫଲେ ସେ ଦୁଲ୍ଲଭ ସ୍ଵର୍ଗତିକା, ପରଶେ
 ଯାହାର, ଶୋକେର ଶକ୍ତି-ଶେଳାଘାତ ହତେ
 ଲଭିବେନ ପରିଆଗ ବାସବ ଶୁମତି !

ଆଇଲା ପୌଳୋମୀ ସତୀ ମେଘାସନେ ବସି,
ତେଜୋରାଶି-ବେଷ୍ଟିତା ; ନାଦିଲ ଜଳଥର ;
ସେ ଗଭୀର ନାଦ ଶୁଣି, ଆକାଶମଞ୍ଜଳି
ପ୍ରତିଧରନି ସପୁଲକେ ବିଶ୍ଵାରିଲା ତାରେ
ଚାରି ଦିକେ ; କୁଞ୍ଜବନ, କନ୍ଦର, ପର୍ବତ,
ନିବିଡ଼ କାନନ, ଦୂର ନଗର, ନଗରୀ,
ସେ ସ୍ଵର-ତରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗେ ପୂରିଲ ସବାରେ ।
ଚାତକିନୀ ଜୟଧରନି କରିଯା ଉଡ଼ିଲ
ଶୃଙ୍ଗ ପଥେ, ହେରି ଦୂରେ ପ୍ରାଣନାଥେ ଯଥା
ବିରହବିଧୁରା ବାଲା, ଧ୍ୟାଯ ତାର ପାନେ ।
ନାଚିତେ ଲାଗିଲ ମତ ଶିଖିନୀ ଶୁଖିନୀ ;
ପ୍ରକାଶିଲ ଶିଖୀ ଚାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକ କଳାପ ;
ବଲାକା, ମାଲାଯ ଗୋଥା, ଆଇଲା ଦୁରିତେ
ଯୁଡ଼ିଯା ଆକାଶପଥ ; ଶୁର୍ବର୍ଗ କନ୍ଦଲୀ—
ଫୁଲକୁଳବଧୁ ସତୀ ସନ୍ଦା ଲଜ୍ଜାବତୀ,
ମାଥା ତୁଳି ଶୃଙ୍ଗପାନେ ଚାହିୟା ହାସିଲ ;
ଗୋପିନୀ ଶୁଣି ଯେମନି ମୁରଲୀର ଧନି,
ଚାହେ ଗୋ ନିକୁଞ୍ଜପାନେ, ଯବେ ବ୍ରଜଧାମେ,
ଦୀଢ଼ାଯେ କଦମ୍ବମୂଳେ ସମୁନାର କୁଳେ,
ମୃଦୁଷ୍ଵରେ ମୁଦ୍ରାରେ ଡାକେନ ମୁରାରି ।

ସନାମନ ତାଙ୍ଗି ଆଶୁ ନାଶିଲା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ
ଧ୍ୱଲେର ପଦଦେଶେ । ଏ କି ଚୟଂକାର ?
ପ୍ରଭାକୀର୍ଣ୍ଣ, ତେଜୋମୟ କନକମଣ୍ଡିତ
ସୋପାନ ଦେଖିଲା ଦେବୀ ଆପନ ସମ୍ମୁଦ୍ରେ—
ମଣି ମୁକ୍ତା ହୀରକ ଖଚିତ ଶତ ସିଂଦି
ଗଡ଼ି ଯେନ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ହାପିଲା ସେଥାନେ ।
ଉଠିଲେନ ଇନ୍ଦ୍ରପିଯା ମୃଦୁ ମନ୍ଦ ଗତି

ଏବଳ ଶିଖରେ ମତୀ । ଆଚହିତେ ତଥ
ନୟନ-ରଙ୍ଗନ ଏକ ନିକୁଞ୍ଜ ଶୋଭିଲ ।
ବିବିଧ କୁମୁଦଜାଳ, ସ୍ତବକେ ସ୍ତ୍ରୟକେ,
ବନରତ୍ନ, ମଧୁର ସର୍ବଦ୍ସ, ସ୍ଵରଧନ,
ବିକଶିଯା ଚାରି ଦିକେ ହାସିତେ ଲାଗିଲ—
ନୀଳ ନଭଞ୍ଜେ ହାସେ ତାରାଦଳ ଯଥା ।
ମଧୁକର-ନିକର ଆନନ୍ଦଧବନି କରି
ମକରନ୍ଦ-ଲୋତେ ଅନ୍ଧ ଆସି ଉତ୍ତରିଲା ;
ବସନ୍ତର କଳକଠ ଗାୟକ କୋକିଲ
ବରଖିଲା ସ୍ଵରମୁଦ୍ରା ; ମଲୟ ମାରୁତ—
ଫୁଲ-କୁଳ-ନାୟକ ପ୍ରେର ସମୀରଣ—
ପ୍ରତି ଅମୁକୁଳ-ଫୁଲ-ଆବଣ-କୁହରେ
ପ୍ରେମେର ରହଣ୍ୟ ଆସି କହିତେ ଲାଗିଲା ;
ଛୁଟିଲ ସୌରଭ ଯେନ ରତିର ନିଧାସ,
ମନ୍ଦଥେର ମନ ଯବେ ମଥେନ କାମିନୀ
ପାତି ପ୍ରଣୟେର ଝାନ ପ୍ରଣୟକୌତୁକେ
ବିରଲେ ! ବିଶାଳ ତର୍କ, ବ୍ରତତୌ-ରମଣ,
ମଞ୍ଜରିତ ବ୍ରତତୌର ବାହପାଶେ ବୀଧା,
ଦୀଢ଼ାଇଲ ଚାରି ଦିକେ, ବୀରବନ୍ଦ ଯଥା ;
ଶତ ଶତ ଉଂସ, ରଜଞ୍ଜନ୍ମର ଆକାରେ
ଉଠିଯା ଆକାଶେ, ମୁକୁଫଳ କଳରବେ
ବରଷି, ଆର୍ଦ୍ରିଲ ଅଚଳେର ବକ୍ଷ-ମୂଳ ।
ସେ ସକଳ ଜଳବିଚ୍ଛୁ ଏକତ୍ର ମିଶିଯା,
ଶୃଙ୍ଗିଲ ସହର ଏକ ରମ୍ଯ ସରୋଵର
ବିମଳ-ସଲିଲ-ପୂର୍ଣ୍ଣ ; ସେ ସରେ ହାସିଲ
ନଲିନୀ, ଭୂଲିଯା ଧନୀ ତପନ-ବିରହ
କ୍ଷଣକାଳ ! କୁମୁଦିନୀ, ଶଶାଙ୍କ-ରଙ୍ଗିନୀ,

সুখের তরঙ্গে রঞ্জে ফুটিয়া ভাসিস !
 সে সরোবর্পর্ণে তারা, তারানাথ-সঙ্গ,
 সুভূতল জলদলে কাস্তি রঞ্জতেজে,
 শোভিল পুলকে—যেন মৃতন গগনে !
 অবিলম্বে শশুরারি-সখা ঝুতুপতি
 উত্তরিলা সন্তানিতে ত্রিদিবের দেবী !—

কার সঙ্গে এ কুঞ্জের দিব রে তুলনা ?
 প্রাণপতি-সহ রতি ভুঞ্জে রতি যথা,
 কি ছার সে কুঞ্জবন এ কুঞ্জের কাছে ।
 কালিন্দী আনন্দময়ী তটিনীর তটে
 শোভে যে নিকুঞ্জবন—যথা প্রতিধৰনি,
 বংশীধৰনি শুনি ধনৌ—আকাশচুহিতা—
 শিখে সদা রাধানাম মাধবের মুখে,
 এ কুঞ্জের সহ তার তুলনা না থাটে ।
 কি কহিবে কবি তবে এ কুঞ্জের শোভা ?
 প্রমদার পাদপদ্ম-পরশে অশোক
 সুখে প্রস্তুনের হার পরে তরুবন ;
 কামিনীর বিধুমুখ-শীধু-সিঙ্গ হলে,
 বকুল, ব্যাকুল তার মন রঞ্জাইতে,
 ফুল-আভরণে স্তুবে আপনার বপু
 হরয়ে, নাগর যথা প্রেমলাভ আশে ;—
 কিন্তু আজি ধৰলের হের বাজি-খেলা ।
 অরে রে বিজ্ঞন, বন্ধ্য, ভয়ঙ্কর গিরি,
 হেরি এ নারীমূ-পদ অরবিন্দ-যুগ,
 আনন্দ-সাগর-নৌরে মজিলি কি ভুই ?
 অরহর দিগন্ধ, ঘৰ প্ৰহরণে,
 হৈমবতী-সতী-ৱাপ-মাধুৱী দেখিলা,

মাতিলা কি কামনদে তপ যাগ ছাড়ি ?
 ত্যজি ভস্ম, চন্দন কি লেপিলা দেহেতে ?
 ফেলি দূরে হাড়মালা, রস্ত কষ্টমালা
 পরিলা কি নৌলকঠে, নৌলকঠ ভব ?—
 ধন্ত রে অঙ্গনাকুল, বলিহারি তোরে !
 প্রবেশিলা কুঞ্জবনে পৌলোমী সুন্দরী ;
 অলিকুল বন্ধারিয়া বাঁকে বাঁকে উড়ি,
 অকরন্দ-গঞ্জে যেন আকুল হইয়া,
 বেড়িল বাসব-ছৎ-সরসী-পদ্মিনীরে,
 স্বর্গের লভিতে সুখ স্বর্গপূরী যথা
 বেড়ে আসি দৈত্যদল ! অদূরে সুন্দরী
 মনোরম পথ এক দেখিলা সম্মুখে ।
 উভয় পারশে শোভে দীর্ঘ তরুরাজী,
 মুকুলিত-সুবর্ণ-লতিকা-বিভূষিত,
 বীর-দেহে শোভে যথা কনকের হার
 চকমকি ! দেবদার—শৈলশৃঙ্গ যথা
 উচ্চতর ; লতাবধু-লালসা রসাল,
 রসের সাগর তরু ; মৌল—মধুক্ষম ;
 শোভাঞ্জন—জটাধর যথা জটাধর
 কপর্দা ; বদরী—যার নিঙ্ক তলে বসি,
 বৈপ্যায়ন, চিরজীবী যশঃস্মৃতা পানে,
 কহেন মধুর স্বরে, ভূবন মোহিয়া,
 মহাভারতের কথা ! কদম্ব সুন্দর—
 করি চুরি কামিনীর সুরভি নিখাস
 দিয়াছে মদন যার কুসুম-কলাপে,
 কেন না মন্মথ-মন মথেন যে ধনী,
 তার কুচাকার ধরে সে ফুল-রতন !

ଅଶୋକ—ବୈଦେହି, ହାୟ, ତବ ଶୋକେ, ଦେବି,
 ଲୋହିତ ବରଣ ଆଜୁ ଅଶ୍ଵନ ଯାହାର
 ସଥା ବିଳାପୀର ଆଁଖି ! ଶିମୂଳ—ବିଶାଳ
 ବୃକ୍ଷ, କ୍ଷତ ଦେହ ଯେନ ରଙ୍ଗକ୍ଷେତ୍ରେ ରଥୀ
 ଶୋଣିତାର୍ଜ ! ଶୁଇଞ୍ଜୁଦୀ, ତପୋବନବାସୀ
 ତାପସ ; ଶଳ୍ମଲୀ ; ଶାଳ ; ତାଳ, ଅଭିଭେଦୀ
 ଚଢ଼ାଧର ; ନାରୀକେଳ, ଯାର ସ୍ତନଚୟ
 ମାତୃତୁମ୍ଭସମ ରସେ ତୋଷେ ତୃଷାତୁରେ !
 ଶୁବାକ ; ଚାଲିତା ; ଜୀମ, ଶୁଭମରଙ୍ଗାପୀ
 ଫଳ ଯାର ; ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵଶିର ତେଁତୁଳ ; କାଠାଳ,
 ଯାର ଫଳେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣକଣ ଶୋଭେ ଶତ ଶତ
 ଧନଦେର ଗୃହେ ଯେନ ! ବଂଶ, ଶତଚଢ଼,
 ଯାହାର ଛୁହିତା ବଂଶୀ, ଅଧର-ପରଶେ,
 ଗାୟ ରେ ଲଲିତ ଗୀତ ସୁମଧୁର ସ୍ଵରେ !
 ଥର୍ଜୁର, କୁଞ୍ଜୀରନିଭ ଭୌଷଣ ମୂରତି,
 ତବୁ ମଧୁରସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ! ସତତ ଥାକେ ରେ
 ସୁଣ୍ଣ କୁଦେହେ ଭବେ ବିଧିର ବିଧାନେ !
 ତମାଳ—କାଲିନ୍ଦୀକୁଳେ ଯାର ଛାଯାତଳେ
 ସରସ ବସନ୍ତକାଳେ ରାଧାକାନ୍ତ ହରି
 ନାଚେନ ଯୁବତୀ ସହ ! ଶମୀ—ବରାଙ୍ଗନା,
 ବନ-ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ! ଆମଳକୀ—ବନଶ୍ଳୋ-ସଥୀ ;
 ଗାନ୍ଧାରୀ—ରୋଗାନ୍ଧାରୀ ସଥା ଧ୍ୱନ୍ତରି—
 ଦେବତାକୁଳେର ବୈଶ୍ଟ ! ଆର କବ କତ ?
 ଚଲିଲା ଦେବ-କାମିନୀ ମରାଳ-ଗାମିନୀ ;
 ଝଗୁରକୁ ଧ୍ୱନି କରି କିଙ୍କିଣୀ ବାଜିଲ ;
 ଶୁନି ମେ ମଧୁର ବୋଲ ତରମଳ ଯତ,
 ରତ୍ନଭରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଶତ ହଞ୍ଚ ହତେ

বরষি, পূজিল স্তোৱে রাঙা পা হৃথানি ।
 কোকিল কোকিলা-সহ মিলি আৱাঞ্চিল
 মদন-কৌর্তন-গান ; চলিলা রূপসৌ—
 যেখানে শুরাঙ্গাপদ অপিলা ললনা,
 কোকনদকুল ফুটি শোভিল সেখানে !
 অনুরে দেখিলা দেবী অতি মনোহৱ
 হৈম, মৱকতময়, চাকু সিংহাসন ;
 তাহার উপরে তরু-শাখাদল মিলি,
 আলিঙ্গিয়া পৱন্পারে, প্ৰসারে কোতুকে
 নবীন পল্লবছত্ৰ, প্ৰবালে খচিত,
 বেষ্টিত মাণিকঝুঁপী মুকুলঘালৱে ;
 সুপ্ত পীতাম্বৱ-শিৱে অনন্ত যেমতি
 (ফণীন্দ্ৰ) অযুত ফণা ধৱেন যতনে !
 চাৰি দিকে ফুটে ফুল ; কিংশুক, কেতকী,
 শুৱ-প্ৰহৱণ উভে ; কেশৱ সুন্দৱ—
 রতিপতি কৱে যাবে ধৱেন আদৱে,
 ধৱেন কনকদণ্ড মহীপতি যথা ;
 পাটলি—মদন-তৃণ, পূৰ্ণ ফুল-শৱে ;
 মাধবিকা—যাব পৱিমল-ৱধু-আশে,
 অনিল উদ্যত সদা ; নবীনা মালিকা—
 কানন-আনন্দময়ী ; চাকু গন্ধৱাজ—
 গঙ্গেৱ আকৱ, গন্ধ-মাদন যেমতি ;
 চম্পক—যাহাৱ আভা দেবী কি মানবী,
 কে বা লোভে ত্ৰিভুবনে ? লোহিতলোচন।
 জবা—মহিষমৰ্দিনী আদৱেন যাবে ;
 বকুল—আকুল অলি যাব সুসৌৱতে ;
 কদম্ব—যাহাৱ কাঞ্চি দেখি, সুখে মজি,

রতির কুচ-যুগল গড়িলা বিধাতা ;
 রজনীগঙ্গা—রজনী-কুমুল-শোভিনী,
 খেত, তব খেতভূজ যথা, খেতভূজে !
 কর্ণিকা—কোমল উরে যাহার বিলাসী
 (তপন-তাপেতে তাপী) শিলীমুখ, স্মৃথে
 লভে সুবিরাম, যথা বিরাজেন রাজা।
 সুপট্ট-শয়নে ; হায়, কর্ণিকা অভাগা !
 বরবর্ণ বৃথা যার সৌরভ বিহনে,
 সতীষ বিহনে যথা যুবতীযৌবন !
 কামিনী—যামিনী-স্থী, বিশদ-বসনা
 ধুতুরা যোগিনী যথা, কিন্তু রতি-দৃতী,
 রতি কাম-সেবায় সতত ধনী রত !
 পলাশ—প্রবালে গড়া কুণ্ডলের কাপে
 ঝলকে যে ফুল বনস্ত্রী-কর্ণ-মূলে ;
 তিলক—ভবানী-ভালে শশিকলা যথা
 সুন্দর ! ঝুঁকা—যার চারু মূর্ণি গড়ি
 স্বর্বর্ণে, প্রমদা কর্ণে পরে মহাদরে !—
 আর আর ফুল যত কে পারে বর্ণিতে ?

এ সব ফুলের মাঝে দেখিলা রূপসী
 শোভিছে অঙ্গনাকুল, ঝুলঝচি হরি,
 কাপের আভায় আলো করি বনরাজী ;—
 পর্বতছুহিতা সবে—করক-পুতুলী,
 কমলবসনা, শিরে কমলকিরীট,
 কমল-ভূষণা, কমলায়ত-নয়না,
 কমলমঝী যেমনি কমল-বাসিনী
 ইন্দিরা ! কাহার করে হৈম ধূপদান,
 তাহে পুড়ি গফরস, কুম্ভক, অগুর,

ଗଞ୍ଜାମୋଦେ ଆମୋଦିଛେ ଶୁନିକୁଞ୍ଜବନ,
ଯେନ ମହାବ୍ରତେ ବ୍ରତୀ ବମ୍ବନ୍ଦରା-ପତି
ଧବଳ, ଭୃଥରେଖ ! କାର ହାତେ ଶୋଭେ
ଶର୍ଣ୍ଣଥାଲେ ପାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ୟ ; କେହ ବା ବହିଛେ
ମଣିମୟ ପାତ୍ରେ ଭରି ମନ୍ଦାକିନୀ-ବାରି,
କେହ ବା ଚନ୍ଦନ, ଚୂଯା, କଞ୍ଚରୀ, କେଶର,
କେହ ବା ମନ୍ଦାରଦାମ—ତାରାମୟ ମାଳା !
ମୁଦ୍ରଙ୍ଗ ବାଜାୟ କେହ ରଙ୍ଗରମେ ଢଳି ;
କୋନ ଧନୀ, ବୀଗାପାଣି-ଗଞ୍ଜିନୀ, ପୁଲକେ
ଧରି ବୌଣା, ବରିଷିଛେ ଶୁମ୍ଭୁର ଧବନି ;
କାମେର କାମିନୀ ସମା କୋନ ବାମା ଧରେ
ରବାବ, ସନ୍ତ୍ରୀତ-ରମ-ରସିତ ଅର୍ଣ୍ବ ;
ବାଜେ କପିନାଶ—ଛଃଖନାଶ ଯାର ରବେ ;
ମଞ୍ଚନ୍ଦରା, ଶୁମନ୍ଦିରା, ଆର ସନ୍ତ୍ର ଯତ ;—
ତମୁରା—ଅନ୍ତରପଥେ ଗଞ୍ଜୀରେ ଯେମତି
ଗରଜେ ଜୀମୁତ, ନାଚାଇୟା ମୟୁରୀରେ ।

ଦେଖିଯା ସତୀରେ, ଯତ ପାର୍ବତୀ ଯୁବତୀ,
ମୃତ୍ୟ କରି ମହାନଙ୍କେ ଗାଇତେ ଲାଗିଲା,
ଯଥା ଯବେ, ଆଶିନ, ହେ ମାସ-ବଂଶ-ରାଜୀ,
ଆନ ତୁମି ଗିରି-ଗୃହେ ଗିରୀଶ-ତୁହିତା
ଗୌରୀ, ଗିରିରାଜ-ରାଣୀ ମେନକା ଶୁନ୍ଦରୀ,
ସହ ସହଚରୀଗଣ, ତିତି ନେତ୍ରନୀରେ,
ନାଚେନ ଗାୟେନ ଶୁଖେ ! ହେରିଯା ଶତୀରେ,
ଅଚିରେ ପାର୍ବତୀଦଳ ଗୀତ ଆରଣ୍ତିଳା ।

“ସ୍ଵାଗତ, ବିଧୁବଦନା, ବାସବ-ବାସନା !
ଅମରାପୂରୀ-ଈଶ୍ଵରି ! ଏ ପର୍ବତ-ଦେଶେ
ସ୍ଵାଗତ, ଶଲନା, ତୁମି ! ତବ ଦରଶନେ,

ଧବଳ ଅଚଳ ଆଜି ଅଚଳ ହରଷେ !
 ଶୈଳକୁଳ-ଶତ୍ରୁ ଶତ୍ରୁ, ତବ ପ୍ରାଣପତି ;
 କିନ୍ତୁ ଯୁଧନାଥ ଯୁଝେ ଯୁଧନାଥ ସହ—
 କେଶରୀ କେଶରୀ ମଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ-ରଙ୍ଗେ ରତ ।
 ଆହୁସ, ହେ ଲାବଣ୍ୟବତି, ଦୁହିତା ଯେମତି,
 ଆହୁସେ ନିଜ ପିତ୍ରାଲୟେ ନିର୍ଭୟ ହୃଦୟେ,
 କିନ୍ତୁ ବିହଞ୍ଜିନୀ ସଥା ବିପଦେର କାଳେ,
 ବହୁବାହୁ ତରୁ-କୋଳେ ! ଯାର ଅସ୍ଵେଷଣେ
 ବ୍ୟଗ୍ର ତୁମି, ମେ ରତନେ ପାଇବା ଏଥନି—
 ଦେଖ ତବ ପୁରଳ୍ଲବେ ଓହି ସିଂହାସନେ !”

ନୌରବିଲା ନଗବାଲାଦଲ, ଅରବିନ୍ଦ-
 ଭୂଷଣ । ସମ୍ମୁଖେ ଦେବୀ କନକ-ଆସନେ,
 ନଳନକାନନେ ଯେନ, ଦେଖିଲା ବାସବେ ।
 ଅମନି ରମଣୀ, ହେରି ହୃଦୟ-ରମଣେ,
 ଚଲିଲା ଦେବେଶ-ପାଶେ ମତ୍ତର-ଗାମିନୀ,
 ପ୍ରେମ-କୁତୁହଳେ ; ସଥା ବରିଷାର କାଳେ,
 ଶୈବଲିନୀ, ବିରହ-ବିଧୁରା, ଧାୟ ରଙ୍ଗେ
 କଳ କଳ କଳରବେ ସାଗର ଉଦେଶେ,
 ମଜିତେ ପ୍ରେମତରଙ୍ଗ-ରଙ୍ଗେ ତରଙ୍ଗିଣୀ ।

ସଥା ଶୁଣି ଚିତ୍ତ-ବିନୋଦିନୀ ବୀଣାଧରନି,
 ଉଲ୍ଲାସେ ଫଣୀନ୍ଦ୍ର ଜାଗେ, ଶୁନିଯା ଅଦୂରେ
 ପୌଲୋମୀର ପଦ-ଶବ୍ଦ—ଚିର ପରିଚିତ—
 ଉଠିଲେନ ଶଟୀପତି ଶଟୀ-ସମାଗମେ !
 ଉଶ୍ମାଲିଲା ଆଖଣୁଳ ସହନ୍ତ ଲୋଚନ,
 ସଥା ନିଶା-ଅବସାନେ ମାନସ-ମୁସରଃ
 ଉଶ୍ମାଲେ କମଳ-କୁଳ ; କିନ୍ତୁ ସଥା ସବେ
 ରଜନୀ ଶ୍ରାମକୀ ଧନୀ ଆହୁସେ ଯୁଦ୍ଧଗତି,

খুলিয়া অযুত আঁখি গগন কৌতুকে
সে শ্বাম বদন হেরে—ভাসি প্রেম-রসে !
বাছ পসারিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাঁধিলা প্রণয়পাশে চারহাসিনীরে
যতনে, রতনাকর শশিকলা যথা,
যবে ফুল-কুল-সখী হৈমময়ী উষা
মুক্তাময় কুণ্ডল পরান ফুলকুলে !

“কোথা সে ত্রিদিব, নাথ ?”—ভাসি নেত্রনীরে
কহিতে লাগিলা শটী—“দারুণ বিধাতা
হেন বাম মোর প্রতি কিসের কারণে ?
কিন্ত এবে, হে রমণ, হেরি বিধুমুখ,
পাশরিল দাসী তার পূর্বত্তুঃখ যত !
কি ছার সে স্বর্গ ? ছাই তার স্বুখভোগে !
এ অধীনী সুখিনী কেবল তব পাশে !
বাঁধিলে শৈবলবৃন্দ সরের শরীর,
নলিনী কি ছাড়ে তারে ? নিদাঘ যদ্যপি
শুখায় সে জল, তবে নলিনীও মরে !
আমি হে তোমারি, দেব !”—কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
নীরবিলা চল্লাননা অঙ্গময় আঁখি ;—
চুম্বিলা সে সাঙ্গ আঁখি দেব অসুরারি
সোহাগে,—চুম্বয়ে যথা মলয়-অনিল
উজ্জ্বল শিশির-বিন্দু কমল-লোচনে !

“তোমারে পাইলে, প্রিয়ে, স্বর্গের বিরহ
ছুরহ কি ভাবে কভু তোমার কিঙ্কর ?
তুমি যথা, স্বর্গ তথা !”—কহিলা সুস্বরে,
বাসব, হরয়ে যথা গরজে কেশরী
কৃশোদর, হেরি বীর পর্বত-কল্দরে

কেশরিণী কামিনীরে ;—কহিলা সুমতি,—
 “তুমি যথা, স্বর্গ তথা, ত্রিদিবের দেবি !
 কিন্ত, প্রিয়ে, কহ এবে কুশল বারতা !
 কোথা জলনাথ ? কোথা অলকার পতি ?
 কোথা হৈমবতীস্তুত তারকসূদন,
 শমন, পবন, আর যত দেব-নেতা ?
 কোথা চিরুরথ ? কহ, কেমনে জানিলা
 ধৰল আশ্রয়ে আমি আশ্রয়ী, সুন্দরি ?”
 উন্নর করিলা দেবী পুলোম-ছহিতা—
 মৃগাক্ষী, বিষ্ণু-অধরা, পীনপয়োধরা,
 কৃশোদরী ;—“মম ভাগ্যে, প্রাণ-সখা, আজি
 দেখা মোর শৃঙ্খ মার্গে স্বপ্নদেবী-সহ !
 পুক্ষরের পৃষ্ঠে বসি, সৌনামিনী যেন,
 অমিতেছিলু এ বিশ্ব অনাথা হইয়া,
 স্বপ্ন মোরে দিল, নাথ, তোমার বারতা !
 সমরে বিমুখ, হায়, অমরের সেনা,
 ব্রহ্ম-লোকে স্মরে তোমা ; চল, দেবপতি,
 অনতিবিলম্বে, নাথ, চল, মোর সাথে !”

শুনি ইন্দ্রাণীর বাণী, দেবেন্দ্র অমনি
 শ্বরিলা বিমানবরে ; গঙ্গীর নিনাদে
 আইল রথ, তেজঃপুঞ্জ, সে নিকুঞ্জবনে।
 বসিলা দেবদশ্পতী পদ্মাসনোপরে।
 উঠিল আকাশে গর্জিজ স্বর্ণ ব্যোমযান,
 আলো করি নভস্তল, বৈনতেয় যথা
 সুধানিধি-সহ সুধা বহি সহতনে।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসন্ধিবে কাব্যে ধৰল-শিখরো নাম
 প্রথম সর্গ ।

দ্বিতীয় সর্গ

কোথা ব্রহ্মলোক ? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন ? যে দুর্ভাগ্য লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীস্ত্র করেন মহা যোগ,
কেমনে, মানব আমি, ভব-মায়াজালে
আবৃত, পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি,
যাইব সে মোক্ষধামে ? ভেলায় ঢাঙ্গিয়া,
কে পারে হইতে পার অপার সাগর ?
কিন্তু, হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি,
তব বলে বলৌ যে, মা, কি অসাধ্য তার
এ জগতে ? উর তবে, উর পদ্মালয়া
বীণাপাণি ! কবির হৃদয়-পদ্মাসনে
অধিষ্ঠান কর উরি ! কল্পনা-সুন্দরী—
হৈমবতী কিঙ্করী তোমার, খেতভুজে,
আন সঙ্গে, শশিকলা কৌমুদী যেমতি ।
এ দাসেরে বর যদি দেহ গো, বরদে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, এ ভারতভূমি
গুনিবে, আনন্দার্ঘ্যে ভাসি নিরবধি,
এ মম সঙ্গীতধ্বনি মধু হেন মানি !

উঠিল অগ্রপথে হৈম ব্যোমযান
মহাবেগে, ঐরাবত সহ সৌদামিনী
বহি পয়োবাহ যথা ; রথ-চূড়া-শিরে
শোভিল দেব-পতাকা, বিছ্যৎ আকৃতি,
কিন্তু শান্তপ্রভাময় ; ধাইল চৌদিকে—

হেরি সে কেতুর কাণ্ডি, আণ্ডি-মদে মাতি,
 অচলা চপলা তারে ভাবি, ক্রতগামী
 জীবৃত, গন্তীরে গজ্জি, লভিবার আশে
 সে সুরসুন্দরী,—যথা স্বয়ম্বরস্থলে,
 রাজেন্দ্রমণ্ডল, স্বয়ম্বরা-কৃপবতৌ-
 কৃপমাধুরীতে অতি মোহিত হইয়া,
 বেড়ে তারে,—জরজর পঞ্চশর-শরে !
 এইরূপে মেঘদল আইল ধাইয়া,
 হেরি দূরে সে সুকেতু রতনের ভাতি ;
 কিন্তু দেখি দেবরথে দেবদম্পতীরে,
 সিহরি অস্বরতলে সাষ্ঠাঙ্গে পড়িল
 অমনি ! চলিল রথ মেঘময় পথে—
 আনন্দময়-মদন-সুন্দন যেমনি
 অপরাজিতা-কাননে চলে মধুকালে
 মন্দগতি ; কিম্বা যথা সেতু-বক্ষোপরে
 কনক-পুষ্পক, বহি সৌতা সৌতানাথে !
 এড়াইয়া মেঘমালা, মাতলি সারথি
 চালাইলা দেবযান ভৈরব আরবে ;
 শুনি সে ভৈরবারব দিঘারণ যত—
 ভৌমণ মূরতিধর—রঘি ছক্ষারিল
 চারি দিকে ; চমকিল জগত ! বাস্তুকি
 অঙ্গির হইলা তাসে ! চলিল বিমান ;—
 কত দূরে চন্দ্ৰ-লোক অস্বরে শোভিল,
 রঞ্জন্মৌপ নীলজলে । সে লোকে পুলকে
 বসেন রতনাসনে কুমুদবাসন,
 কামিনী-কুলের সৰ্বী-যামিনীর সখা,
 মদন রাজার বঁধু, দেব স্বাধানিধি

ଶୁଧାଂଶୁ । ବରବର୍ଣ୍ଣିନୀ ଦକ୍ଷେର ଦୁହିତା-
ବୁନ୍ଦ ବେଡେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେନ କୁମୁଦେର ଦାମ
ଚିର ବିକଟି, ପୂରି ଆକାଶ ସୌରଭେ—
କାପେର ଆଭାୟ ମୋହି ରଜନୀମୋହନେ ।
ହେମ ହର୍ଷ୍ୟ—ଦିବାନିଶ ଯାର ଚାରି ପାଶେ
ଫେରେ ଅଗ୍ନିଚକ୍ରରାଶି ମହାଭୟଙ୍କର—
ବିରାଜଯେ ଶୁଧା, ସଥା ମେଘବର-କୋଳେ
ଚପଳା, ବା ଅବରୋଧେ ସଥା କୁଲବଧୁ—
ଲଲିତା, ଭୁବନଶ୍ପତ୍ରା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ-ଯୌବନା ;
ନାରୀ-ଅରବିନ୍ଦ ସହ ଇନ୍ଦ୍ର ମହାମତି,
ହେରି ତ୍ରିଦିବେର ଇନ୍ଦ୍ରେ ଦୂରେ, ପ୍ରଗମିଳା
ନାତ୍ରଭାବେ ; ସଥା ସବେ ପ୍ରଲୟ-ପବନ
ନିବିଡ଼ କାନନେ ବହେ, ତରୁକୁଳପତି
ବ୍ରତତୌ-ସୁନ୍ଦରୀଦଳ ଶାଖାବଳୀ ସହ,
ବନ୍ଦେ ନମାଇୟା ଶିର ଅଜ୍ୟ ମାରୁତେ ।

ଏଡ଼ାଇୟା ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକେ, ଦେବରଥ ଦ୍ରତେ
ଉତ୍ତରିଲ ବସେ ସଥା ରବିର ମଣିଲୌ
ଗଗନେ । କନକମୟ, ମନୋହର ପୁରୀ,
ତାର ଚାରି ଦିକେ ଶୋଭେ,—ମେଖଳା ଯେମତି
ଆଲିଙ୍ଗୟେ ଅଞ୍ଚନାର ଚାର କୃଶୋଦରେ
ହରଷେ ପ୍ରସାରି ବାହୁ,—ରାଶିଚକ୍ର ; ତାହେ
ରାଶି-ରାଶିର ଆଲୟ । ନଗର ମାର୍ବାରେ
ଏକଚକ୍ରରଥେ ଦେବ ବସେନ ଭାଙ୍ଗର ।
ଅକୁଳ, ତରୁଳ ସଦା, ନୟନରମଣ
ଯେନ ମଧୁ କାମ-ବଁଧୁ,—ସବେ ଝତୁପତି
ବସନ୍ତ, ହିମାଣ୍ତେ, ଶୁନି ପିକକୁଳଧରନି,
ହରଷେ ତୁଷେନ ଆସି କାମିନୀ ମହୀରେ,

কাতরা বিরহে তাঁর,—বসেছে সম্মুখে
সারথি। সুন্দরী ছায়া, মলিনবদনা,
নলিনীর সুখ দেখি দৃঃখিনী কামিনী,
বসেন পতির পাশে নয়ন মুদিয়া,—
সপঞ্জীর প্রভা নারী পারে কি সহিতে ?
চারি দিকে গ্রহদল দাঢ়ায় সকলে
নতভাবে, নরপতি-সমীপে যেমতি
সচিব। অম্বরতলে তারাবৃন্দ যত—
ইন্দীবর-নিকর—অদূরে হাসি নাচে,
যথা, রে অমরাপুরি, কনক-নগরি,
নাচিত অপরাকুল, যবে শচৌপতি,
স্বরৌপুর, শচৌসহ দেবমভা-মাখে,
বসিতেন হৈমাসনে ! নাচে তারাবলী
বেড়ি দেব দিবাকরে, মৃছ মন্দপদে ;
করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর
তা সবারে, রঞ্জনানে যথা মহীপতি
মুন্দরী কিঙ্করীদলে তোষে—তৃষ্ণ ভাবে !
হেরি দূরে দেবরাজে, গ্রহকুলরাজা
সসন্ত্বমে প্রণাম করিল। মহামতি !—
এড়াইয়া সূর্যলোক চলিল বিমান।
এবে চন্দ্র সূর্য আর নক্ষত্রমণ্ডলী
—রজত কনক দ্বীপ অম্বর-সাগরে—
পশ্চাতে রাখিয়া সবে, হৈম ব্যোমযান
উত্তরিল যথা শত দিবাকর জিনি,
প্রভা—স্বয়ম্ভূর পাদপদ্মে স্থান ধাঁর—
উজ্জলেন দেশ ধনী প্রকৃতিরূপিণী,
কুপে মোহি অনাদি অনন্ত সনাতনে !

ପ୍ରଭା—ଶକ୍ତିକୁଳେଶ୍ଵରୀ, ସ୍ଥାର ସେବା କରି
 ତିମିରାରି ବିଭାବମୁ ତୋଷେନ ସକରେ
 ଶଶୀ ତାରା ଗ୍ରହାବଲୀ, ବାରିଦ ଯେମତି
 ଅସୁନିଧି ସେବି ସଦା, ତୋଷେ ବମ୍ବୁଧାରେ
 ତୃଧାତୁରା, ଆର ତୋଷେ ଚାର୍ତ୍କିନୀ-ଦଲେ
 ଜଳଦାନେ । ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରିୟା ପୌଲୋମୀ ରୂପସୀ—
 ପୀନପ୍ଯୋଧରା—ହେରି କାରଣ-କିରଣେ,
 ସଭୟେ ଚାରୁହାସିନୀ ନୟନ ମୁଦିଲା,
 କୁମୁଦିନୀ, ବିଧୁପ୍ରିୟା, ତପନ ଉଦିଲେ
 ମୁଦୟେ ନୟନ ଯଥା ! ଦେବ ପୁରଳ୍ବର
 ଅସୁରାରି, ତୁଳି ରୋଷେ ଦଞ୍ଚୋଲି ଯେ କରେ
 ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ଅନାୟାସେ ନାଶେନ ସଂଗ୍ରାମେ,
 ସେଇ କର ଦିଯା ଏବେ ପ୍ରଭାର ବିଭାସେ
 ଚମକି ଢାକିଲା ଆଁଥି ! ରଥ-ଚଢ଼ା-ଶିରେ
 ମଲିନିଲ ଦେବକେତୁ, ଧୂମକେତୁ ଘେନ
 ଦିବାଭାଗେ ; ଯାନ-ମୁଖେ ବିଶ୍ୱଯେ ମାତଲି
 ସୂତେଶର ଅନ୍ଧଭାବେ ରଶ୍ମି ଦିଲା ଛାଡ଼ି
 ହୈନବଳ ; ମହାତଙ୍କେ ତୁରଙ୍ଗମ-ଦଳ
 ମନ୍ଦଗତି, ଯଥା ବହେ ପ୍ରତୀପ ଗମନେ
 ପ୍ରବାହ ! ଆଇଲ ଏବେ ରଥ ବ୍ରଙ୍ଗଲୋକେ ।

ମେର,—କନକ-ମୃଣାଳ କାରଣ-ସଲିଲେ ;
 ତାହେ ଶୋଭେ ବ୍ରଙ୍ଗଲୋକ କନକ-ଉଂପଳ ;
 ତଥା ବିରାଜେନ ଧାତା—ପଦତଳ ସ୍ଥାର
 ମୁମ୍ଭୁ କୁଲେର ଧ୍ୟେ—ମହାମୋକ୍ଷଧାମ ।

ଅଦୂରେ ହେରିଲା ଏବେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାସର
 କାଞ୍ଚନ-ତୋରଣ, ରାଜ-ତୋରଣ-ଆକାର,
 ଆଭାମୟ ; ତାହେ ଜଳେ ଆଦିତ୍ୟ ଆକୃତି,

প্রতাপে আদিত্যে জিনি, রত্ননিকর।
 নর-চক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা,
 কেমনে নররসনা বধিবে তাহাৰে—
 অতুল ভব-মণ্ডলে ? তোরণ-সমূখে
 দেখিলা দেবদম্পত্তী দেবসৈগ্ন-দল,—
 সমুদ্র-তরঙ্গ যথা, যবে জলনিধি
 উথলেন কোলাহলি পৰন-মিলনে
 বৌরদর্পে ; কিম্বা যথা সাগৱের তৌরে
 বালিবৃন্দ, কিম্বা যথা গগনমণ্ডলে
 নক্ষত্র-চয়—অগণ্য। রথ কোটি কোটি
 স্বর্ণচক্র, অগ্নিময়, রিপুত্মস্কারী,
 বিদ্যুত-গঠিত-ধ্বজ-মণ্ডিত ; তুরগ—
 বিরাজেন সদাগতি যার পদতলে
 সদা, শুভ-কলেবর, হিমানৌ-আবৃত
 গিরি যথা, ক্ষেক্ষে কেশরাবলীৰ শোভা—
 ক্ষৌরসমূ-ফেনা যেন—অতি মনোহৱ !
 হস্তী, মেঘাকার সবে,—যে সকল মেঘ,
 সৃষ্টি বিনাশিতে যবে আদেশেন ধাতা,
 আখণ্ডল পাঠান ভাসাতে ভূমণ্ডলে
 প্রলয়ে ; যে মেঘবৃন্দ মন্ত্রিলে অস্ফৱে,
 শৈলেৰ পাষাণ-হিয়া ফাটে মহা ভয়ে,
 বস্তুধা কাঁপিয়া যান সাগৱের তলে
 তৱাসে ! অমরকুল—গন্ধৰ্ব, কিম্বর,
 যক্ষ, রক্ষ, মহাবলী, নানা অন্তর্ধারী—
 বারণারি ভীষণ দশনে, বজ্র-নথে
 শপ্ত্রিত যেমতি, কিম্বা নাগারি গৱড়,
 গৱন্ধুষ্ট-কুলপতি ! হেন সৈগ্নদল,

অজেয় জগতে, আজি দানবের রণে
 বিমুখ, আশ্রয় আসি লভিয়াছে সবে
 ব্রহ্ম-লোকে, যথা যবে প্রলয়-প্লাবন
 গভীর গরজি গ্রাসে নগর নগরী
 অকালে, নগরবাসী জনগণ যত
 নিরাশ্রয়, মহাত্মাসে পালায় সহরে
 যথায় শৈলেন্দ্র বীরবর ধীর-ভাবে
 বজ্রপদপ্রহরণে তরঙ্গনিচয়
 বিমুখয়ে ; কিম্বা যথা, দিবা অবসানে,
 (মহত্তের সাথে যদি নীচের তুলনা
 পারি দিতে) তমঃ যবে গ্রাসে বস্ত্রধারে,
 (রাত্রি যেন চাঁদেরে) বিহগকুল ভয়ে
 পূরিয়া গগন ঘন কৃজন-নিনাদে,
 আসে তরুবর-পাশে আশ্রমের আশে !

এ হেন দুর্বার সেনা, যার কেতুপরি
 জয় বিরাজয়ে সদা, খগেন্দ্র যেমতি
 বিশ্বস্তর-ধ্বজে, হেরি ভগ্ন দৈত্যরণে,
 হায়, শোকাকুল এবে দেবকুলপতি
 অসুরারি ! মহৎ যে পরদুঃখে দুঃখী,
 নিজ দুঃখে কভু নহে কাতর সে জন ।
 কুলিশ চূর্ণিলে শৃঙ্গ, শৃঙ্গধর সহে
 সে যাতনা, ক্ষণমাত্র অস্থির হইয়া ;
 কিন্তু যবে কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
 ব্যথিত বারণ আসি কাঁদে উচ্চস্থরে
 পড়ি গিরিবর-পদে, গিরিবর কাঁদে
 তার সহ ! মহাশোকে শোকাকুল রথী
 দেবনাথ, ইন্দ্ৰাণীৰ করযুগ ধৱি,

(ସୋହାଗେ ମରାଳ ସଥା ଧରେ ରେ କମଳେ !)
 କହିଲା ସୁମୃଦ୍ଧ ସରେ ;—“ହାୟ, ପ୍ରାଣେଶ୍ଵରି,
 ବିଧିର ଅନ୍ତୁତ ବିଧି ଦେଖି ବୁକ ଫାଟେ !
 ଶୃଗାଳ-ସମରେ, ଦେଖ, ବିମୁଖ କେଶରୀ-
 ବନ୍ଦ, ଶୁରେଶ୍ଵରି, ଓଇ ତୋରଣ-ସମୀପେ
 ତ୍ରିଯମାଣ ଅଭିମାନେ । ହାୟ, ଦେବ-କୁଳେ
 କେ ନା ଚାହେ ତ୍ୟଜିବାରେ କଲେବର ଆଜି,
 ଯାଇତେ, ଶମନ, ତୋର ତିମିର-ଭବନେ,
 ପାଶରିତେ ଏ ଗଞ୍ଜନା ? ଧିକ୍, ଶତ ଧିକ୍
 ଏ ଦେବ-ମହିମା ! ଅମରତା, ଧିକ୍ ତୋରେ ।
 ହାୟ, ବିଧି, କୋନ୍ ପାପେ ମୋର ପ୍ରତି ତୁମି
 ଏ ହେନ ଦାରୁଣ ! ପୁନଃ ପୁନଃ ଏ ଯାତନା
 କେନ ଗୋ ଭୋଗାଓ ଦାସେ ? ହାୟ, ଏ ଜଗତେ
 ତ୍ରିଦିବେର ନାଥ ଇନ୍ଦ୍ର, ତାର ସମ ଆଜି
 କେ ଅନାଥ ? କିନ୍ତୁ ନହି ନିଜ ହୁଃଖେ ହୁଃଖୀ ।
 ସୂଜନ ପାଲନ ଲୟ ତୋମାର ଇଚ୍ଛାୟ ;
 ତୁମି ଗଡ଼, ତୁମି ଭାଙ୍ଗ, ବଜାୟ ରାଖିବ
 ତୁମି ; କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେ ଅଗଣ୍ୟ ଦେବଗଣ,
 ଏ ସବାର ହୁଃଖ, ଦେବ, ଦେଖି ପ୍ରାଣ କାଂଦେ ।
 ତପନ-ତାପେତେ ତାପି ପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚ, ସଦି
 ବିଶ୍ରାମ-ବିଲାସ-ଆଶେ, ଯାୟ ତଙ୍କ-ପାଶେ,
 ଦିନକର-ଥରତର-କର ସହ କରି
 ଆପନି ସେ ମହୀରହ, ଆଶ୍ରିତ ଯେ ପ୍ରାଣୀ,
 ଘୁଚାୟ ତାହାର କ୍ଲେଶ ;—ହାୟ ରେ, ଦେବେଶ୍ର
 ଆମି, ସ୍ଵର୍ଗପତି, ମୋର ରକ୍ଷିତ ଯେ ଜନ,
 ରକ୍ଷିତେ ତାହାରେ ମମ ନା ହ୍ୟ କ୍ଷମତା ?”
 ଏତେକ କହିଯା ଦେବ ଦେବକୁଳପତି

ବାମିଲେନ ରଥ ହତେ ସହ ଶୁରେଷ୍ଵରୀ
ଶୁଭ୍ରମାର୍ଗେ । ଆହା ମରି, ଗଗନ, ପରଶି
ପୌଲୋମୀର ପାଦପଦ୍ମ, ହାସିଲ ହରଷେ !
ଚଲିଲା ଦେବ-ଦୟପତ୍ର ନୀଳାସ୍ଵର-ପଥେ ।

ହେଥା ଦେବସୈତ୍ୟ, ହେରି ଦେବେଶ ବାସବେ,
ଅମନି ଉଠିଲା ସବେ କରି ଜ୍ୟୋତିଷି
ଉଣ୍ଠାସେ, ବାରଣ-ବୃନ୍ଦ ଆନନ୍ଦେ ଯେମତି
ହେରି ଯୁଥନାଥେ । ଲୟେ ଗନ୍ଧର୍ବେର ଦଳ—
ଗନ୍ଧର୍ବ, ମଦନଗର୍ବ ଖର୍ବ ଯାର ରାପେ—
ଗନ୍ଧର୍ବକୁଳେର ପତି ଚିତ୍ରରଥ ରଥୀ
ବେଡ଼ିଲା ମେଘବାହନେ, ଅଗ୍ନି-ଚକ୍ରରାଶି
ବେଡ଼େ ଯଥା ଅମୃତ, ବା ଶୁବର୍ଣ୍ଣ-ପ୍ରାଚୀର
ଦେବାଲୟ ; ନିଙ୍କୋଷିଯା ଅଗ୍ନିମଯ ଅସି,
ଧରି ବାମ କରେ ଚଞ୍ଚାକାର ହୈମ ଢାଳ,
ଅଭେଦ ସମରେ, ଦ୍ରତ ବେଡ଼ିଲା ବାସବେ
ବୀରବୃନ୍ଦ । ଦେବେନ୍ଦ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଶିରୋପାରି
ଭାତିଲ,—ରବିପରିଧି ଉଦିଲେକ ଯେନ
ମେରୁ-ଶୃଙ୍ଗୋପରି,—ମଣିମଯ ରାଜଛାତା,
ବିଷ୍ଣୁାରି କିରଣଜାଳ ; ଚତୁରଙ୍ଗ ଦଲେ
ରଙ୍ଗେ ବାଜେ ରଣବାତ୍ତ, ଯାହାର ନିକଣେ—
ପବନ ଉଥିଲେ ଯଥା ସାଗରେର ବାରି—
ଉଥିଲେ ବୀର-ହୃଦୟ, ସାହସ-ଅର୍ଣ୍ବ ।

ଆଇଲେନ କୃତାନ୍ତ, ଭୀଷଣ ଦଣ୍ଡ ହାତେ ;
ଭାଲେ ଜ୍ଵଳେ କୋପାଗ୍ନି, ଭୈରବ-ଭାଲେ ଯଥା
ବୈଶ୍ଵାନର, ଯବେ, ହାୟ, କୁଳପ୍ରେ ମଦନ
ସୁଚାଇଯା ରତ୍ନିର ମୃଣାଳ-ଭୂଜ-ପାଶ,
ଆସି, ଯଥା ମଗ୍ନ ତପ୍ରସାଗରେ ଭୁତେଶ,

বিঁধিলা (অবোধ কাম !) মহেশের হিয়া
 ফুলশরে । আইলেন বক্ষণ দুর্জ্যয়,
 পাশ হস্তে জলেশ্বর, রাগে আখি রাঙা—
 তড়িত-জড়িত ভৌমাকৃতি মেঘ যেন ।
 আইলা অলকাপতি সাপটিয়া ধরি
 গদাবর ; আইলেন হৈমবতী-সূত,
 তারকসুদন দেব শিখীবরাসন,
 ধনুর্বাণ হাতে দেব-সেনানৌ ; আইলা
 পবন সর্বদমন ;—আর কব কত ?
 অগণ্য দেবতাগণ বেড়িলা বাসবে,
 যথা (নৌচ সহ যদি মহতের খাটে
 তুলনা) নিদ্রাস্বজনী নিশীথিনৌ যবে,
 সুচারুতারা মহিয়ী, আসি দেন দেখা
 মৃদুগতি, খঢ়োতের বৃহ প্রতিসরে
 ঘেরে তফ্ফবরে, রঞ্জ-কিরীট পরিয়া
 শিরে,—উজলিয়া দেশ বিমল কিরণে !

কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর ;—
 “সহস্রেক বৎসর এ চতুরঙ্গ দল
 দুর্বার, দানব সঙ্গে ঘোরতর রণে
 নিরন্তর যুধি, এবে নিরস্ত সমরে
 দৈবযলে । দৈবযল বিনা, হায়, কেবা
 এ জগতে তোমা সবা পারে পরাজিতে,
 অজ্ঞেয়, অমর, বীরকুলশ্রেষ্ঠ ? বিনা
 অনন্ত, কে ক্ষম, যম, সর্ব-অস্তকারি,
 বিমুখিতে এ দিক্ষপালগণে তোমা সহ
 বিগ্রহে ? কেমনে এবে এ দুর্জ্য রিপু—
 বিধির প্রসাদে দৃষ্ট দুর্জ্য,—কেমনে

বিনাশিবে, বিবেচনা কর, দেবদল ?
 যে বিধির বরে বসি দেবরাজাসনে
 আমি ইল্ল, মোর প্রতি প্রতিকূল তিনি,
 না জানি কি দোষে, এবে ! হায়, এ কার্ষুক
 বৃথা আজি ধরি আমি এই বাম করে ;
 এ ভৌষণ বজ্র আজি নিষ্ঠেজ পাবক !”

শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, কহিতে লাগিলা
 অস্তুক, গন্তীর স্বরে গরজে যেমতি
 মেঘকূলপতি কোপে, কিঞ্চা বারণারি,
 বিদরি মহীর বক্ষ তৌক্ষ বজ্র-নথে—
 রোষী ;—“না বুঝিতে পারি, দেবপতি, আমি
 বিধির এ লৌলা ? যুগে যুগে পিতামহ
 এইরূপে বিড়স্থেন অমরের কুল ;
 বাড়ান দানবদর্প, শৃগালের হাতে
 সিংহেরে দিয়া লাঞ্ছনা । তুষ্ট তিনি তপে ;—
 যে তাঁহারে ভক্তিভাবে ভজে, তাঁর তিনি
 বশীভূত ; আমরা দিক্পালগণ যত
 সতত রত স্বকার্যে,—লালনে পালনে
 এ ভব-মণ্ডল, তাঁরে পূজিতে অক্ষম
 যথাবিধি । অতএব যদি আজ্ঞা কর,
 ত্রিদিবের পতি, এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে
 নাশি এ জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্বঃফেলি
 স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—অতল জলতলে ।
 পরে এড়াইয়া সবে সংসারের দায়,
 যোগধর্ম অবলম্বি, নিশ্চিন্ত হইয়া
 তুরিব চতুরাননে, দৈত্যকুলে ভুলি,
 ভুলি এ ছঃখ, এ স্মৃথ । কে পারে সহিতে—

ହାୟ ରେ, କହ, ଦେବେଜ୍, ହେନ ଅପମାନ !
 ଏହି ମତେ ସୃଷ୍ଟି ଯଦି ପାଲିତେ ଧାତାର
 ଇଚ୍ଛା, ତବେ ବୃଥା କେନ ଆମା ସବା ଦିଯା
 ମଥାଇଲା ସାଗର ? ଅମୃତ-ପାନେ ମୋରା
 ଅମର ; କିନ୍ତୁ ଏ ଅମରତାର କି ଫଳ
 ଏହି ? ହାୟ, ନୌଲକର୍ଣ୍ଣ, କିସେର ଲାଗିଯା
 ଧର ହଲାହଲ, ଦେବ, ନୌଲ କର୍ତ୍ତଦେଶେ ?
 ଅଳ୍ପକ ଜଗତ ! ଭସ୍ମ କର ବିଶ ! ଫେଲ
 ଉଗରିଯା ସେ ବିଧାପିନ୍ଧି ! କାର ସାଥ ହେନ
 ଆଜି, ଯେ ସେ ଧରେ ପ୍ରାଣ ଏ ଅମରକୁଳେ ?”

ଏତେକ କହିଯା ଦେବ ସର୍ବ-ଅନ୍ତକାରୀ
 କୃତାନ୍ତ ହଇଲା କ୍ଷାନ୍ତ ; ରାଗେ ଚକ୍ରଦୟ
 ଲୋହିତ-ବରଣ, ରାଙ୍ଗ ଜ୍ଵାଯୁଗ ଯେନ !

ତବେ ସର୍ବଦମନ ପବନ ମହାବଲୌ
 କହିତେ ଲାଗିଲା, ଯଥା ପର୍ବତ-ଗହରେ
 ହହୁକାରେ କାରାବନ୍ଦ ବାରି, ବିଦରିଯା
 ଅଚଲେର କର୍ଣ୍ଣ ;—“ଯାହା କହିଲା ଶମନ,
 ଅସ୍ଥାର୍ଥ ନହେ କିଛୁ । ନିଦାରଣ ବିଧି
 ଆମା ସବା ପ୍ରତି ବାମ ଅକାରଣେ ସଦା ।
 ନାଶିତେ ଏ ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଲୟେର କାଲେ ଯଥା
 ନାଶେନ ଆପନି ଧାତା, ବିଧି ମମ । କେନ ?—
 କେନ, ହେ ତ୍ରିଦଶଗଣ, କିସେର କାରଣେ
 ସହିବ ଏ ଅପମାନ ଆମରା ସକଳେ
 ଅମର ? ଦିତିଜ-କୁଳ ପ୍ରତି ଯଦି ଏତ
 ମେହ ପିତାମହେର, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସୃଜି,
 ଦାନ ତିନି କରନ ପରମ ତଞ୍ଜଦଲେ ।
 ଏ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ସର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ—ଆଲୟ

সৌন্দর্যের, রঞ্জাগার, সুখের সদন,—
 এত দিন বাহুবলে রক্ষা করি এবে
 দিব কি দানবে ? গন্ধড়ের উচ্চ নৌড়
 মেঘাবৃত,—খণ্ডন গঞ্জন মাত্র তার।
 দেহ আজ্ঞা, দেবেশের ; দাঢ়াইয়া হেথা—
 এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে—দেখ সবে, মুহূর্তেকে,
 নিমিষে নাশি এ স্ফটি, বিপুল, শুনোর,
 বাহুবলে,—ত্রিজগৎ লণ্ডণ করি ।”
 কহিতে কহিতে ভৌমাকৃতি প্রতঞ্জন
 নিখাস ছাড়িলা বোঝে । থর থর থরে
 (ধাতার কনক-পদ্ম-আসন যে স্থলে,
 সে স্থল ব্যতৌত) বিশ কাঁপিয়া উঠিল !
 ভাঙ্গিল পর্বতচূড়া ; তুবিল সাগরে
 তরী ; ডরে মৃগরাজ, গিরিশ ছাড়ি,
 পলাইলা ক্রতবেগে ; গভিণী রমণী
 আতঙ্কে অকালে, মরি, প্রসবি মরিলা ।
 তবে ষড়ানন স্কন্দ, আহা, অনুপম
 কুপে ! হৈমবতী সতী কৃতিকা ধাঁহারে
 পালিলা, সরসী যথা রাজহংস-শিখ,
 আদরে ; অমরকুল-সেনানী সুরথী,
 তারকারি, রণদণ্ডে প্রচণ্ড-প্রহারী,
 কিন্ত ধীর, মলয় সমীর যেন, যবে
 স্বর্ণবর্ণ উষা সহ ভয়েন মাকৃত
 শিশিরমণ্ডিত ফুলবনে প্রেমামোদে ;—
 উত্তর করিলা তবে শিখীবরাসন
 মৃত্যু স্বরে, যথা বাজে মুরারির বাঁশী,
 গোপিনীর মন হরি, মঞ্জু কুঞ্জবনে ;—

“জয় পরাজয় রণে বিধির ইচ্ছায় ।
 তবে যদি যথাসাধ্য যুক্ত করি, রথৌ
 রিপুর সম্মুখে হয় বিমুখ সুমতি
 রঞ্জেন্ত্রে, কি শরম তার ? দৈববলে
 বলী যে অরি, সে যেন অভেদ্য কবজে
 ভূষিত ; শতসহস্র তৌক্ষ্যতর শর
 পড়ে তার দেহে, পড়ে শৈলদেহে যথা
 বরিযার জলাসার । আমরা সকলে
 প্রাণপণে যুক্তি আজি সমরে বিরত,
 এ নিমিত্তে কে ধিক্কার দিবে আমা সবে ?
 বিধির নির্বন্ধন, কহ, কে পারে খণ্ডতে ?
 অতএব শুন, যম, শুন সদাগতি,
 দুর্জয় সমরে দোহে, শুন মোর বাণী,
 দূর কর মনস্তাপ । তবে কহ যদি,
 বিধির এ বিধি কেন ? কেন প্রতিকূল
 আমা সবা প্রতি হেন দেব পিতামহ ?
 কি কহিব আমি—দেবকুলের কনিষ্ঠ ?
 স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলয় যাহার ইচ্ছাক্রমে ;
 অনাদি, অনন্ত যিনি, বোধাগম্য, রৌতি
 তার যে, সেই স্মৃতিতি । কিসের কারণে,
 কেন হেন করেন চতুরানন, কহ,
 কে পারে বুঝিতে ? রাজা, যাহা ইচ্ছা, করে ;
 প্রজার কি উচিত বিবাদ রাজাসহ ?”
 এতেক কহিয়া দেব ক্ষম্ব তারকারি
 নীরবিলা । অগ্রসরি অশুরাশি-পতি
 (বীর কঙ্গ-নাদে যথা) উত্তর করিলা ;—
 “সম্বৰ, অস্মরচর, বৃথা রোষ আজি !

দেখ বিবেচনা, করি, সত্য যা কহিলা
 কার্ত্তিকেয় মহারথী। আমরা সকলে
 বিধাতার পদাঞ্চিত, অধীন তাহারি;
 অধীন যে জন, কহ, স্বাধীনতা কোথা
 সে জনের ? দাস সদা প্রভু-আজাকারী।
 দানব-দমন আজ্ঞা আমা সবা প্রতি;
 দানব দমনে এবে অক্ষম আমরা ;—
 চল যাই ধাতার সমীপে, দেবগণ।
 সাগর-আদেশে সদা তরঙ্গ-নিকর
 ভীষণ নিনাদে ধায়, সংহারিতে বলে
 শিলাময় রোধঃ ; কিন্তু তার প্রতিঘাতে
 ঝাফর, সাগর-পাশে যায় তারা ফিরি
 হৈনবল ! চল মোরা যাই, দেবপতি,
 যথা পদ্মযোনি পদ্মাসন পিতামহ।
 এ বিপুল বিশ্ব নাশে, সাধ্য কার হেন,
 তিনি বিনা ? হে অস্তুক বীরবর, তুমি
 সর্ব-অস্তুকারী, কিন্তু বিধির বিধানে।
 এই যে প্রচণ্ড দণ্ড শোভে তব করে,
 দণ্ডর, যাহারে প্রহারে ক্ষয় সদা
 আম্ৰ-অক্ষয়দেহ, চূর্ণ নগরাজা,
 এ দণ্ডের প্ৰহৱণ, বিধি আদেশিলে,
 বাজে দেহে,—সুকোমল ফুলাঘাত যেন,—
 কামিনী হানয়ে যবে মৃছ মন্দ হাসি
 প্ৰিয়দেহে প্ৰণয়নী, প্ৰণয়-কৌতুকে,
 ফুলশৰ। তুমি, দেব, ভীম প্ৰভুজন,
 ভগ্ন-তরুকুল যার, ভীষণ নিশাসে,
 তুঙ্গ গিরিশূল, বলী বিৱিধিৰ বলে।

তুমি, জলস্রোতঃ যথা পর্বত-প্রসাদে ।
 অতএব দেখ সবে করি বিবেচনা,
 দেবদল । বাড়বাধি-সদৃশ জলিছে
 কোপানল মোর মনে ! এ ঘোর সংগ্রামে
 ক্ষত এ শরীর, দেখ, দৈত্য-প্রহরণে,
 দেবেশ, কিন্তু কি করি ? এ ভৈরব পাশ,
 ত্রিয়মাণ—মন্ত্রবলে মহোরগ যেন !”

তবে অলকার নাথ, এ বিশ্ব ধাতার
 রঞ্জাগার, উত্তরিলা যক্ষদলপতি ;—
 “নাশিতে ধাতার সৃষ্টি, যেমন কহিলা
 প্রচেতা, কাহার সাধ্য ? তবে যদি থাকে
 এ হেন শকতি কারো, কেমনে সে জন,
 দেব কি মানব, পারে এ কর্ম করিতে
 নিষ্ঠুর ? কঠিন হিয়া হেন কার আছে ?
 কে পারে নাশিতে তোরে, জগৎজননি
 বস্ত্রধে, রে ঝুতুকুলরমণি, যাহার
 প্রেমে সদা মন্ত ভাঙ্গ, ইন্দু—ইন্দীবর
 গগনের ! তারা-দল যার সখী-দল !
 সাগর যাহারে বাঁধে রজতুজ-পাশে !
 সোহাগে বাসুকি নিজ শত শিরোপারি
 বসায় ! রে অনন্তে, রে মেদিনি কামিনি,
 শ্রামাঙ্গি, অলক যার ভূষিতে উল্লাসে
 সৃজন সতত ধাতা ফুলরঞ্জবলী
 বহুবিধি ! আলিঙ্গয়ে ভূধর যাহারে
 দিবানিশি ! কে আছয়ে, হে দিক্পালগণ,
 এ হেন নির্দিয় ? রাহ শশী ওসিবারে
 ব্যগ্র সদা দৃষ্টি, কিন্তু রাহ,—সে মানব ।

আমরা দেবতা,—এ কি আমাদের কাজ ?
 কে ফেলে অমৃল মণি সাগরের জলে
 চোরে ডরি ? যদি প্রিয়জন যে, সে জনে
 আসে রোগ, কাটারীর ধারে গলা কাটি
 প্রণয়ী-ছদ্য কি গো নৌরোগে তাহারে ?
 আর কি কহিব আমি, দেখ ভাবি সবে ।
 যদিও মতের সহ মতের বিশ্বাসে
 (শুক কাষ সহ শুক কাষের ঘর্ষণে
 যেমনি) জনমে অশ্বি, সত্যদেবী যাহে
 জ্ঞানান প্রদীপ ভ্রাণ্তি-তিমির নাশিতে ;
 কিন্তু বৃথা-বাক্যবৃক্ষে কভু নাহি ফলে
 সমুচ্ছিত ফল ; এ তো অজ্ঞানিত নহে ।
 অতএব চল সবে যাই যথা ধাতা
 পিতামহ । কি আজ্ঞা তোমার, দেবপতি ?”

কহিতে লাগিলা পুনঃ সুরেন্দ্র বাসব
 অসুরারি ;—“পালিতে এ বিপুল জগত
 মৃজন, হে দেবগণ, আমাসবাকার ।
 অতএব কেমনে যে রক্ষক, সে জন
 হইবে ভক্ষক ? যথা ধর্ম জয় তথা ।
 অন্ত্যায় করিতে যদি আরম্ভি আমরা,
 সুরাসুরে বিভেদ কি থাকিবেক, কহ,
 জগতে ? দিতিজ্জবৃন্দ অধর্মেতে রত ;
 কেমনে, আমরা যত অদিতিনন্দন,
 অমর, ত্রিদিব-বাসী, তার সুখভোগী,
 আচরিব, নিশাচর আচরে যেমতি
 পাপাচার ? চল সবে ব্রহ্মার সদনে—
 নিবেদি চরণে তার এ ষোর বিপদ ।

হে কৃতান্ত দণ্ডধর, সর্ব-অন্তকারি,—
 হে সর্বদমন বায়ুকুলপতি, রণে
 অভেয়,—হে তারকসূদন ধনুর্ধারি
 শিখিধবজ,—হে বরঞ্জ, রিপু-ভস্মকর
 শরানলে,—হে কুবের, অলকার নাথ,
 পুষ্পকবাহন দেব, ভৌম গদাধর,
 ধনেশ,—আইস সবে যথা পদ্মযোনি
 পদ্মাসনে বসেন অনাদি সনাতন।
 এ মহা-সঙ্কটে, কহ, কে আর রক্ষিবে
 তিনি বিনা ত্রিভুবনে এ সূর-সমাজে
 তাঁহারি রক্ষিত ? চল বিরিক্ষিত কাছে !”

এতেক কহিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
 বাসব, শ্঵রিলা চিত্ররথে মহারথী।
 অগ্রসরি করযোড়ে নমিলা দেবেশে
 চিত্ররথ ; আশীর্বাদি কহিলা সুমতি
 বজ্রপাণি, “এ দিক্পালগণ সহ আমি
 প্রবেশিব ব্রহ্মপুরে ; রক্ষা কর, রথি,
 দেবকুলাঙ্গনা যত দেবেশ্বরী সহ।”

বিদায় মাগিয়া পুরন্দর সূরপতি
 শচীর নিকটে, সহ ভৌম প্রভুন,
 শমন, তপনস্তুত, তিমিরবিলাসী,
 ঘড়ানন তারকারি, দুর্জয় প্রচেতা,
 ধনদ অলকানাথ, প্রবেশ করিলা
 ব্রহ্মপুরে—মোক্ষধাম, জগত-বাহ্যিত।

তবে চিত্ররথ রথী গন্ধর্ব-ঈশ্বর
 মহাবলী, দেবদন্ত শঙ্খ ধরি করে,
 খনিলা সে শঙ্খবর। সে গভীর ধনি

শুনিয়া অমনি তেজস্বিনী দেবসেন।
 অগণ্য, দুর্বার রণে, গরজি উঠিলা।
 চারি দিকে । লক্ষ লক্ষ অসি, নাগরাশি
 উদ্ধীরি পাবক যেন, ভাতিল আকাশে !
 উড়িল পতাকাচয়, হায় রে, যেমতি
 রতনে রঞ্জিত-অঙ্গ বিহঙ্গ-দল !
 উঠি রথে রথী দর্পে ধনু টক্কারিলা।
 চাপে পরাইয়া শুণ ; ধরি গদা করে
 করিপৃষ্ঠে চড়ে কেহ, কেশরী যেমতি
 চড়ে তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গে ; কেহ আরোহিলা।
 (গুরড়-বাহনে যথা দেব চক্রপাণি)
 অথ, সদাগতি সদা বাঁধা যার পদে !
 শূল হস্তে, যেন শূলী ভৌষণ নাশক,
 পদাতিক-বৃন্দ উঠে ছুটকার করি,
 মাতি বীরমদে শুনি সে শঙ্খনিনাদ !
 বাজিল গন্তীরে বাঞ্ছ, যার ঘোর রোল
 শুনি নাচে বীর-হিয়া, ডমঝর রোলে
 নাচে যথা ফণিবর—চুরস্ত দংশক—
 বিষাকর ; ভৌরু প্রাণ বিদরে অমনি
 মহাভয়ে ! সুর-সৈন্ধ সাজিল নিমিষে,
 দানব-বংশের ত্রাস, রক্ষা করিবারে
 স্বর্গের ঈশ্বরী দেবী পৌলোমী সুন্দরী,
 আর যত সুরনারী ; যথা ঘোর বনে
 মহা মহীরহব্রাহ, বিস্তারিয়া বাহ
 অযুত, রক্ষয়ে সবে ব্রতৌর কুল,
 অলকে বলকে যার কুসুম-রতন
 অমূল জগতে, রাজ-ইলাণী-বাহ্যিত ।

যথা সপ্ত সিঙ্কু বেড়ে সতৌ বস্তুধারে,
জগৎজননী, ত্রিদিবের সৈন্যদল
বেড়িলা ত্রিদিবদেবী অনন্ত-যৌবন।
শচীরে, সাপটি করে চন্দ্রাকার ঢাল,
অসি, অগ্নিশিখা যেন ;—শত প্রতিসরে
বেড়িলা সুচন্দ্রাননে চতুষঙ্ক দল।
তবে চিত্ররথ রথী, সৃজি মায়াবলে
কনক-সিংহ-আসন, অতুল, অমূল,
জগতে, যুড়িয়া কর, কহিলা প্রগমি
পৌলোমৌরে, “এ আসনে বসুন মহিষী,
দেবকুলেশ্বরী ; যথা সাধ্য, আমি দাস,
দেবেন্দ্র-অভাবে, রক্ষা করিব তোমারে !”

বসিলা কনকাসনে বাসব-বাসনা
মৃগাক্ষী। হায় রে মরি, হেরি ও বদন
মলিন, কাহার হিয়া না বিদরে আজি ?
কার রে না কাদে প্রাণ, শরদের শশি,
হেরি তোরে রাহগ্রাসে ? তোরে, রে নলিনি,
বিষশ্বদনা, যবে কুমুদিনী-সখী
নিশি আসি, ভানুপ্রিয়ে, নাশে সুখ তোর !

হেরি ইন্দ্রাণীরে যত সুচারুহাসিনী
দেবকামিনী সুন্দরী, আসি উত্তরিলা
মৃদুগতি। আইলেন ষষ্ঠী মহাদেবী—
বঙ্গকূলবধু ধীরে পূজে মহাদরে,
মঙ্গলদায়িনী ; আইলেন মা শীতলা।
ছুরস্ত বসন্তাপে তাপিত শরীর
শীতল প্রসাদে ধীর—মহাদয়াময়ী
ধাত্রী ; আইলেন দেবী মনসা, প্রতাপে-

যাহার ফণিন্দ্র ভৌত ফণিকুল সহ,
 পাবক নিষ্ঠেজ যথা বারি-ধারা-বলে ;
 আইলেন শুবচনী—মধুর-ভাষণী ;
 আইলেন যক্ষেশ্বরী মুরজা শুল্লরী,
 কুঞ্জরগামিনী ; আইলেন কামবধূ
 রতি ; হায ! কেমনে বর্ণিব অল্পমতি
 আমি ও রূপমাধুরী,—ও স্ত্রির যৌবন,
 যার মধুপানে মন্ত্র স্বর মধুসখা
 নিরবধি ? আইলেন সেনা শুলোচনা,
 সেনানীর প্রণয়নী—রূপবতী সতী !
 আইলা জাহুবী দেবী—ভৌম্পের জননী ;
 কালিন্দী আনন্দময়ী, যার চারু কুলে
 রাধাপ্রেম-ডোরে-বাঁধা রাধানাথ, সদা
 অমেন, মরাল যথা নলিনীকাননে !
 আইলা মুরলাসহ তমসা বিমলা—
 বৈদেহীর সর্বী দোহে ;—আর কব কত ?
 অগণ্য শুরশুল্লরী, ক্ষণপ্রভা-সম
 প্রভায, সতত কিন্তু অচপলা যেন
 রত্নকান্তিছটা, আসি বসিলা চৌদিকে ;
 যথা তারাবলী বসে নীলাস্ফৱতলে
 শশী সহ, ভরি ভব কাঞ্চন-বিভাসে !
 বসিলেন দেবীকুল শটীদেবী সহ
 রতন-আসনে ; হায, নীরব গো আজি
 বিষাদে ! আইলা এবে বিঢ়াধরী-দল !
 আইলা উর্বশী দেবী,—ত্রিদিবের শোভা,
 ভব-ললাটের শোভা শশিকলা যথা
 আভাময়ী ! কেমনে বর্ণিব রূপ তব,

হে ললনে, বাসবের প্রহরণ তুমি
 অব্যর্থ ! আইলা চাকু চিত্রলেখা সখী,
 বিশালাক্ষী যথা লক্ষ্মী—মাধব-রমণী ।
 আইলেন মিঞ্চকেশী,—ঝার কেশ, তব,
 হে মদন, নাগপাশ—অজেয় জগতে ।
 আইলেন রস্তা,—ঝার উরুর বর্তুল
 প্রতিকৃতি ধরি, বনবধূ বিধুরুখী
 কদলীর নাম রস্তা, বিদিত ভুবনে ।
 আইলেন অলপুষা,—মহা লজ্জাবতী
 যথা লতা লজ্জাবতী, কিন্তু (কে না জানে ?)
 অপাঙ্গে গরল,—বিশ্ব দহে গো যাহাতে !
 আইলেন মেনকা ; তে গাধির নন্দন
 অভিমানি, যার প্রেমরস-বরিষণে
 নিবারিলা পুরন্দর তপ-অগ্নি তব,
 নিবারয়ে মেঘ যথা আসার বরষি
 দাবানল । শত শত আসিয়া অপ্সরাই,
 নতভাবে ইঙ্গাণীরে নমি, দাঢ়াইলা
 চারি দিকে ; যথা যবে,—হায় রে স্মরিলে
 ফাটে বুক !—ত্যজি ব্রজ ব্রজকুলপতি
 অক্রুরের সহ চলি গেলা মধুপুরে,—
 শোকিনী গোপিনীদল, যমুনা-পুলিনে,
 বেড়িঙ নীরবে সবে রাখা বিলাপিনী ॥

ইতি শ্রীতিলোকমাসস্ত্রে কাব্যে ঋক্ষপুরী-তোষণ নাম
 দ্বিতীয় সর্গ ।

তৃতীয় সর্গ

হেথা তুরাসাহ সহ ভীম প্রভুন—
বায়কুল-ঈশ্বর,—প্রচেতাঃ পরস্তপ,
দণ্ডর মহারথী—তপন-তনয়—
যক্ষদল-পতি দেব অলকার নাথ,
সুরসেনানী শূরেন্দ্ৰ,—পুৰেশ কৱিলা
ৰক্ষপুৰী। এড়াইয়া কাঞ্চন-তোৱণ
হিৱণ্ময়, মৃত্যুগতি চলিলা সকলে,
পদ্মাসনে পদ্মযোনি বিৱাজেন যথা
পিতামহ। সুপ্ৰশস্ত স্বৰ্ণ-পথ দিয়া
চলিলা দিক্ষপাল-দল পৱন হৱষে।
হুই পাশে শোভে হৈম তৰুৱাজী, তাহে
মৱকতময় পাতা, ফুল রত্ন-মালা,
ফল,—হায়, কেমনে বৰ্ণিব ফল-ছটা ?
সে সকল তৰুশাখা-উপরে বসিয়া
কলস্তৰে গান কৱে পিকবৱকুল
বিনোদি বিধিৰ হিয়া ! তৰুৱাজী-মাঝে
শোভে পদ্মৱাগমণি-উৎস শত শত
বৱৰি অমৃত, যথা রতিৰ অধৱ
বিশ্বময়, বৰ্ষে, মৱি, বাক্য-সুধা, তৃষি
কামেৰ কৰ্ণকুহৱ ! সুমন্দ সমীৱ—
সহ গঙ্গ,—বিৱিক্ষিৰ চৱণ-যুগল-
অৱবিন্দে জন্ম যাব—বহে অমুক্ষণ
আমোদে পূৰিয়া পূৰী ! কি ছাব ইহাৱ
কাছে বনস্তলীৱ নিখাস, যবে আসি

বসন্তবিলাসী আলিঙ্গয়ে কামে মাতি
 সে বনশূলৰী, সাজাইয়া তার তমু
 ফুল-আভরণে ! চারি দিকে দেবগণ
 হেরিলা অযুত হর্ষ্য রম্য, প্রভাকর,
 শুমেরু নগেন্দ্র যথা—অতুল জগতে !
 সে সদনে করে বাস ব্রহ্মপুরবাসী,
 রমার রম-উরসে যথা শ্রীনিবাস
 মাধব ! কোথায় কেহ কুসুম-কাননে,
 কুসুম-আসনে বসি, শ্রণবীণা করে,
 গাইছে মধুর গীত ; কোথায় বা কেহ
 অমে, সদানন্দ সম সদানন্দ মনে
 মঙ্গ কুঞ্জে, বহে যথা পীযুষ-সলিলা
 নদী, কল কল রব করি নিরবধি,
 পরি বক্ষস্থলে হেম-কমলের দাম ;—
 নাচে সে কনকদাম মলয়-হিলোলে,
 উর্বরশীর বক্ষে যথা মন্দারের মালা,
 যবে নৃত্য-পরিশ্রমে ক্লান্ত। সীমস্তিনৌ
 ছাড়েন নিশাস ঘন, পূরি সুসৌরভে
 দেব-সভা ! কাম—হায়, বিষম অনল
 অন্তরিত !—হৃদয় যে দহে, যথা দহে
 সাগর বাঢ়বানল ! ক্রোধ বাতময়,
 উথলে যে শোণিত-তরঙ্গ ডুবাইয়া
 বিবেক ! ছুরস্ত লোভ—বিরাম-নাশক,
 হায় রে, গ্রাসক যথা কাল, তবু সদা
 অশনায় পীড়িত ! মোহ—কুসুমডোর,
 কিন্ত তোর শৃঙ্খল, রে ভব-কারাগার,
 দৃঢ়তর ! মায়ার অজ্ঞেয় নাগপাশ !

মদ—পরমতকাৰী, হায়, মায়া-বায়ু,
 কাঁপায় যে হৃদয়, কুরস যথা দেহ
 রোগীৰ ! মাংসর্য—যার স্বথ, পরজুখে,
 গৱলকষ্ঠ !—এ সব দৃষ্টি রিপু, যারা
 প্ৰবেশি জীবনফুলে, কৌট যেন, নাশে
 সে ফুলেৰ অপৰূপ রূপ, এ নগৱে
 নারে প্ৰবেশিতে, যথা বিষাক্ত ভূজগ
 মহীৰথাগারে ! হেথা জিতেন্দ্ৰিয় সবে,
 ব্ৰহ্মাৰ নিসৰ্গধাৰী, নদচয় যথা
 লভয়ে ক্ষীৱতা বহি ক্ষীৱোদ সাগৱে !

হেৱি সুনগৱ-কান্তি, আন্তিমদে মাতি,
 ভূলিলা দেবেশ-দল মনেৰ বেদনা
 মহানন্দে ! ফুলবনে প্ৰবেশিয়া, কেহ
 তুলিলা সুবৰ্ণফুল ; কেহ, কৃধাতুৱ,
 পাড়িয়া অঘৃতফল কৃধা নিবাৰিলা ;
 কেহ পান কৱিলা পীযুষ-মধু স্বথে ;
 সঙ্গীত-তৱঙ্গে কেহ কেহ রঞ্জে ঢালি
 মনঃ, হৈম তৱমূলে নাচিলা কৌতুকে !

এইৱেপে দেবগণ ভৱিতে ভৱিতে
 উতৱিলা বিৱিধিৰ মন্দিৱ-সমীপে
 ষৰ্ণময় ; হৌৱকেৱ স্তন্ত সাবি সাবি
 শোভিছে সম্মুখে, দেবচক্ষু যাব আভা
 ক্ষণ সহিতে অক্ষম ! কে পাবে বৰ্ণিতে
 তাহাৰ সদন বিখ্যন্তৱ সনাতন
 যিনি ? কিষ্মা কি আছে গো এ ভবমণ্ডলে
 যাব সহ তাহাৰ তুলনা কৱি আমি ?
 মানব-কল্পনা কভু পাবে কি কল্পিতে

ধাতার বৈভব—যিনি বৈভবের নিধি ?
 দেখিলেন দেবগণ মন্দির-ছয়ারে
 বসি স্থূকনকাসনে বিশদবসনা।
 ভক্তি—শক্তি—কুলেশ্বরী, পতিতপাবনী,
 মহাদেবী। অমনি দিক্ষুপাল-দল নমি
 সাষ্টাঙ্গে, পূজিলা মার রাঙা পা হথানি !
 “হে মাতঃ,”—কহিলা ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে—
 “হে মাতঃ, তিমিরে যথা বিনাশেন উষা,
 কলুষনাশিনী তুমি ! এ ভবসাগরে
 তুমি না রাখিলে, হায়, ডুবে গো সকলে
 অসহায় ! হে জননি, কৈবল্যদায়িনি,
 কৃপা কর আমা সবা প্রতি—দাস তব !”—

শুনি বাসবের স্মৃতি, ভক্তি শক্তীশ্বরী
 আশীর করিলা দেবী যত দেবগণে
 যত্থ হাসি ; পাইলেন দিব্য চক্ষু সবে ।
 অপর আসনে পরে দেখিলা সকলে
 দেবী আরাধনা,—ভক্তিদেবীর স্বজনী,
 একপ্রাণা দোহে । পুনঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
 কহিতে লাগিলা শচীকান্ত কৃতাঞ্জলি-
 পুটে,—“হে জননি, যথা আকাশমণ্ডলী
 নিনাদবাহিনী, তথা তুমি, শক্তীশ্বরি,
 বিধাতার কর্ণমূলে বহ গো সতত
 সেবক-হৃদয়-বাণী । আমা সবা প্রতি
 দয়া কর, দয়াময়ি, সদয় হইয়া ।”

শুনিয়া ইল্লের বাণী, দেবী আরাধনা—
 প্রসন্নবদনা মাতা—ভক্তিপানে চাহি,
 —চাহে যথা সূর্য-মূর্খী রবিছবি পানে—

কহিলা,—“আইস, ওগো সখি বিধুবুখি,
 চল যাই লইয়া দিক্পাল-দলে যথা
 পচ্চাসনে বিরাজেন ধাতা ; তোমা বিনা
 এ হৈমে কপাট, সখি, কে পারে খুলিতে ?”—
 “খুলি এ কপাট আমি বটে ; কিন্ত, সখি,”
 (উক্তর করিলা ভক্তি) “তোমা বিনা বাণী
 কার শুনি, কর্ণদান করেন বিধাতা ?
 চল যাই, হে স্বজনি, মধুর-ভাষণি,—
 খুলিব ছয়ার আমি ; সদয় হৃদয়ে,
 অবগত করাও ধাতারে, কি কারণে
 আসি উপস্থিত হেথা দেবদল, তুমি !”
 তবে ভক্তি দেবীশ্বরী সহ আরাধনা
 অমৃত-ভাষণী, লয়ে দেবপতিদলে
 প্রবেশিলা। মন্দগতি ধাতার মন্দিরে
 নতভাবে। কনক-কমলাসনে তথা
 দেখিলেন দেবগণ স্বয়ন্ত্ৰ লোকেশে !
 শত শত ব্ৰহ্ম-খষি বসেন চৌদিকে,
 মহাতেজা, তেজোগুণে জিনি দিননাথে,
 কাঞ্চন-কিরোট শিরে। প্ৰভা আভাময়ী,—
 মহারূপবতী সতী,—দাঁড়ান সমুখে—
 যেন বিধাতার হাস্তাবলী মৃত্তিমতী !
 তাঁৰ সহ দাঁড়ান সুবর্ণবীণা করে,
 বীণাপাণি, স্বরসুধা-বৰ্ষণে বিনোদি
 ধাতার হৃদয়, যথা দেবী মন্দাকিনী
 কলকল-ৱৰে সদা তুষেন অচল-
 কুল-ইন্দ্ৰ হিমাচলে—মহানন্দময়ী !
 খেতভুজা, খেতাজে বিৱাজে পা ছুখানি,

রক্তেওঁগল-দল যেন মহেশ-উরসে ;—
 জগৎ-পূজিতা দেবী—কবিকুল-মাতা !
 হেরি বিরিক্তির পাদ-পদ্ম, সুরদল,
 অমনি শচী-রমণ সহ পঞ্চজন—
 নমিলা সাষ্টাঙ্গে । তবে দেবী আরাধনা
 যুড়ি কর কলস্বরে কহিতে লাগিলা ;—
 “হে ধাতঃ, জগত-পিতঃ, দেব সনাতন,
 দয়াসিঙ্কু ! সুন্দ উপসুন্দামুর বলী,
 দলি আদিতেয়-দলে বিষম সংগ্রামে,
 বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি,
 লঙ্ঘভঙ্গ করি ষ্঵র্গ,—দাবানল যথা
 বিনাশে কুসুমে পশি কুসুমকাননে
 সর্বভূক ! রাজ্যচ্যুত, পরাভৃত রণে,
 তোমার আশ্রয় চায় নিরাশ্রয় এবে
 দেবদল,—নিদাঘার্ত পথিক যেমতি
 তরুবর-পাশে আসে আশ্রম-আশ্যায় ।—
 হে বিভো জগৎমোনি, অযোনি আপনি,
 জগদন্তক নিরস্তক, জগতের আদি
 অনাদি ! হে সর্বব্যাপি, সর্বজ্ঞ, কে জানে
 মহিমা তোমার ? তায়, কাহার রসনা,—
 দেব কি মানব,—গুণকীর্তনে তোমার
 পারক ? হে বিশ্বপতি, বিপদের জালে
 বন্ধ দেবকুলে, দেব, উদ্বার গো আজি !”
 এতেক নিবেদি তবে দেবী আরাধনা
 নীরব হইলা, নমি ধাতার চরণে
 কৃতাঞ্জলিপুটে । শুনি দেবীর বচন—
 কি ছার তাহার কাছে কাকলী-শহরী

মধুকালে ?—উত্তর করিলা সনাতন-
ধাতা ; “এ বারতা, বৎসে, অবিদিত নহে ।
সুন্দ উপসুন্দামুর দৈব-বলে বলী ;
কঠোর তপস্থাফলে অজ্ঞেয় জগতে ।
কি অমর কিধা নর সমরে ছর্বার
দোহে ! আত্মেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি
নিৰারিতে এ দানবদ্ধয়ে । বায়ু-সখা
সহ বায়ু আক্রমিলে কানন, তাহারে
কে পারে রোধিতে,—কার পরাক্রম হেন ?”—

এতেক কহিলা দেব দেব-প্রজাপতি ।

অমনি করিয়া পান ধাতার বচন-
মধু, ব্ৰহ্ম-পুৱী স্মৃতিৰঙ্গে ভাসিল !
শোভিলা উজ্জ্বলতৰে প্ৰভা আভাময়ী,
বিশাল-নয়না দেবী । অখিল জগত
পূরিল সুপৰিমলে, কমল-কাননে
অযুত কমল যেন সহসা ফুটিয়া
দিল পরিমল-সুধা সুমন্দ অনিলে ।
যথায় সাগৰ-মাঝে প্ৰবল পবন
বলে ধৰি পোত, হায়, ডুবাইতেছিলা
তাৰে, শান্তি-দেবী তথা উতৰি সতৰে,
প্ৰবোধি মধুৱ ভাৰ্ষে, শান্তিলা মাৰতে ।
কালেৱ নথিৰ খাস-অনলে যেখানে
ভস্ময় জীবকুল (ফুলকুল যথা
নিদাষ্টে) জীবমাঘৃত-প্ৰবাহ সেখানে
বহিল, জীবন দান কৱি জীবকুলে,—
নিশিৰ শিশিৰ-বিন্দু সৱসে যেমতি
প্ৰসূন, নৌৱস, মৱি, নিদাষ্ট-জলনে ।

প্ৰেশিলা প্ৰতি গৃহে মঙ্গল-দায়িনী
মঙ্গলা ! সুশস্ত্রে পূৰ্ণা হাসিলা বসুধা ;—
প্ৰমোদে মোদিল বিশ বিশ্ব মানিয়া !

তবে ভক্তি শক্তৌপুরী, সহ আৱাধনা,
প্ৰফুল্লবদনা যথা কমলিনী, যবে
স্থিষ্ঠাম্পতি দিননাথ তাড়াই তিমিৰে,
কনক-উদয়াচলে আসি দেন দেখা ;—
লইয়া দিকৃপালদলে, যথা বিধি পূজি
পিতামহে, বাহিৱিলা ব্ৰহ্মালয় হতে ।

“হে বাসু,” কহিলেন ভক্তি মহাদেবী,
“সুরেন্দ্ৰ, সতত রত থাক ধৰ্মপথে ।
তোমাৰ হৃদয়ে, যথা রাজেন্দ্ৰ-মন্দিৰে
রাজলক্ষ্মী, বিৱাজিব আমি হে সতত ।”

“বিধুমুখী সখী মম ভক্তি শক্তৌপুরী,”—
কহিলেন আৱাধনা গৃহ মন্দ হাসি—
“বিৱাজেন যদি সদা তোমাৰ হৃদয়ে,
শচীকান্ত, নিতান্ত জানিও আমি তব
বশীভূতা ! শশী যথা কৌমুদী সেখানে ।
মণি, আভা, একপ্রাণা ; লভ এ রতনে,
অ্যতনে আভা লাভ কৱিবে, দেবেশ !
কালিন্দীৰে পান সিঙ্গু গঙ্গাৰ সঙ্গমে !”

বিদায় হইলা তবে সুৱদল, সেবি
দেবীষ্বয়ে । পৱে সবে অমিতে অমিতে,
উতৰিলা পুনঃ যথা পীযুষ-সলিলা।
বহে নিৱবধি নদী কলকল কলে—
সুৰ্বণ-তটিনী ; যথা অমৰী বৃত্তী,
অমৱ সুতৰুকুল ; স্বৰ্ণকান্তি ধৱি

ফুলকুল ফোটে নিত্য শুনিকুঞ্জবনে,
 ভরি সুসৌরতে দেশ। হৈম বৃক্ষমূলে,—
 রঞ্জিত কুমুম-রাগে,—বসিলেন সবে।
 কহিলা বাসব তবে ঈষৎ হাসিয়া,—
 “দিতিজ-ভুজ-পতাপে, রণ পরিহরি,
 আইলাম আমা সবে ধাতার সমীপে
 ধায়ে রড়ে,—বিধির বিধান বোধাগম !
 আত্মেন্দ ভিন্ন অঘ নাহি পথ ; কহ,
 কি বুব সঙ্কেত-বাক্যে, কহ, দেবগণ ?
 বিচার করহ সবে ; সাবধানে দেখ
 কি মর্ম ইহার ! ছুধে জল যদি থাকে,
 তবু রাজহংসপতি পান করে তারে,
 তেয়াগিয়া তোয়ঃ ! কে কি বুব, কহ, শুনি !”—

উত্তর করিলা যম ;—“এ বিষয়ে, দেব
 দেবেন্দ্র, শ্বীকারি আমি নিজ অক্ষমতা।
 বাহু-পরাক্রমে কর্ষ-নির্বাহ যেখানে,
 দেবনাথ, সেথা আমি। তোমার প্রসাদে
 এই যে প্রচণ্ড দণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডনাশক,
 শিখেছি ধরিতে এরে ; কিন্তু নাহি জানি
 চালাইতে লেখনী, পশিতে শব্দার্গবে
 অর্থরত্ন-লোভে—যেন বিদ্যার ধীবর !”

“আমিও অক্ষম যম-সম”—উত্তরিলা
 প্রভঞ্জন—“সাধিবারে তোমার এ কাজ,
 বাসব ! করীৱ কৱ যথা, পারি আমি
 উপাড়িতে তরুবর, পাষাণ চূর্ণিতে,
 চিৰধীৱ শৃঙ্খলে বজ্রসম চোটে
 অধীরিতে ; কিন্তু নারি তুলিতে বাছিয়া

এ শুচি, হে নমুচিশুদ্ধন শচীপতি !”—

উক্তর করিলা তবে শুন্দ তারকারি
শুন্দ স্বরে ;—“দেহ, ওহে দেবকুলপতি,
দেহ অমুমতি মোরে, যাই আমি যথা
বসে শুন্দ উপসুন্দ,—চুরন্ত অমুর ।

যুদ্ধার্থে আহ্বানি গিয়া ভাই দুই জনে ।

শুনি মোর শঙ্খধনি রূষিবে অমনি
উভয় ; কহিব আমি—‘তোমাদের মাঝে
বৌরশ্রেষ্ঠ বৌর যে, বিগ্রহ দেহ আসি ।’
ভাই ভাই বিরোধ হইবে এ হইলে ।
শুন্দ কহিবেক আমি বৌর-চূড়ামণি ;
উপসুন্দ এ কথায় সায় নাহি দিবে
অভিমানে । কে আছে গো, কহ, দেবপতি,
রথীকুলে, স্বীকারে যে আপন ন্যূনতা ?
ভাই ভাই বিবাদ হইলে, একে একে
বধিব উভয়ে আমি বিধির প্রসাদে—
বধে যথা বারণারি বারণ-ঈশ্বরে ।”

শুনি সেনানীর বাণী, ঈষৎ হাসিয়া
কহিতে লাগিলা দেব যক্ষকুল-রাজা
ধনেশ ;—“যা কহিলেন হৈমবতীসূত,
কৃত্তিকাকুলবল্লভ, মনে নাহি লাগে ।
কে না জানে ফণী সহ বিষ চিরবাসী ?
দংশিলে ভুজঙ্গ, বিষ-অশনি অমনি
বাযুগতি পশে অঙ্গে—চুর্বার অনল ।
যথায় যুবিবে শুন্দামুর ছষ্টমতি,
নিঙ্কোবিবে অসি তথা উপসুন্দ বলী
সহকারী ; উভয়ের বিক্রম উভয় ।

ବିଶେଷତଃ, କୁଟୁମ୍ବକେ ଦୈତ୍ୟଦଲ ରତ ।
 ପାଇଲେ ଏକାକୀ ତୋମା, ହେ ଉମାକୁମାର,
 ଅବଶ୍ୟ ଅଞ୍ଚାୟୟୁଦ୍ଧ କରିବେ ଦାନବ
 ପାପାଚାର । ବୁଥା ତୁମି ପଡ଼ିବେ ସଙ୍କଟେ,
 ବୀରବର ! ମୋର ବାଣୀ ଶୁନ, ଦେବପତି
 ମହେନ୍ଦ୍ର ; ଆଦେଶ ମୋରେ, ଧନଜାଲେ ବେଡ଼ି
 ସଧି ଆମି— ଯଥା ସ୍ୟାଥ ସଥରେ ଶାର୍ଦ୍ଦୂଳ,
 ଆନାୟ-ମାର୍ଖାରେ ତାରେ ଆନିଯା କୌଶଳେ—
 ଏ ତୁଷ୍ଟ ଦନୁଜ ଦୋହେ ! ଅବିଦିତ ନହେ,
 ବନ୍ଧୁମତୀ ସତୀ ମମ ବନ୍ଧୁ-ପୂର୍ଣ୍ଣଗାର,
 ସଥା ପନ୍ଦଜିନୀ ଧନୀ ଧରଯେ ଯତନେ
 କେଶର,—ମଦନ ଅର୍ଥ । ବିବିଧ ରତନ—
 ତେଜଃପୁଞ୍ଜ, ନୟନରଞ୍ଜନ, ରାଶି ରାଶି,
 ଦେହ ଆଜ୍ଞା, ଦେବ, ଦାନ କରି ଦାନବେରେ ।
 କରି ଦାନ ଶୁବର୍ଣ୍ଣ—ଉଜ୍ଜଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ସହ
 ରଜତ, ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣେତ ଯଥା ଦେବୀ ଶ୍ଵେତଭୂଜା ।
 ଧନଲୋଭେ ଉନ୍ମତ ଉଭୟ ଦୈତ୍ୟପତି,
 ଅବଶ୍ୟ ବିବାଦ କରି ମରିବେ ଅକାଳେ—
 ମରିଲ ଯେମତି ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ, ହାୟ, ମନ୍ଦମତି !
 ସହ ମୁପ୍ରତୀକ ଭାତା ଲୋଭୀ ବିଭାବସୁ !”—
 ଉତ୍ସର କରିଲା ତବେ ଜଳେଶ ବରଣ
 ପାଶୀ ;—“ଯା କହିଲେ ସତ୍ୟ, ସଙ୍କଳୁମପତି,
 ଅର୍ଥେ ଲୋଭ ; ଲୋଭେ ପାପ ; ପାପ—ନାଶକାରୀ ।
 କିନ୍ତୁ ଧନ କୋଥା ଏବେ ପାବେ, ଧନପତି ?
 କୋଥା ସେ ବନ୍ଧୁଧା ଶ୍ରାମା, ଶୁବନ୍ଧୁଧାରିଣୀ
 ତୋମାର ? ଭୁଲିଲେ କି ଗୋ, ଆମରା ସକଳେ
 ଦୀନ, ପତ୍ରହୀନ ତଙ୍କ ହିମାନୀତେ ଯଥା,

আজি ! আৱ আছে কি গো মে সব বিভব ?
 আৱ কি—কি কাজ কিন্তু এ মিছা বিলাপে ?
 কহ, দেবকুলনিধি, কি বিধি তোমাৰ ?”

কহিতে লাগিলা তবে দেব পুৱনৰ
 অমুৱাৰি ;—“ভাসি আমি অজ্ঞাত সলিলে
 কৰ্ণধাৰ, ভাবনায় চিন্তায় আকুল,
 নাহি দেখি অনুকূল কূল কোন দিকে !
 কেমনে চালাব তৱী বুৰিতে না পারি ?
 কেমনে হইব পার অপাৰ সাগৰ ?
 শৃঙ্খুল আমি আজি এ ঘোৱ সমৰে ।
 বজ্জাপেক্ষা তীক্ষ্ণ মম প্ৰহৱণ যত,
 তা সকলে নিবাৰিল এ কাল সংগ্ৰামে
 অমুৱ । যখন দৃষ্ট ভাই দুই জন
 আৱস্তিলা তপঃ, আমি পাঠান্ত যতনে
 সুকেশিনী উৰ্বৰশীৱে ; কিন্তু দৈববলে
 বিফলবিভূমা বামা লজ্জায় ফিৰিল,—
 গিৰিদেহে বাজি যথা রাজীব ! সতত
 অধীৱ সুধীৱ ঝৰি যে মধুৱ হাসে,
 শোভিল সে বৃথা, হায়, সৌদামিনী যথা
 অন্ধকৰণ প্ৰতি শোভে বৃথা প্ৰজ্ঞলনে !
 যে কেশে নিগড় সদা গড়ে রতিপতি ;
 যে অপাঙ্গবিষানলে জলে দেব-হিয়া ;—
 নারিল সে কেশপাশ বারিতে দানবে !
 বিফল সে বিষানল, হলাহল যথা
 নীলকৰ্ণ-কৰ্ণদেশে ! কি আৱ কহিব,—
 বৃথা মোৱে জিজ্ঞাসহ, জলদলপতি !”
 এতেক কহিয়া দেব দেবেন্দ্ৰ বাসব

ନୌରବିଲା, ଆହା, ମରି, ନିଶାସି ବିଷାଦେ !
ବିଷାଦେ ନୌରବ ଦେଖି ପୌଲୋମୌରଙ୍ଗନେ,
ମୌନଭାବେ ବସିଲେନ ପଞ୍ଚଦେବ ରଥୀ ।

ହେନ କାଲେ—ବିଧିର ଅନ୍ତୁତ ଲୌଳାଖେଲା
କେ ପାରେ ବୁଝିତେ ଗୋ ଏ ବ୍ରକ୍ଷାଣ୍ମଗୁଲେ ?—
ହେନ କାଲେ ଅକଞ୍ଚାଂ ହଇଲ ଦୈବବାଣୀ ।
“ଆନି ବିଶ୍ଵକର୍ମାୟ, ହେ ଦେବଗଣ, ଗଡ଼
ବାମାୟ,—ଅଙ୍ଗନାକୁଲେ ଅତୁଳା ଜଗତେ ।
ତ୍ରିଲୋକେ ଆଛୟେ ଯତ ସ୍ଥାବର, ଜଙ୍ଗମ,
ଭୂତ, ତିଲ ତିଲ ସବା ହିତେ ଲାଇୟା,
ମୃଜ ଏକ ପ୍ରମଦାରେ— ଭବ-ପ୍ରମୋଦିନୀ ।
ତା ହତେ ହଇବେ ନଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ଅମରାରି ।”—

ତବେ ଦେବପତି, ଶୁଣି ଆକାଶ-ମୁଣ୍ଡବା-
ଭାରତୀ, ପବନ ପାନେ ଚାହିୟା କହିଲା,—
“ଯାଓ ତୁମି, ଆନ ହେଥା, ବାୟୁକୁଳ-ରାଜୀ,
ଅବିଲମ୍ବେ ବିଶ୍ଵକର୍ମା, ଶିଲ୍ପୀକୁଳରାଜେ !”

ଶୁଣି ଦେବେନ୍ଦ୍ରେର ବାଣୀ, ଅମନି ତଥନି
ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଶୂନ୍ୟପଥେ ଉଡ଼ିଲା ମୁମ୍ଭତି
ଆଶୁଗ ;—କୌପିଲ ବିଶ୍ଵ ଥର ଥର କରି
ଆତକେ, ପ୍ରମାଦ ଗଣି ଅନ୍ତିର ହଇଲା
ଜୀବକୁଳ, ଯଥା ଯବେ ପ୍ରଲୟେର କାଲେ,
ଟଙ୍କାରି ପିନାକ ରୋଷେ ପିନାକୀ ଧୂର୍ଜଟି
ବିଶ୍ଵନାଶୀ ପାଶୁପତ ଛାଡ଼େନ ଛକ୍କାରେ ।

ଚଲି ଗେଲା ପବନ, ପବନବେଗେ ଦେବ
ଶୂନ୍ୟପଥେ । ହେଥା ବ୍ରକ୍ଷପୁରେ ପଞ୍ଚଜନ
ଭାସିଲା—ମାନସ ସରେ ରାଜହଂସ ଯଥା—
ଆନନ୍ଦ-ସଲିଲେ ସଦାନନ୍ଦେର ସଦନେ !

ଯେ ଯାହା ଇଚ୍ଛିଲା ତାହା ପାଇଲା ତଥନି ।
 ଯେ ଆଶା, ଏ ଭୟମରଙ୍ଗଦେଶେ ମରୀଚିକା,
 ଫଳବତ୍ତୀ ନିରବଧି ବିଧିର ଆଲଯେ ।
 ମାଗିଲେନ ସୁଧା ଶଚୀକାନ୍ତ ଶାନ୍ତମତି ;
 ଅମନି ସୁଧାଲହରୀ ବହିଲ ସମ୍ମୁଖେ
 କଲରବେ । ଚାହିଲେନ ଫଳ ଜଳପତି ;
 ରାଶି ରାଶି ଫଳ ଆସି ସୁବର୍ଣ୍ଣ-ବରଣ—
 ପଡ଼ିଲ ଚୌଦିକେ । ଯାଚିଲେନ ଫୁଲ ଦେବ-
 ସେନାନୀ ; ଅୟୁତ ଫୁଲ, ଶ୍ଵବକେ ଶ୍ଵବକେ
 ବେଡ଼ିଲ ଶୂରେନ୍ଦ୍ରେ ଯଥା ଚନ୍ଦ୍ରେ ତାରାବଲୀ ।
 ରତ୍ନାସନ ମାଗି ତାହେ ବସିଲା କୁବେର—
 ମଣିମୟ ଶେଷେର ଅଶେଷ ଦେହୋପରି
 ଶୋଭିଲେନ ଯେନ ପୀତାନ୍ତର ଚିନ୍ତାମଣି ।
 ଭ୍ରମିତେ ଲାଗିଲା ଯମ ମହାହଷ୍ଟମତି,
 ଯଥା ଶରଦେର କାଳେ ଗଗନମଣ୍ଡଳେ,
 ପବନ-ବାହନାରୋହୀ, ଭରେ କୁତୁହଲୀ
 ମେଘେନ୍ଦ୍ର, ରଜନୀକାନ୍ତ-ରଜଃକାନ୍ତି ହେରି,—
 ହେରି ରତ୍ନାକାରା ତାରା,—ସୁଖେ ମନ୍ଦଗତି !
 ଏଡ଼ାଇୟା ବ୍ରଜପୁରୀ, ବାୟୁକୁଳ-ରାଜା
 ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ବାୟୁବେଗେ ଚଲିଲେନ ବଲୀ
 ଯଥାୟ ବସେନ ବିଶ୍ୱାପାନ୍ତେ ମହାମତି
 ବିଶ୍ୱକର୍ଷା । ବାତାକାରେ ଉଡ଼ିଲା ସୁରଥୀ
 ଶୂନ୍ୟପଥେ, ଉଥଲିଯା ନୌଲାନ୍ତର ଯେନ
 ନୌଲ ଅମୁରାଶି । କତ ଦୂରେ ଦ୍ଵିଷାଙ୍ଗତି
 ଦିନକାନ୍ତ ରବିଲୋକେ ଅଞ୍ଚିର ହଇଲା
 ଭାବି ଦୁଇ ରାତ୍ରି ବୁଝି ଆଇଲ ଅକାଳେ
 ମୁଖ ମେଲି । ଚଞ୍ଚଲୋକେ ରୋହିଶୀବିଲାମୀ

মুধানিধি, পাঞ্চবর্ণ আতঙ্কে শ্বরিয়।
 দুরস্ত বিনতাস্মৃতে,—মুধা-অভিলাষী !
 মুদিলা নয়ন হৈম তারাকুল ভয়ে,
 তৈরব দানবে হেরি যথা বিদ্ধাধৱী,
 পক্ষজিনৌ তমঃপুঞ্জে ; বাস্তুকির শিরে
 কাঁপিলা ভৌরু বশুধা ; উঠিলা গর্জিয়া
 সিঙ্গু, দ্বন্দ্বে রত সদা, চির-বৈরি হেরি ;—
 সাজিল তরঙ্গ-দল রণ-রঙ্গে মাতি ।

এ সবে পশ্চাতে রাখি আখির নিমিষে
 চলি গেলা আশুগতি । ঘন ঘনাবলী
 ধায় আগে রড়ে বড়ে, ভূত-দল যথা
 ভূত-নাথ সহ । একে একে পার হয়ে
 সপ্ত অঙ্গি, চলিলা মরণকুলনিধি
 অবিশ্রান্ত, ক্লান্তি, শান্তি, সবে অবহেলি
 চলে যথা কাল । কত দূরে যমপুরী
 ভয়করী দেখিলেন ভীম সদাগতি ।
 কোন স্থলে হিমানীতে কাপে থরথরি
 পাপি-প্রাণ, উচ্ছেঃস্বরে বিলাপি দুর্ঘতি ;—
 কোন স্থলে কালাগ্নেয়-প্রাচীর-বেষ্টিত
 কারাগারে জলে কেহ হাহাকার রবে
 নিরবধি ; কোথাও বা ভীম-মূর্তি-ধারী
 যমদূত প্রহারয়ে চণ্ড দণ্ড শিরে
 অদয় ; কোথাও শত শকুনি-মণ্ডলী
 বজ্রনথা, বিদরিয়া বক্ষঃ মহাবলে,
 ছিন্ন ভিন্ন করে অস্ত্র ; কোথাও বা কেহ,
 ত্যায় আকুল, কাঁদে বসি নদী-তীরে,
 করিয়া শত মিনতি বৈতরণী-পদে

বৃথা,—না চাহেন দেবী হুরাআর পানে,
 তপস্থিনী ধনী যথা—নয়নরমণী—
 কভু নাহি কর্ণদান করে কামাতুরে—
 জিতেল্লিয়া ! কোথাও বা হেরি লক্ষ লক্ষ
 উপাদেয় ভক্ষ্যজ্বব্য, ক্ষুধাতুর প্রাণী
 মাগে ভিক্ষা ভক্ষণ—রাজেন্দ্র-দ্বারে যথা
 দরিদ্র,—গুহরী-বেত্র-আঘাতে শরীর
 জরজর। সতত অগণ্য প্রাণিগণ
 আসিতেছে ক্রতগতি চারি দিক্ হতে,
 ঝাঁকে ঝাঁকে আসে যথা পতঙ্গের দল
 দেখি অগ্নিশিখা,—হায়, পুড়িয়া মরিতে।
 নিষ্পৃহ এ লোকে বাস করে লোক যত।
 হায় রে, যে আশা আসি তোষে সর্বজনে
 জগতে, এ হুরন্ত অস্তকপুরে গতি-
 রোধ তার ! বিধাতার এই সে বিধান।
 মরুস্থলে প্রবাহিণী কভু নাহি বহে।
 অবিরামে কাটে কৌট ; পাবক না নিবে।
 শত-সিঙ্গু-কোলাহল জিনি, দিবানিশি,
 উঠয়ে ক্রন্দনধনি—কর্ণ বিদরিয়া।
 হেরি শমনের পুরী, বিশ্বয় মানিয়া
 চলিলা জগৎপ্রাণ পুনঃ ক্রতগতি
 যথায় বসেন দেব-শিল্পী। কতক্ষণে
 উত্তরমেরুতে বীর উত্তরিলা আসি।
 অদূরে শোভিল বিশ্বকর্মাৰ সদন।
 ঘন ঘনাকার ধূম উড়ে হর্ষ্যাপরি,
 তাহার মাঝারে হৈম গৃহাণ অযুত
 ঢোতে, বিহ্যতের রেখা অচঞ্চল যেন

ମେଘାବୃତ ଆକାଶେ, ବା ବାସବେର ଧରୁ
ମଣିମୟ ! ପ୍ରେଶିଆ ପୂରୀ ବାୟୁପତି
ଦେଖିଲେନ ଚାରି ଦିକେ ଧାତୁ ରାଶି ରାଶି
ଶୈଳାକାର ; ମୃତ୍ତିମାନ ଦେବ ବୈଶାନରେ ।
ପାହି ସୋହାଗାୟ ସୋଗା ଗଲିଛେ ସୋହାଗେ
ପ୍ରେମ-ରସେ ; ବାହିରିଛେ ରଜତ ଗଲିଯା
ପୁଟେ, ବାହିରାୟ ଯଥା ବିମଳ-ସଲିଲ
ପ୍ରବାହ, ପର୍ବତ-ସାଗ୍ର-ଉପରି ଯାହାରେ
ପାଲେ କାନ୍ଦସ୍ଥିନୀ ଧନୀ ; ଲୌହ, ଯାର ତମୁ
ଅକ୍ଷୟ, ତାପିଲେ ଅଗ୍ନି, ମହାରାଗେ ଧାତୁ
ଜଲେ ଅଗିମମ ତେଜ,—ଅଗିକୁଣ୍ଡେ ପଡ଼ି
ପୁଡ଼ିଛେ,—ବିଷମ ଜାଳା ଯେନ ଘୃଣା କରି,—
ମୀରବେ ଶୋକାଗ୍ନି ଯଥା ସହେ ବୀର-ହିୟା ।

କାନ୍ଦନ-ଆସନେ ବସି ବିଶ୍ଵକର୍ମୀ ଦେବ,
ଦେବ-ଶିଳ୍ପୀ, ଗଡ଼ିଛେନ ଅପୂର୍ବ ଗଡ଼ନ,
ହେନ କାଲେ ତଥାୟ ଆଇଲା ସଦାଗତି ।
ହେରି ପ୍ରଭ୍ଲଙ୍ଗନେ ଦେବ ଅମନି ଉଠିଯା ।
ନମଙ୍କାରି ବସାଇଲା ରଙ୍ଗ-ସିଂହାସନେ ।

“ଆପନ କୁଶଳ କହ, ବାୟୁକୁଲେଖର,”—
କହିତେ ଲାଗିଲା ବିଶ୍ଵକର୍ମୀ—“କହ, ବଲି,
ସ୍ଵର୍ଗେର ବାରତା । କୋଥା ଦେବେଶ୍ର କୁଲିଶୀ ?
କି କାରଣେ, ସଦାଗତି, ଗତି ହେ ତୋମାର
ଏ ବିଜନ ଦେଶେ ? କହ, କୋନ୍ ବରାଜମା—
ଦେବୀ କି ମାନବୀ—ଏବେ ଧରିଯାଛେ, ତୋମା
ପାତି ଶୀରିତେର ଫାଦ ? କହ, ଯତ ଚାହ,
ଦିବ ଆମି ଅଳକାର,—ଅତୁଳ ଜଗତେ !
ଏହି ଦେଖ ନ୍ପୁର ; ଇହାର ବୋଲ ଶୁଣି

বীণাপাণি-বীণা, দেব, ছিন্ন-তার, খেদে !
 এই দেখ সুমেথলা ; দেখি তাব মনে,
 বিশাল নিতম্ববিষ্টে কি শোভা ইহার !
 এই দেখ মুক্তাহার ; হেরিলে ইহারে
 উরজ-কমলযুগ-মাঝারে, মনোজ
 মজে গো আপনি ! এই দেখ, দেব, সিঁথি ;
 কি ছার ইহার কাছে, ওরে নিশ্চিথিনি,
 তোর তারাময় সিঁথি ! এই যে কঙ্কণ
 খচিত রতনবন্দে, দেখ, গন্ধবহ !
 প্রবাল-কুণ্ডল এই দেখ, বীরমণ ;—
 কি ছার ইহার কাছে বনস্তুলী-কানে
 পলাশ,—রমণী-মনোরমণ তৃষ্ণণ !
 আর আর আছে যত, কি কব তোমারে ?”

হাসিয়া হাসিয়া যদি এতেক কহিলা
 বিশ্বকর্ষা, উত্তর করিলা মহামতি
 শ্঵সন, নিশ্বাস বীর ছাড়িয়া বিষাদে ;—
 “আর কি আছে গো, দেব, সে কাল এখন ?
 বিশোপাঞ্জে তিমির-সাগর-তৌরে সদা
 বস তুমি, নাহি জান ষর্গের দুর্দশা !
 হায়, দৈত্যকুল এবে, প্রবল সমরে,
 লুটিছে ত্রিদশালয় লণ্ডতণ্ড করি,
 পামর ! অরেন তোমা দেব অমুরারি,
 শিল্পিবর ; তেই আমি আইমু সহরে ।
 চল, দেব, অবিলম্বে ; বিলম্ব না সহে ।
 মহা ব্যগ্র ইন্দ্র আজি তব দরশনে ।”
 শুনি পবনের বাণী, কহিতে লাগিলা
 দেব-শিল্পী—“হায়, দেব, এ কি পরমাদ !

ଦିତିଜକୁଳ ଉଜ୍ଜଳି, କୋନ୍ ମହାରଥୀ
 ବିମୁଖିଲା ଦେବରାଜେ ସମୁଖ-ସମରେ
 ବଲେ ? କହ, କାର ଅନ୍ତେ ରୋଧ ଗତି ତବ,
 ସଦାଗତି ? କେ ବ୍ୟଥିଲ ତୌଙ୍ଗ ପ୍ରହରଣେ
 ଯମେ ? ନିରସ୍ତିଲ କେବା ଜଳେଶ ପାଶୀରେ ?
 ଅଳକାନାଥେର ଗଦା—ଶୈଳ-ଚୂର୍ଣ୍ଣ-କାରୀ ?
 କେ ବିଧିଲ, କହ, ହାୟ, ଖରତର ଶରେ
 ମୟୁର-ବାହନେ ? ଏ କି ଅନ୍ତ୍ର କାହିନୀ !
 କୋଥାୟ ହଇଲ ରଗ ? କିମେର କାରଣେ ?
 ମରେ ଯବେ ସମରେ ତାରକ ମନ୍ଦମତି,
 ତଦବଧି ଦୈତ୍ୟଦଲ ନିଷେଜ-ପାବକ,—
 ବିଷହୀନ ଫଣୀ ; ଏବେ ପ୍ରବଳ କେମନେ ?
 ବିଶେଷ କରିଯା କହ, ଶୁଣି, ଶୂରମଣି ।
 ଉତ୍ତରମେରଣ୍ଟେ ସଦୀ ବସତି ଆମାର
 ବିଶ୍ୱାପାଞ୍ଚେ । ଓହି ଦେଖ ତିମିର-ସାଗର
 ଅକ୍ଲ, ପର୍ବତାକାର ଯାହାର ଲହରୀ
 ଉଥଲିଛେ ନିରବଧି ମହା କୋଳାହଲେ ।
 କେ ଜାନେ ଜଳ କି ଶ୍ଵଳ ? ବୁଝି ଦୁଇ ହବେ ।

ଲିଖିଲା ଏ ମେର ଧାତା ଜଗତେର ସୀମା
 ସୃଷ୍ଟିକାଳେ ; ବସେ ତମଃ, ଦେଖ ଓହି ପାଶେ ।
 ନାହି ଯାନ ପ୍ରଭାଦେବୀ ତାହାର ସଦନେ,
 ପାପୀର ସଦନେ ଯଥା ମଙ୍ଗଳ-ଦାୟିନୀ
 ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଏତ ଦୂରେ ଆମି କିଛୁ ନାହି ଜାନି ;
 ବିଶେଷ କରିଯା କହ ସକଳ ବାରତା ।”

ଉତ୍ତର କରିଲା ତବେ ବାଯୁ-କୁଳପତି—
 “ନା ସହେ ବିଲସ ହେଥା, କହିଲୁ ତୋମାରେ,
 ଶିଳ୍ପିବର, ଚଳ ଯଥା ବିରାଜେନ ଏବେ

দেবরাজ ; শুনিবে গো সকল বারত।
 তাঁর মুখে । কোন্ স্মৃথে কব, হায়, আমি,
 সিংহদল-অপমান শৃগালের হাতে ?
 স্মরিলে ও কথা দেহ জলে কোপানলে !
 বিধির এ বিধি তেই সহি মোরা সবে
 এ লাঞ্ছনা । চল, দেব, চল শীত্রগতি ।
 আজি হে তোমার ভার উদ্ধার করিতে
 দেব-বংশ,—দেবরিপু ধৰ্মসি স্বকৌশলে !”

এতেক কহিয়া দেব বায়-কুলপতি
 দেব দেব-শিল্পী সহ উঠিলা আকাশে
 বায়বেগে । ছাড়াইয়া কৃতাঞ্জ-নগরী,
 বসুধা বাসুকি-প্রিয়া, চন্দ্ৰ সুধানিধি,
 সূর্যজ্যোক, চলিলেন মনোরথগতি
 হই জন ; কত দূরে শোভিল অস্মরে
 স্বর্ণময়ী ব্রহ্মপুরী, শোভেন যেমতি
 উমাপতি-কোলে উমা হৈমকিনীটিনী ।
 শত শত গৃহচূড়া হীরক-মণিত
 শত শত সৌধশিরে ভাতে সারি সারি
 কাঞ্চন-নির্মিত । হেরি ধাতার সদন
 আনন্দে কহিলা বায় দেব-শিল্পী প্রতি ;—

“ধন্ত তুমি দেবকুলে, দেব-শিল্প গুণ !
 তোমা বিনা আৱ কাৱ সাধ্য নিৰ্মাইতে
 এ হেন সুন্দৱী পুৱী—নয়ন-রঞ্জিনী ।”
 “ধাতার প্ৰসাদে, দেব, এ শক্তি আমাৰ”—
 উদ্ভুলিলা বিশ্বকৰ্ষা—“তাঁৰ গুণে গুণী,
 গড়ি এ নগৰ আমি তাঁহাৰ আদেশে ।
 যথা সৱোবৰ-জল, বিমল, তৱল,

ପ୍ରତିବିଷେ ନୀଳାସ୍ଵର ତାରାମୟ ଶୋଭା
ନିଶ୍ଚାକାଳେ, ଏହି ରମା ପ୍ରତିରୀ ପ୍ରଥମେ
ଉଦୟେ ଧାତାର ମନେ,—ତବେ ପାଇ ଆମି ।”

ଏହିରୂପ କଥୋପକଥନେ ଦେବଦୟ
ପ୍ରବେଶିଲା ଅଞ୍ଜପୁରୀ—ମନ୍ଦଗତି ଏବେ ।
କତ ଦୂରେ ହେରି ଦେବ ଜୀମୃତବାହନ
ବଜ୍ରପାଣି, ସହ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ମହାରଥୀ,
ପାଶୀ, ତପନତନୟ, ମୁରଜା-ବଲ୍ଲଭ
ଯକ୍ଷରାଜ, ଶୀତ୍ରଗାମୀ ଦେବ-ଶିଳ୍ପୀ ଦେବ
ନିକଟିଯା, କରପୁଟେ ପ୍ରଣାମ କରିଲା ।
ଯଥା ବିଧି । ଦେଖି ବିଶ୍ଵକର୍ମାଯ ବାସବ
ମହୋଦୟ ଆଶୀର୍ବିଯା କହିତେ ଲାଗିଲା,—
“ସ୍ଵାଗତ, ହେ ଦେବ-ଶିଳ୍ପି ! ମର୍ମଭୂମେ ଯଥା
ତୃଷ୍ଣାକୁଳ ଜନ ସ୍ଵର୍ଗୀ ସଲିଲ ପାଇଲେ,
ତବ ଦରଶନେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଆମାର
ଅସୌମ ! ସ୍ଵାଗତ, ଦେବ, ଶିଳ୍ପି-ଚୂଡ଼ାମଣି !
ଦୈବବଳେ ବଲୀ ଛଇ ଦାନବ, ଦୁର୍ଜ୍ୟ
ସମରେ, ଅମରପୁରୀ ଗ୍ରାସିଯାଛେ ଆସି,
ହାୟ, ଗ୍ରାସେ ରାହୁ ଯଥା ସୁଧାଂଶୁ-ମଣ୍ଡଳୀ !
ଧାତାର ଆଦେଶ ଏହି ଶୁଣ ମହାମତି ।
‘ଆନି ବିଶ୍ଵକର୍ମାଯ, ହେ ଦେବଗଣ, ଗଡ଼
ବାମାୟ, ଅଙ୍ଗନାକୁଳେ ଅତୁଳା ଜଗତେ ।
ତ୍ରିଲୋକେ ଆଛୟେ ଯତ ହ୍ରାବର, ଜଙ୍ଗମ,
ଭୂତ, ସବା ହଇତେ ଲହିଯା ତିଲ ତିଲ,
ଶୂଜ ଏକ ପ୍ରମଦାରେ—ଭବପ୍ରମୋଦିନୀ ।
ତାହା ହତେ ହବେ ନଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ଅମରାରି’ ।”
ଶୁଣି ଦେବେଜ୍ଞେର ବାଣୀ ଶିଳ୍ପୀକୁ ଅମନି

নমিয়া দিক্ষপালদলে বসিলেন ধ্যানে ;
নীরবে বেড়িলা দেবে যত দেবপতি ।

আরঙ্গিয়া মহাতপঃ, মহামন্ত্রবলে
আকর্ষিলা স্থাবর, জঙ্গম, ভূত যত
অঙ্গপুরে শিল্পীবর । যাহারে শ্মরিলা
পাইলা তখনি তারে । পদ্মদ্বয় লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্ষা রাঙা পা ছাঁথানি ।
বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিলা তাহাতে
যেন লাক্ষ্মারস-রাঁগ । বনস্তুল-বধু
রস্তা উরুদেশে আসি করিলা বসতি ;
সুমধ্যম ঘৃণরাজ দিলা নিজ মাঝা ;
খগোল নিতম্ব-বিস্ম ; শোভিল তাহাতে
মেখলা, গগনে, মরি, ছায়াপথ যথা !
গড়িলেন বাহু-যুগ লইয়া মৃণালে ।
দাঢ়িমে কদম্বে হৈল বিষম বিবাদ ;
উভয়ে চাহিল আসি বাস করিবারে
উরস-আনন্দ-বনে ; সে বিবাদ দেখি
দেব-শিল্পী গড়িলেন মেরু-শৃঙ্গাকারে
কুচযুগ । তপোবলে শশাঙ্ক সুমতি
হইলা বদন দেব অকলঙ্ক ভাবে ;
ধরিল কবরীরূপ কাদস্থিনী ধনী,
ইন্দ্রচাপে বানাইয়া মনোহর সিঁথি ।
জলে যে তারা-রতন উষার ললাটে,
তেজঃপুঞ্জ, ছইখন করিয়া তাহারে
গড়াইলা চক্ষুদ্বয়, যদিও হরিণী
রাখিলেক দেবপদে আনি নিজ আঁধি ।
গড়িলা অধর দেব বিশ্বকল দিয়া,

ମାଧ୍ୟମୀ ଅଯୁତରସେ ; ଗ୍ରଜ-ମୁକ୍ତାବଳୀ
 ଶୋଭିଲ ରେ ଦୃଷ୍ଟରୂପେ ବିଶ୍ଵ ବିମୋହିଯା !
 ଆପନି ରତ୍ନ-ରଞ୍ଜନ ନିଜ ଧରୁ ଧରି
 ଭୁରୁଛଲେ ବସାଇଲା ନୟନ ଉପରେ ;
 ତା ଦେଖିଯା ବିଶ୍ଵକର୍ମା ହାସି କାଡ଼ି ନିଲା
 ତୁଣ ତୀର ; ବାଛି ବାଛି ସେ ତୁଣ ହଇତେ
 ଥରତର ଫୁଲ-ଶର, ନୟନେ ଅପିଲା
 ଦେବ-ଶିଳ୍ପୀ । ବସୁନ୍ଧରା ନାନା ରତ୍ନ-ସାଜେ
 ମାଜାଇଲା ବରବପୁ, ପୁଞ୍ଜଲାବୀ ଯଥା
 ମାଜାଯ ରାଜେନ୍ଦ୍ରବାଲା କୁମୁଦଭୂଷଣେ ।
 ଚମ୍ପକ, ପଞ୍ଜଜପର୍ଣ, ମୁବର୍ଣ ଚାହିଲ
 ଦିତେ ବର୍ଣ ବରାଙ୍ଗନେ ; ଏ ସବାରେ ତ୍ୟାଜି,—
 ହରିତାଳେ ଶିଲ୍ପିବର ରାଗିଲା ମୁତରୁ !
 କଲରବେ ମଧୁଦୂତ କୋକିଲ ସାଧିଲ
 ଦିତେ ନିଜ ମଧୁ-ରବ ; କିନ୍ତୁ ବୀଣାପାଣି,
 ଆନି ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେ ରାଗ-ରାଗିଗୀର କୁଳ,
 ରମନାୟ ଆସନ ପାତିଲା ବାଗୀଶ୍ଵରୀ !
 ଅଯୁତ ସଙ୍କାରି ତବେ ଦେବ-ଶିଳ୍ପି-ପତି
 ଜୀବାଇଲା କାମିନୀରେ ;—ମୁମୋହିନୀ-ବେଶେ
 ଦୀଢ଼ାଇଲା ପ୍ରଭା ଯେନ, ଆହା, ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ !
 ହେରି ଅପରାପ କାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ-ସଲିଲେ
 ଭାସିଲେନ ଶଚୀକାନ୍ତ ; ପବନ ଅମନି,
 ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କମଳେ ଯେନ ପାଇୟା, ସ୍ଵନିଲା
 ଶୁଷ୍ମନେ ! ମୋହିତ କାମେ ମୁରଙ୍ଗାମୋହନ,
 ମନେ ମନେ ଧନ-ପ୍ରାଣ ସିଂପିଲା ବାମାରେ !
 ଶାନ୍ତ ଜଳନାଥ ଯେନ ଶାନ୍ତି-ସମାଗମେ !
 ମହାଶୁରୀ ଶିଥିର୍ବଜ, ଶିଥିବର ଯଥା

হেরি তোরে, কাদম্বিনি, অনস্বরতলে !
 তিমির-বিলাসী যম হাসিয়া উঠিলা,
 কৌমুদিনী-প্রমদায় হেরি মেঘ যথা
 শরদে ! সাবাসি, ওহে দেব-শিল্পি গুণি !
 ধাতাবরে, দেববর, সাবাসি তোমারে !
 হেন কালে,—বিধির অঙ্গুত লৌলাখেলা
 কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে !—
 হেন কালে পুনর্বার হৈল দৈববাণী ;—
 “পাঠাও, হে দেবপতি, এ রমা বামারে,
 (অমৃপমা বামাকূলে)—যথা অমরারি
 সুন্দ উপসুন্দাসুর ; আদেশ অনঙ্গে
 যাইতে এ বরাঙ্গনা সহ সঙ্গে মধু,
 খতুরাজ । এ রূপের মাধুরী হেরিয়া
 কাম-মদে মাতি দৈত্য মরিবে সংগ্রামে !
 তিল তিল লইয়া গড়িলা সুন্দরীরে
 দেব-শিল্পী, তেই নাম রাখ তিলোকমা !”—

শুনিয়া দেবেন্দ্রগণ আকাশ-সন্তবা
 সরস্বতী-ভারতী, নমিলা ভক্তিভাবে
 সাষ্টাঙ্গে । তৎপরে সবে প্রশংসা করিয়া
 বিদ্যায় করিলা বিশ্বকর্মা শিল্পী-দেবে ।
 প্রণমি দিক্ষুপাল-দলে বিশ্বকর্মা দেব
 চলি গেলা নিজ দেশে । সুখে শচৈপতি
 বাহিরিলা, সঙ্গে ধনী অতুলা জগতে,—
 যথা সুরাসুর যবে অমৃত বিলাসে
 মথিলা সাগরজল, জলদলপতি
 ভূবন-আনন্দময়ী ইন্দিরার সাথে !

ইতি শ্রীতিলোকমা-সন্তবে কাব্যে সন্তবো নাম
 তৃতীয় সর্গ ।

চতুর্থ সর্গ

সুবর্ণ বিহঙ্গী যথা, আদরে বিস্তারি
পাখা,—শক্র-ধনু-কাষ্ঠি আভায় যাহার
মলিন,—যতনে ধনৌ শিখায় শাবকে
উড়িতে, হে জগদম্বে, অম্বু-প্রদেশে ;—
দাসেরে করিয়া সঙ্গে রঞ্জে আজি তুমি
অমিয়াছ নানা স্থানে ; কাতর সে এবে,
কুলায়ে লয়ে তাহারে চল, গো জননি !
সফল জনম মম ও পদ-প্রসাদে,
দয়াময়ি ! যথা কুম্ভী-নদন-পৌরব,
ধীর যুধিষ্ঠির, সশরীরে মহাবলী
ধর্মবলে প্রবেশিলা স্বর্গ, তব বরে
দৌন আমি দেখিছু, মানব-আঁখি কভু
নাহি দেখিয়াছে যাহা ; শুনিনু ভারতী,
তব বৈগা-ধ্বনি বিনা অতুলা জগতে !
চল ফিরে যাই যথা কুমুম-কুম্ভলা
বসুধা ! কল্পনা,—তব হেমাঙ্গী সঙ্গিনী,-
দান করিয়াছে যারে তোমার আদেশে
দিব্য-চক্ষু, ভুল না, হে কমল-বাসিনি,
রসিতে রসনা তার তব সুধা-রসে !
বরষি সঙ্গীতামৃত মনীষী তুষিবে,—
এই ভিক্ষা করে দাস, এই দীক্ষা মাগো !
যদি গুণগ্রাহী যে, নিদান-কূপ ধরি,
আশার মুকুল নাশে এ চিত্তকাননে,

ମେଓ ଭାଲ ; ଅଧିମେ, ମା, ଅଧିମେର ଗତି !—
ଧିକ୍ ମେ ଯାଚ୍ଛା,—ଫଳବତ୍ତୀ ନୀଚ କାହେ !

ମହାନଦେ ମହେଲ୍ ମୈଜେତେ ମହାମତି
ଉତ୍ତରିଲା ଯଥା ବସେ ବିନ୍ଦ୍ୟ ଗିରିବର
କାମକାଣ୍ଡା,—ହେ ଅଗଞ୍ଜ୍ୟ, ତବ ଅଶ୍ଵରୋଧେ
ଅଦ୍ଧାପି ଅଚଳ ! ଶତ ଶତ ଶୃଙ୍ଗ ଶିରେ,
ବୀର ବୀରଭଦ୍ର-ଶିରେ ଜଟାଜୁଟ ଯଥା
ବିକଟ ; ଅଶେୟ ଦେହ ଶେଷେର ସେମନି !
ଦ୍ରବ୍ୟଗତି ଶୃଙ୍ଗପଥେ ଦେବରଥ, ରଥୀ,
ମାତ୍ରଙ୍ଗ, ତୁରଙ୍ଗ, ଯତ ଚତୁରଙ୍ଗ-ଦଲ
ଆଇଲା, କଞ୍ଚକ ତେଜଃପୂଞ୍ଜେ ଉଜ୍ଜ୍ଵଲିଯା।
ଚାରି ଦିକ୍ । କାମ୍ୟ ନାମେ ନିବିଡ଼ କାନନ—
ଖାଣ୍ଡବ-ସମ, (ପାଣ୍ଡବ ଫାନ୍ଦନୀର ଗୁଣେ
ଦହି ହବିର୍ବହ ଯାହେ ନୀରୋଗୀ ହଇଲା)—
ସେ କାନନେ ଦେବମେନା ପ୍ରବେଶିଲା ବଲେ
ପ୍ରବଲ । ଆତକେ ପଣ୍ଡ, ବିହଙ୍ଗମ ଆଦି
ଆଶ୍ରମ ପଲାଇଲ ସବେ ଘୋରତର ରବେ,
ସେନ ଦାବାନଳ ଆସି, ପ୍ରାସିବାର ଆଶେ
ବନରାଜୀ, ପ୍ରବେଶିଲ ସେ ଗହନ ବନେ !—
କାତାରେ କାତାରେ ମେନା ପ୍ରବେଶିଲ ଆସି
ଅରଣ୍ୟେ, ଉପାଡ଼ି ତକ୍କ, ଉପାଡ଼ି ବ୍ରତତୀ,
ଝଡ଼ ଯଥା, କିମ୍ବା କରିଯୁଥ, ମତ ମଦେ ।
ଅଧୀର ସତ୍ରାସେ ଧୀର ବିନ୍ଦ୍ୟ ମହୀଧର,
ଶୀଘ୍ର ଆସି ଶଚୀକାନ୍ତ-ନୟୁଚ୍ଚଦନ-
ପଦତଳେ ନିବେଦିଲା କୃତାଞ୍ଜଲିପୁଟେ,—
“କି କାରଣେ, ଦେବରାଜ, କୋନ୍ ଅପରାଧେ
ଅପରାଧୀ ତବ ପଦେ କିଙ୍କର ? କେମନେ

ଏ ଅମ୍ବହ ତାର, ପ୍ରଭୁ, ସହିବେ ଏ ଦାସ ।
 ପାଞ୍ଚଜନ୍ମ-ନିନାଦକ ପ୍ରସଂଗ ବଲିରେ
 ବାମନଙ୍କପେ ଯେରପ, ହାୟ, ପାଠାଇଲା
 ଅତଳ ପାତାଲେ ତାରେ, ସେଇ ରୂପ ବୁଝି
 ଇଚ୍ଛା ତବ, ଶୁରନାଥ, ମଜାଇତେ ଦାସେ
 ରମାତଳେ !” ଉତ୍ତରିଲା ହାସି ଦେବପତି
 ଅସୁରାରି ;—“ଯାଓ, ବିନ୍ଦ୍ୟ, ଚଲି ନିଜ ଶ୍ଵାନେ
 ଅଭୟେ ; କି ଅପକାର ତୋମାର ସନ୍ତ୍ଵବେ
 ମୋର ହାତେ ? ଭୁଜବଲେ ନାଶିଯା ଦିତିଜେ
 ଆଜି, ଉପକାର, ଗିରି, ତୋମାର କରିବ,
 ଆପଣି ହଇବ ମୁକ୍ତ ବିପଦ୍ ହଇତେ ;—
 ତେଇ ହେ ଆଇମୁ ମୋରା ତୋମାର ସଦନେ ।”

ହେନ ମତେ ବିଦାଇଯା ବିନ୍ଦ୍ୟ ମହାଚଲେ,
 ଦେବ-ସୈଣ୍ୟ-ପାନେ ଚାହି କହିଲା ଗନ୍ଧୀରେ
 ବାସବ ; “ହେ ଶୁରଦଳ, ତ୍ରିଦିବ-ନିବାସି,
 ଅମର ! ହେ ଦିତିମୁତ-ଗର୍ବ-ଖର୍ବକାରି !
 ବିଧିର ନିର୍ବରସ୍କେ, ହାୟ, ନିରାନନ୍ଦ ଆଜି
 ତୋମା ସବେ ! ରଣ-ଶ୍ଳଳେ ବିମୁଖ ଯେ ରଥୀ,
 କତ ଯେ ବ୍ୟଥିତ ସେ ତା କେ ପାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତେ ?
 କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ଏବେ କର, ବୌରଗଣ !
 ପୁନରାୟ ଜୟ ଆସି ଆଶ୍ରମ ବିରାଜିବେ
 ଏ ଦେବ-କେତନୋପରେ । ଘୋରତର ରଣେ
 ଅବଶ୍ୟ ହଇବେ କ୍ଷୟ ଦୈତ୍ୟଚୟ ଆଜି ।
 ଦିଯାଛି ମଦନେ ଆମି, ବିଧିର ପ୍ରସାଦେ,
 ଯେ ଶର,—କେ ସମ୍ବରିବେ ସେ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଶରେ ?
 ଲଯେ ତିଲୋତ୍ତମାୟ—ଅତୁଳା ଧନୀ ରୂପେ—
 ଶ୍ଵତୁପତି ସହ ରତିପତି ସର୍ବ-ଜୟୀ

গেছে চলি যথায় নিবাসে দেব-অরি
দানব ! থাকহ সবে সুসজ্জ হইয়া।
সুন্দ উপসুন্দ যবে পড়িবে সমরে,
অমনি পশিব মোরা সবে দৈত্যদেশে
বায়ুগতি, পশে যথা মদকল করী
নলবনে, নলদলে দলি পদতলে।”

শুনি সুরেন্দ্রের বাণী, সুরসৈন্য যত
ভুক্ষারি নিষ্কোষিলা অশ্বিময় আসি
অযুত, আগ্নেয় তেজে পুরি বনরাজী !
টক্ষারিলা ধরু ধরুক্ষর-দল বলী
রোধে ; লোকে শূল শূলী,—হায়, ব্যগ্র সবে
মারিতে মরিতে রণে—যা থাকে কপালে !
ঘোর রবে গরজিলা গজ ; হয়বৃহ
মিশাইলা হেষারব সে রবের সহ !
শুনি সে ভৌষণ স্বন দমুজ ছুর্মতি
হীনবীর্য হয়ে ভয়ে প্রমাদ গণিল
অমরারি, যথা শুনি খগেন্দ্রের ধ্বনি,
ত্রিয়মাণ নাগকুল অতল পাতালে !

হেন কালে আচম্বিতে আসি উতরিলা
কাম্যবনে নারদ, দীদিবি রবি যেন
দ্বিতীয়। হরষে বন্দি দেব-খবিবরে,
কহিলেন হাসি ইল্ল—দেবকুলপতি—
“কি কারণে এ নিবিড় কাননে, নারদ
তপোধন, আগমন তোমার গো আজি ?
দেখ চারি দিকে, দেব, নিরীক্ষণ করি
ক্ষণকাল ; খরতর-করবাল-আভা,
হবির্বহ নহে যাহে উজ্জল এ স্তুলী ;—

ନହେ ଯତ୍ତଥୁମ ଓ,—ଫଳକ ସାରି ସାରି
ସୁବର୍ଣ୍ଣଶିତ,—ଅପ୍ରିଣିଖାମୟ ଯେନ
ଧୂମପୂଞ୍ଜ, କିମ୍ବା ମେଘ,—ତଡ଼ିତ-ଜଡ଼ିତ !”

ଆଶୀର୍ବଦୀ ଦେବେଶେ, ହାସି ଦେବ-ଝରିବର
ନାରଦ, ଉତ୍ତରଛଲେ କହିଲା କୌତୁକେ ;—
“ତୋମା ସମ, ଶଚୀପତି, କେ ଆହେ ଗୋ ଆଜି
ତାପସ ? ଯେ କାଳ-ଅପ୍ରି ଜାଲି ଚାରି ଦିକେ
ବସିଯାଇଁ ତପେ, ଦେବ, ଦେଖି କାଂପି ଆମି
ଚିରତପୋବନବାସୀ ! ଅବଶ୍ୟ ପାଇବେ
ମନୋନୀତ ବର ତୁମି ; ରିପୁଦ୍ରଯ ତବ
କ୍ଷୟ ଆଜି, ସହସ୍ରାକ୍ଷ, କହିଲୁ ତୋମାରେ ।”

ମୁଖିଲା ମୁରସେନାନୀ ମୁମ୍ଭୁର ସ୍ଵରେ
ଅଗ୍ରସରି ;—“କୃପା କରି କହ, ମୁନିବର,
ଆତ୍ମଭେଦ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ତ ପଥ କି କାରଣେ
ରୁଦ୍ଧ ଶମନେର ପକ୍ଷେ ନାଶିତେ ଦାନବ-
ଦଳ-ଇମ୍ର ମୁନ୍ଦ ଉପମୁନ୍ଦ ମନ୍ଦମତି ?
ଯେ ଦେଷ୍ଟାଲି ତୁଲି କରେ, ନାଶିଲା ସମରେ
ବୃଦ୍ଧାସ୍ଵରେ ମୁରପତି ; ଯେ ଶରେ ତାରକେ
ସଂହାରିମୁ ରଣେ ଆମି ;—କିସେର କାରଣେ
ନିରସ୍ତ ସେ ସବ ଅସ୍ତ୍ର ଏ ଦୌହାର କାହେ ?
କାର ବରବଲେ, ଅଭୁ, ବଲୀ ଦିତି-ସୁତ ?”

ଉତ୍ତର କରିଲା ତବେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ;—
“ଭକ୍ତ-ବଂମଳ ଯିନି, ତା'ର ବଲେ ବଲୀ
ଦୈତ୍ୟଦୟ । ଶୁନ ଦେବ, ଅପୂର୍ବ କାହିନୀ ।
ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଦୈତ୍ୟ, ଯାହାରେ ନାଶିଲା
ଚକ୍ରପାଣି ନରସିଂହ-ରକ୍ଷେ, ତା'ର କୁଲେ
ଜମିଲ ନିକୁଣ୍ଠ ନାମେ ମୁରପୁରିପୁ,

କିଞ୍ଚ, ବଜ୍ର, ତବ ବଜ୍ର-ଭୟେ ସଦା ଭୌତ
ସଥା ଗରୁଡ଼ାନ୍ ଶୈଳ । ତାର ପୁଣ୍ଡ ଦୋହେ
ଶୁନ୍ଦ ଉପଶୁନ୍ଦ— ଏବେ ଭୂବନ-ବିଜୟୀ ।
ଏହି ବିଜ୍ଞାଚଲେ ଆସି ଭାଇ ଛୁଇ ଜନ
କରିଲ କଠୋର ତପଃ ଧାତାର ଉଦ୍ଦେଶେ
ବହୁକାଳ । ତପେ ତୁଷ୍ଟ ସଦା ପିତାମହ ;
“ବର ମାଗ” ବଲି ଆସି ଦରଶନ ଦିଲା ।
ସଥା ସରଃମୁଖପଦ୍ମ ରବି ଦରଶନେ
ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ, ବିରିଞ୍ଚିରେ ହେରି ଦୈତ୍ୟଦୟ
କରିଯାଡ଼େ ମୃଦୁ ସ୍ଵବେ କହିତେ ଲାଗିଲ ;—
“ହେ ଧାତଃ, ତେ ବରଦ, ଅମର କର, ଦେବ,
ଆମା ଦୋହେ । ତବ ବର-ମୁଧାପାନ କରି,
ମୃତ୍ୟୁଙ୍ଗ୍ୟ ହବ, ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ।”

ହାସି କହିଲେନ ତବେ ଦେବ ସନାତନ
ଅଜ,—“ଜନ୍ମେ ମୃତ୍ୟୁ, ଦୈତ୍ୟ । ଦିବସ ରଜନୀ—
ଏକ ଯାୟ ଆର ଆସେ,—ଶଷ୍ଟିର ବିଧାନ ।
ଅଞ୍ଚ ବର ମାଗ, ବୌର, ଯାହା ଦିତେ ପାରି ।”
“ତବେ ଯଦି,”—ଉତ୍ତର କରିଲ ଦୈତ୍ୟଦୟ—
“ତବେ ଯଦି ଅମର ନା କର, ପିତାମହ,
ଆମା ଦୋହେ, ଦେହ ଭିକ୍ଷା, ତବ ବରେ ଯେନ
ଆତ୍ମଭେଦ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚ କାରଣେ ନା ମରି ।”
“ଓମ୍” ବଲି ବର ଦିଲା କମଳ-ଆସନ ।
ଏକପ୍ରାଣ ଛୁଇ ଭାଇ ଚଲିଲ ସ୍ଵଦେଶେ
ମହାନଦେ । ଯେ ଯେଥାନେ ଆଛିଲ ଦାନବ,
ମିଲିଲ ଆସିଯା ସବେ ଏ ଦୋହାର ସାଥେ,
ପରବତ-ସଦନ ଛାଡ଼ି ସଥା ନଦ ଯବେ
ବାହିରାଯ ଛହଙ୍କାରି ସିଙ୍ଗୁ-ଅଭିମୁଖେ

বীরদর্পে, শত শত জল-শ্রোত আসি
 মিশি তার সহ, বৌর্য বৃন্দি তার করে ।—
 এইকপে মহাবলী নিকুণ্ঠ-নন্দন-
 যুগ, বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছে এবে
 স্বর্গ ; কিন্তু ত্বরা নষ্ট হবে ছৃষ্টমতি ।”
 এতেক কহিয়া তবে দেবৰ্ষি নারদ
 আশীর্য্যা দেবদলে, বিদায় মাগিয়া,
 চলি গেলা ব্রহ্মপুরে ধাতার সদনে ।
 কাম্যবনে সৈন্য সহ দেবেন্দ্র রহিলা,
 যথা সিংহ, হেরি দূরে বারণ-ঈশ্বরে,
 নিবিড় কানন মাঝে পশি সাবধানে,
 একদৃষ্টে চাহে বীর ব্যগ্রচিত হয়ে
 তার পানে । এই মতে রহিলেন যত
 দেবসূন্দ কাম্যবনে বিস্ক্যের কল্পে ।

হেথা মীনধবজ সহ মীনধবজ রথে,
 বসন্ত-সারথি—রঙে চলিলা সুন্দরী
 দেবকুল-আশালতা । অতি-মন্দগতি,
 চলিল বিমান শুণ্যপথে, যথা ভাসে
 স্বর্ণবর্ণ মেঘবর, অস্ত্র-সাগরে
 যবে অস্ত্রাচল-চূড়া উপরে দাঢ়ায়ে
 কমলিনী পানে ফিরে চাহেন ভাস্কর
 কমলিনী-সখা । যথা সে ঘনের সনে
 সৌদামিনী, মীনধবজে তেমনি বিরাজে
 অমূর্পমা রাপে বামা—ভুবন-মোহিনী ।
 যথায় অচলদেশে দেব-উপবনে
 কেলি করে সুন্দ উপসুন্দ মহাবলী
 অমরারি, তিন জন তথায় চলিলা ।

হেরি কামকেতু দূরে, বসুধা শুল্পনৌ,
 আইলা বসন্ত জানি, কুমুম-রতনে
 সাজিলা ; শুব্রক্ষণাখে শুখে পিকদল
 আরশ্চিল কলস্বরে মদন-কৌর্তন ।
 মুঞ্জরিল কুঞ্জবন, গুঞ্জরিল অলি
 চারি দিকে ; স্বনস্বনে মন্দ সমীরণ,
 ফুলকুল-উপহার সৌরভ লষ্টয়া,
 আসি সন্তাষিল শুখে ঝতুবৎশ-রাজে ।
 “হে শুন্দিরি”—ঘৃতু হাসি মদন কঠিলা—
 “ভৌরু, উজ্জীলিয়া আখি,—নলিনী যেমনি
 নিশা অবসানে মিলে কমল-নয়ন—
 চেয়ে দেখ চারি দিকে ; তব আগমনে
 শুখে বসন্তের সখী বসুক্ররা সতী
 নানা আভরণে সাজি ঢাসেন কামিনৌ,
 নববধূ বরিবাবে কুলনারী যথা !
 তাঙ্গি রথ চল এবে—ওই দৈত্যবন ।
 যাও চলি, সুহাসিনি, অভয় হৃদয়ে ।
 অন্তরীক্ষে রক্ষা হেতু ঝতুরাজ সহ
 থাকিব তোমার সঙ্গে ; রঙ্গে যাও চলি,
 যথায় বিরাজে দৈত্যদ্বয়, মধুমতি ।”

প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুঞ্জর-গামিনৌ
 তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি
 শরমে, ভয়ে কাতরা নবকুল-বধূ
 লজ্জাশীলা । মৃছগতি চলিলা শুন্দরী
 মুহুর্ছুহঃ চাহি চারি দিকে, চাহে যথা
 অজ্ঞানিত ফুলবনে কুরঙ্গী ; কভু
 চমকে রমণী শুনি নৃপুরের ধনি ;

কভু মরমের পাতাকুলের মর্মেরে ;
 মলয়-নিশাসে কভু ; হায় রে, কভু বা
 কোকিলের কুছুরবে ! গুঞ্জবিলে অলি
 মধু-লোভী, কাপে বামা, কমলিনী যথা
 পবন-ঢিলোলে ! এইরূপে একাকিনী
 অমিতে লাগিলা ধনী গহন কাননে ।
 সিহরিলা বিন্দ্যাচল ও পদ-পরশে,
 সম্মোহন-বাণাঘাতে যোগীন্দ্র যেমতি
 চল্লচূড় ! বনদেবী—যথায় বসিয়া
 বিরলে, গাঁথিতেছিলা ফুল-রত্ন-মালা,
 (বরগুঞ্জমালা যথা গাঁথে ব্রজঙ্গনা
 দোলাইতে কুঞ্জবিহারীর বরগলে)—
 হেরি সুন্দরীরে, তুরা অলকান্ত তুলি,
 রহিলেন একদৃষ্টে চাহি তার পানে
 তথায়, বিস্য সাধুৰী মানি মনে মনে ।
 বনদেব—তপস্বী—মুদিলা আঁখি, যথা
 হেরি সৌদামিনী ঘনপ্রিয়ায় গগনে
 দিনমণি । মৃগরাজ কেশরী সুন্দর
 নিজ পৃষ্ঠাসন বীর সঁপিলা প্রণমি—
 যেন উগন্ধাত্রী আগ্নাশক্তি মহামায়ে ।

.

অমিতে অমিতে দৃতী—অতুলা জগতে
 রূপে—উতরিলা যথা বনরাজী মাঝে
 শোভে সর, নভস্তুল বিমল যেমতি ।

কলকল স্থরে জল নিরস্তর ঝরি
 পর্বত-বিবর হতে, ষজে সে বিরলে
 জলাশয় । চারি দিকে শ্রাম তট তার
 শত-রঞ্জিত কুসুমে । উজ্জ্বল দর্পণ

বনদেবীর সে সর—খচিত রতনে !
হাসে তাহে কমলিনী, দর্পণে ষেমনি
বনদেবীর বদন ! যৃত্তি মন্দ রবে
পবন-হিল্লালে বারি উছলিছে কূলে ।
এই সরোবর-তীরে আসি সৌমন্তিনী
(ক্লান্তা এবে) বসিলা বিরামলাভ-লোভে,
কুপের আভায় আলো করি সে কানন ।
ক্ষণকাল বসি বামা চাহি সর পানে
আপন প্রতিমা হেরি—ভাস্তি-মন্দে মাতি,
একদৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা
বিবশে ! “এ হেন রূপ”—কহিলা রূপসৌ
যৃত্তি স্বরে—“কারো অঁখি দেখেছে কি কভু ?
অঙ্কপুরে দেখিয়াছি আমি দেবপতি
বাসব ; দেবসেনানী ; আর দেব যত
বীরশ্রেষ্ঠ ; দেখিয়াছি ইন্দ্রাণী সুন্দরী ;
দেব-কুল-নারী-কুল ; বিদ্যাধরী-দলে ;
কিন্ত কার তুলনা এ ললনার সহ
সাজে ? ইচ্ছা করে, মরি, কায় মন দিয়া
কিঙ্করী হইয়া ওর সেবি পা দুখানি !
বুঝি এ বনের দেবী,—মোরে দয়া করি
দয়াময়ী—জল-তলে দরশন দিলা ।”
এতেকে কহিয়া ধনী অমনি উঠিয়া
নমাইলা শির—যেন পূজার বিধানে,
প্রতিমূর্তি প্রতি ; সেও শির নমাইল !
বিশ্বয় মানিয়া বামা কৃতাঞ্জলিপুটে
যৃত্তি স্বরে সুধিলা—“কে তুমি, হে রমণি ?”
আচম্বিতে “কে তুমি ? কে তুমি, হে রমণি—

হে রমণি !” এই ধরনি বাজিল কাননে !
 মহা ভয়ে ভৌতা দৃতী চমকি চাহিল।
 চারি দিকে । হেন কালে তাসি সকোতুকে,
 মধু-সহ রতি-বংশু আসি দেখা দিলা ।

“কাঠারে ডরাও তুমি, ভুবন-মোহিনি !”
 (কহিলেন পুষ্পধর্ম) “এই দেখ আমি
 বসন্ত-সামন্ত-সহ আছি, সৌমন্তিরি,
 তব কাছে । দেখিছ যে বামা-যুগ্মি জলে,
 তোমারি প্রতিমা, ধনি ; ওই মধুধর্মনি,
 তব ধরনি প্রতিধরনি শিখি নিনাদিছে !
 ও রূপ-মাধুরী হেরি, নারী তুমি যদি
 বিবশা এত, রূপসি, ভেবে দেখ মনে
 পুরুষকুলের দশা ! যাও তরা করি ;—
 অদূরে পাইবে এবে দেবারি দানবে !”

ধৌরে ধৌরে পুনঃ ধনী মরালগামিনী
 চলিলা কানন-পথে । কত স্বর্ণ-লতা
 সাধিল ধরিয়া, আঠা, রাঙা পা হুখানি,
 থাকিতে তাঁদের সাথে ; কত মহীকুহ,
 মোহিত মদন-মদে, দিলা পুষ্পাঞ্জলি ;
 কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল
 কপোতীর সহ ; কত গুণ গুণ করি
 আরাধিল অলি-দল,—কে পারে কহিতে ?
 আপনি ছায়া সুন্দরী—ভালুবিলাসিনী—
 তরুমূলে, ফুল ফল ডালায় সাজায়ে,
 দাঢ়াইলা—সখীভাবে বরিতে বামারে ;
 নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধরনি ;
 কলরবে প্রবাহিণী পর্বত-চুহিতা—

ମହୋଧିଲା ଚଞ୍ଚାନନେ ; ବନଚର ଯତ
 ନାଚିଲ ହେରିଯା ଦୂରେ ବନ-ଶୋଭିନୀରେ,
 ଯଥା, ରେ ଦଣ୍ଡକ, ତୋର ନିବିଡ଼ କାନନେ,
 (କତ ଯେ ତପଶ୍ଚା ତୋର କେ ପାରେ ବୁଝିତେ ?)
 ହେରି ବୈଦେହୀରେ—ରଘୁରଙ୍ଗନ-ରଞ୍ଜିନୀ !
 ମାଠେସ ଶୁରଭି ବାସୁ, ତ୍ୟଜି କୁବଳୟେ,
 ମୁହଁମୁହଁଃ ଅଲକାନ୍ତ ଉଡ଼ାଇଯା କାମୀ
 ଚୁପ୍ରିଲା ବଦନ-ଶଶୀ ! ତା ଦେଖି କୌତୁକେ
 ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ମଧୁ ମହ ମଦନ ତାମିଲା !—
 ଏଇରାପେ ଧୀବେ ଧୀବେ ଚଲିଲା ରମ୍ପମୀ ।

ଆନନ୍ଦ-ସାଗରେ ମଗ୍ନ ଦିତିମୁତ ଆଜି
 ମହାବଲୀ । ଦୈବବଲେ ଦଲି ଦୈବ-ଦଲେ—
 ବିମୁଖ ଅଗରନାଥେ ସମୁଖ-ସମରେ,
 ଭରିତେହେ ଦୈବବନେ ଦୈତ୍ୟକୁଳପତି ।
 କେ ପାରେ ଆଟିତେ ଦୋହେ ଏ ତିନ ଭୁବନେ ?
 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରଥ, ରଥୀ, ପଦାତିକ, ଗଜ,
 ଅଶ ; ଶତ ଶତ ନାରୀ—ବିଶ-ବିନୋଦିନୀ,
 ମଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେ କରେ କେଲି ନିକୁଞ୍ଜ-ନନ୍ଦନ
 ଜୟୀ । କୋନ ଶ୍ଵଳେ ନାଚେ ବୀଣା ବାଜାଇଯା
 ତରମୂଳେ ବାମାକୁଳ, ବ୍ରଜବାଲା ଯଥା
 ଶୁନି ମୂରଲୀର ଧନି କଦମ୍ବେର ମୂଲେ ।
 କୋଥାଯ ଗାଇଛେ କେହ ମଧୁର ମୁଢରେ ।
 କୋଥାଯ ବା ଚର୍ବୀ, ଚୋଷ୍ୟ, ଲେହ, ପେଯ ରମେ
 ଭାସେ କେହ । କୋଥାଯ ବା ବୀରମଦେ ମାତି,
 ମଲ୍ଲ ମହ ମୁଖେ ମଲ୍ଲ କ୍ଷିତି ଟିଲମଲି ।
 ବାରଣେ ବାରଣେ ରଣ—ମହା ଭୟକ୍ଷର,
 କୋନ ଶ୍ଵଳେ । ଗିରିଚୂଡ଼ା କୋଥାଯ ଉପଡ଼ି,

হৃষ্টকারি নভস্তলে দানব উড়িছে
 বড়ময়, উথলিয়া অম্বর-মাগর—
 যথা উথলয়ে সিঙ্গু দ্বন্দ্ব তিমিঙ্গিল
 মীনরাজ—কোলাহলে পুরিয়া গগন।
 কোথায় বা কেহ পশি বিমল সলিলে,
 প্রমদা সহিত কেলি করে নানা মতে
 উদ্বাদ মদন-শরে। কেহ বা কুটীরে
 কমল-আসনে বসে প্রাণসখী লয়ে,
 অলঙ্কারি কর্ণমূল কুবলয়-দলে।
 রাশি রাশি অসি শোভে, দিবাকর-করে
 উদগৌরি পাবক যেন। ঢাল সারি সারি—
 যথা মেঘপুঞ্জ—ঢাকে সে নিকুঞ্জবন।
 ধনু, তৃণ অগণ্য ; ত্রিশূলাকার শূল
 সর্বভেদী। তা সবার নিকটে বসিয়া
 কথোপকথনে রত যোধ শত শত।
 যে যারে সমরক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাতে
 বিমুখিল, তার কথা কহে সেই জন।
 কেহ কহে—সেনানীর কাটিলু কবজ ;
 কেহ কহে—মারি গদা ভীম যমরাজে
 খেদাইলু ; কেহ কহে—ঝরাবত-গুঁড়ে
 চোক চোক হানি শর অস্ত্রিরিমু তারে।
 কেহ বা দেখায় দেব-আভরণ ; কেহ
 দেব-অস্ত্র ; দেব-বস্ত্র আর কোন জন।
 কেহ ছুষ্ট তুষ্ট হয়ে পরে নিজ শিরে
 দেবরথী-শিরচূড়।—এইরূপে এবে
 বিহরয়ে দৈত্য-দল—বিজয়ী সমরে।
 হে বিভো, জগতযোনি, দয়াসিঙ্গু তুমি ;

ତେଣେ ଭବିତବ୍ୟେ, ଦେବ, ରାଖ ଗୋ ଗୋପନେ ।
 କନକ-ଆସନେ ବସେ ନିକୁଞ୍ଜ-ନନ୍ଦନ
 ମୁନ୍ଦ ଉପମୁନ୍ଦାସୁର । ଶିରୋପରି ଶୋଭେ
 ଦେବରାଜ-ଛତ୍ର, ତେଜେ ଆଦିତା-ଆକୃତି ।
 ବୌତିହୋତ୍ର-ମୂର୍ତ୍ତି ବୌର ବେଡେ ଶତ ଶତ
 ଦୈତ୍ୟଦୟେ, ଝକ୍ରମକି ବୌର-ଆଭରଣେ,
 ବୌର-ବୌର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବେ, କାଳକୃଟେ ଯଥା
 ମହୋରଗ ! ବସେ ଦୌହେ କନକ-ଆସନେ
 ପାରିଜାତ-ମାଲା ଗଲେ, ଅନ୍ତପମ ରୂପେ,
 ହାୟ ରେ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଯଥା ଦେବକୁଳ-ମାଧ୍ୟେ !
 ଚାରି ଦିକେ ଶତ ଶତ ଦୈତ୍ୟ-କୁଳ-ପତି
 ନାନା ଉପହାର-ସତ ଦାଢ଼ାୟ ବିନତ-
 ଭାବେ, ସୁପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖେ ପ୍ରଶଂସି ଦୁଜନେ,
 ଦୈତ୍ୟ-କୁଳ-ଅବତଂସ ! ଦୂରେ ନୃତ୍ୟ-କରୀ
 ନାଚେ, ନାଚେ ତାରାବଲୀ ଯଥା ନଭସ୍ତଳେ
 ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣମର୍ଯ୍ୟୀ । ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦୀ ମହାନନ୍ଦ ମନେ,—
 “ଜୟ, ଜୟ, ଅମରାରି, ଯାର ଭୁଜ-ବଲେ
 ପରାଜିତ ଆଦିତେଯ ଦିତିମୁତ-ରିପୁ
 ବଜ୍ରୀ ! ଜୟ, ଜୟ, ବୌର, ବୌର-ଚୁଡାମଣି,
 ଦାନବ-କୁଳ-ଶେଖର ! ଯାର ପ୍ରହରଣେ,—
 କରୀ ଯଥା କେଶରୀର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତେ
 ତ୍ୟଜି ବନ ଯାଯ ଦୂରେ,—ସ୍ଵରୀଖର ଆଜି,
 ତ୍ୟଜି ସ୍ଵର, ବିଶ୍ଵଧାମେ ଭମିଛେ ଏକାକୀ
 ଅନ୍ତାଥ ! ହେ ଦୈତ୍ୟ-କୁଳ, ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଗୋ ଏବେ
 ତୁମି ! ହେ ଦାନବ-ବାଲା, ହେ ଦାନବ-ବଧ,
 କର ଗୋ ମଙ୍ଗଳ-ଧନି ଦାନବ-ଭବନେ !
 ହେ ମହି, ହେ ମହୀତଳ, ତୁମିଓ, ହେ ଦିବ,

আনন্দ-সাগরে আজি মজ, ত্রিভুবন !
 বাজাও মৃদঙ্গ রঞ্জে, বৌণা, সপ্তস্তরা—
 দুন্দত্তি, দামামা, শৃঙ্গ, ভেরৌ, তুরৌ, বাঁশী,
 শঙ্খ, ঘটা, বাঁবারৌ । বরিষ ফুল-ধারা !
 কস্তুরী, চন্দন আন, কেশর, কুমকুম !
 কে না জানে দেব-বংশ পর-চিংসাকাৰী ?
 কে না জানে দৃষ্টিমতি টিঙ্গ সুরপতি
 অসুরারি ? নাচ সনে তার পরাভূবে,
 মড়ক ছাড়িলে পুরৌ পৌবজন যথা ।”

মহানন্দে সুন্দ উপসুন্দাস্ত্র এলৌ
 অমরারি, তুষি যত দৈত্যকুলেশ্বরে
 মধুর সন্তাযে, এবে, সিংহাসন তাজি,
 উঠিলা,—কুসুমবনে ভ্রমণ প্ৰয়াসে,
 একপ্রাণ দুই ভাট্ট—বাগৰ্থ যেমতি !
 “হে দানব,” আৱাস্তিলা নিকুস্ত-কুমাৰ
 সুন্দ,—“বৌৰদলশ্ৰেষ্ঠ, অমৱৰ্মদন,
 যাৰ বাহু-পৰাক্ৰমে লভিয়াছি আমি
 ত্ৰিদিব-বিভূব ; শুন, হে সুৱারি রথী-
 বৃত্ত, যাৰ যাহা ইচ্ছা, সেই তাহা কৰ ।
 চিৰবাদী রিপু এবে জিনিয়া বিবাদে
 ঘোৱতৰ পৱিত্ৰামে, আৱাম সাধনে
 মন রত কৰ সবে ।” উল্লাসে দমুজ,
 শুনি দমুজেলু-বাণী, অমনি নাদিল ।
 সে ভৈৰব-ৱবে ভৌত আকাশ-সন্তুষ্টা
 প্ৰতিখনি পলাইলা রড়ে ; মূৰ্ছা পায়ে
 খেচৱ, ভূচৱ-সহ, পড়িল ভূতলে ।
 থৰথৰি গিৰিবৰ বিক্ষ্য মহামতি

କାପିଲା, କାପିଲା ଭୟେ ବସୁଧା ଶୁନ୍ଦରୀ ।
 ଦୂର କାମ୍ଯବନେ ଯଥା ବସେନ ବାସବ,
 ଶୁଣି ସେ ଘୋର ଘର୍ଷର, ଅଞ୍ଚ ହୟେ ସବେ,
 ନୌରବେ ଏ ଓର ପାନେ ଲାଗିଲା ଚାହିତେ ।
 ଚାରି ଦିକେ ଦୈତ୍ୟଦଳ ଚଲିଲା କୌତୁକେ,
 ଯଥା ଶିଲୀମୁଖ-ବୁଲ୍ଲ, ଛାଡ଼ି ମଧୁମତୀ
 ପୁରୀ, ଉଡ଼େ ଝାକେ ଝାକେ ଆନନ୍ଦେ ଶୁଙ୍ଗରି
 ମଧୁକାଳେ, ମଧୁତୃଷ୍ଣା ତୁଷିତେ କୁମୁମେ ।

ଶଙ୍କୁ କୁଞ୍ଜେ ବାମାବରଞ୍ଜନ ଦୂଜନ
 ଅମିଲା, ଅଖିନୀ-ପୁତ୍ର-ଯୁଗ ସମ ରାପେ
 ଅନୁପମ ; କିମ୍ବା ଯଥା ପଞ୍ଚବଟୀ-ବନେ
 ରାମ ରାମାନୁଜ,—ଯବେ ମୋହିନୀ ରାକ୍ଷସୀ
 ଶୂର୍ପଗଥା, ହେରି ଦୋହେ, ମାତିଲ ମଦନେ !

ଭରିତେ ଭରିତେ ଦୈତ୍ୟ ଆସି ଉତ୍ତରିଲା
 ଯଥାଯ ଫୁଲେର ମାରେ ବସି ଏକାକିନୀ
 ତିଲୋକମା । ଶୁନ୍ଦ ପାନେ ଚାହିୟା ସହସା
 କହେ ଉପଶୁନ୍ଦାମୁର,—“କି ଆଶ୍ରମ୍ୟ, ଦେଖ—
 ଦେଖ. ଭାଇ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ଅପୂର୍ବ ସୌରାତେ
 ବନରାଜୀ ! ବସନ୍ତ କି ଆବାର ଆଇଲ ?
 ଆଇସ ଦେଖ କୋନ୍ ଫୁଲ ଫୁଟି ଆମୋଦିଛେ
 କାନନ ?” ଉତ୍ତରେ ହାସି ଶୁନ୍ଦାମୁର ବଲୀ,—
 “ରାଜ-ଶୁଖେ ଶୁଖୀ ପ୍ରଜା ; ତୁମି ଆମି, ରଥ,
 ସମାଗରୀ ବସୁଧାରେ ଦେବାଲୟ ସହ
 ଭୁଜବଲେ ଜିନି, ରାଜା ; ଆମାଦେର ଶୁଖେ
 କେନ ନା ଶୁଖିନୀ ହବେ ବନରାଜୀ ଆଜି ?”
 ଏଇରାପେ ଛଇ ଜନ ଅମିଲା କୌତୁକେ,
 ନା ଜାନି କାଲକପିଣୀ ଭୁଜକିନୀ ରାପେ

ଫୁଟିଛେ ବନେ ମେ ଫୁଲ, ଯାର ପରିମଳେ
ମତ୍ତ ଏବେ ଛୁଇ ଭାଇ, ହାୟ ରେ, ଯେମତି
ବକୁଲେର ବାସେ ଅଲି ମତ୍ତ ମଧୁଲୋଭେ !

ବିରାଜିଛେ ଫୁଲକୁଳ-ମାଝେ ଏକାକିନୀ
ଦେବଦୃତୀ, ଫୁଲକୁଳ-ଇଞ୍ଜାଣୀ ଯେମତି
ନଲିନୀ ! କମଳ-କରେ ଆଦରେ ରୂପସୌ
ଧରେ ଯେ କୁମ୍ଭ, ତାର କମନୀୟ ଶୋଭା
ବାଡ଼େ ଶତଗୁଣ, ସଥା ରବିର କିରଣେ
ମଣି-ଆଭା ! ଏକାକିନୀ ବସିଯା ଭାବିନୀ,
ହେନ କାଳେ ଉତ୍ତରିଲା ଦୈତ୍ୟଦୟ ତଥା ।

ଚମକିଲା ବିଧୁମୁଖୀ ଦେଖିଯା ସମ୍ମୁଖେ
ଦୈତ୍ୟଦୟେ, ସଥା ଯବେ ଭୋଜରାଜବାଲା
କୁନ୍ତୀ, ହର୍ବାସାର ମତ୍ତ ଜପି ଶୁବଦନା,
ହେରିଲା ନିକଟେ ହୈମ-କିରୀଟୀ ଭାଙ୍ଗରେ !
ବୀରକୁଳ-ଚୂଡ଼ାମଣି ନିକୁନ୍ତ-ନନ୍ଦନ
ଉଭେ ; ଇଞ୍ଜ୍ବସମ ରୂପ—ଅତୁଳ ଭୁବନେ ।

ହେରି ବୀରଦୟେ ଧନୀ ବିଶ୍ଵଯ ମାନିଯା
ଏକଦୃଷ୍ଟେ ଦୋହା ପାନେ ଲାଗିଲା ଚାହିତେ,
ଚାହେ ସଥା ମୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ସେ ମୂର୍ଯ୍ୟେର ପାନେ !

“କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ? ଦେଖ, ଭାଇ,” କହିଲ ଶୁରେଣ୍ଟ
ଶୁନ୍ଦ ; “ଦେଖ ଚାହି, ଓଇ ନିକୁଞ୍ଜ-ମାଝାରେ ।
ଉଜ୍ଜଳ ଏ ବନ ବୁଝି ଦାବାଗିଶିଥାତେ
ଆଜି ; କିମ୍ବା ଭଗବତୀ ଆଇଲା ଆପନି
ଗୌରୀ ! ଚଲ, ଯାଇ ଭରା, ପୂଜି ପଦୟୁଗ !
ଦେବୀର ଚରଣ-ପଦ୍ମ-ସମ୍ମେ ଯେ ସୌରଭ
ବିରାଜେ, ତାହାତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ବନରାଜୀ ।”
ମହାବେଗେ ଦୁଇ ଭାଇ ଧାଇଲା ସକାଶେ

বিবশ । অমনি শব্দ, মন্মথে সন্তানি,
মৃহু স্বরে ঝুঁতুবর কহিলা স্বরে ;—
“হান তব ফুল-শর, ফুল-ধূল ধরি,
ধমুক্কর, যথা বনে নিষাদ, পাইলে
যুগরাজে ।” অস্ত্রবৈক্ষে থাকি রতিপতি,
শরবৃষ্টি করি, দোহে অস্ত্রির করিলা,
মেঘের আড়ালে পশি মেঘনাদ যথা
প্রহারয়ে সৌতাকান্ত উর্শিলাবল্লভে ।

জর জর ফুল-শরে, উভয়ে ধরিলা
কৃপসীরে । আচ্ছন্নিল গগন সহসা
জৈমৃত ! শোণিতবিন্দু পড়িল চৌদিকে !
ঘোষিল নির্দোষে ঘন কালমেষ দূরে ;
কাপিলা বসুধা ; দৈত্য-কুল-রাজলক্ষ্মী,
হায় রে, পুরিলা দেশ হাহাকার রবে !

কামমদে মন্ত্র এবে উপস্মদাস্মুর
বলৌ, স্মদাস্মুর পানে চাহিয়া কহিলা
রোষে ; “কি কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে,
আত্মবধু তব, বৌর ?” স্মন্দ উত্তরিলা—
“বরিমু কশ্যায় আমি তোমার সম্মুখে
এখনি ! আমার ভার্যা গুরুজন তব ;
দেবর বামার তুমি ; দেহ হাত ছাড়ি ।”

যথা প্রজলিত অগ্নি আছতি পাইলে
আরো জলে, উপস্মদ—হায়, মন্দমতি—
মহা কোপে কহিল—“রে অধৰ্ম-আচারি,
কুলাঙ্গার, আত্মবধু মাত্সম মানি ;
তার অঙ্গ পরশিস অনঙ্গ-পীড়নে ?”
“কি কহিলি, পামর ? অধৰ্মাচারী আমি ?

କୁଳାଙ୍ଗାର ! ଧିକ୍ ତୋରେ, ଧିକ୍, ଛଟମତି,
ପାପି ! ଶୃଗାଲେର ଆଶା କେଶରୀକାମିନୀ
ସହ କେଲି କରିବାର,—ଓରେ ବେ ବର୍ବର !”

ଏତେକ କହିଯା ରୋଷେ ନିଷ୍ଠୋଯିଲା ଅସି
ସୁନ୍ଦାସୁର, ତା ଦେଖିଯା ବୌରମଦେ ମାତି,
ହୃଦ୍ଧକାରି ନିଜ ଅନ୍ତ୍ର ଧରିଲା ଅମନି
ଉପସୁଳ,—ଗ୍ରହ-ଦୋଷେ ବିଗ୍ରହ-ପ୍ରୟାସୀ ।
ମାତଙ୍ଗିନୀ-ପ୍ରେମ-ଲୋଭେ କାମାର୍ତ୍ତ ଯେମତି
ମାତଙ୍ଗ ଯୁଝୟେ, ହାୟ, ଗହନ କାନନେ
ରୋଷାବେଶେ, ଘୋର ରଣେ କୁକ୍ଷଣେ ରଣିଲା
ଉଭୟ, ଭୁଲିଯା, ମରି, ପୂର୍ବକଥା ଯତ !
ତମଃସମ ଜ୍ଞାନ-ରବି ସତତ ଆବରେ
ବିପନ୍ତି ! ଦୋହାର ଅନ୍ତ୍ରେ କ୍ଷତ ଦୁଇ ଜନ,
ତିତି କ୍ଷିତି ରକ୍ତସ୍ରୋତେ, ପଡ଼ିଲା ଭୂତଳେ !

କତକ୍ଷଣେ ସୁନ୍ଦାସୁର ଚେତନ ପାଇଯା,
କାତରେ କହିଲ ଚାହି ଉପସୁଳ ପାନେ ;
“କି କର୍ମ କରିଲୁ, ଭାଇ, ପୂର୍ବକଥା ଭୁଲି ?
ଏତ ଯେ କରିଲୁ ତପଃ ଧାତାୟ ତୁରିତେ ;
ଏତ ଯେ ଯୁଝିଲୁ ଦୋହେ ବାସବେର ସହ ;
ଏହି କି ତାହାର ଫଳ ଫଲିଲ ହେ ଶେଷେ ?
ବାଲିବଙ୍କେ ସୌଧ, ହାୟ, କେନ ନିର୍ମାଇଲୁ
ଏତ ଯନ୍ତ୍ରେ ? କାମ-ମଦେ ରତ ଯେ ଦୁର୍ଖାତି,
ସତତ ଏ ଗତି ତାର ବିଦିତ ଜଗତେ ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ହୃଦ, ଭାଇ, ରହିଲ ଏ ମନେ—
ରଙ୍ଗକ୍ଷେତ୍ରେ ଶକ୍ତ ଜିନି, ମରିଲୁ ଅକାଲେ,
ମରେ ଯଥା ମୃଗରାଜ ପଡ଼ି ବ୍ୟାଧ-କାଦେ ।”
ଏତେକ କହିଯା, ହାୟ, ସୁନ୍ଦାସୁର ବଳୀ,

বিষাদে নিখাস ছাড়ি, শরীর ত্যজিলা
 অমরারি, যথা, মরি, গান্ধারীনন্দন,
 নরশ্রেষ্ঠ, কুরবংশ ধ্বংস গণি মনে,
 যবে ঘোর নিশাকালে অশ্বথামা রথী
 পাণ্ডু-শিশুর শির দিলা রাজহাতে !

মহা শোকে শোকী তবে উপস্থুন্দ বলৌ
 কহিলা ; “হে দৈত্যপতি, কিসের কারণে
 লুটায় শরীর তব ধরণীর তলে ?
 উঠ, বীর, চল, পুনঃ দলিলে সমরে
 অমর ! হে শুরমণি, কে রাখিবে আজি
 দানব-কুলের মান, তুমি না উঠিলে ?
 হে অগ্রজ, ডাকে দাস চির অমুগত
 উপস্থুন্দ ; অল্ল দোষে দোষী তব পদে
 কিঙ্কর ; ক্ষমিয়া তারে, হে বাসবজয়ি,
 লয়ে এ বামারে, ভাই, কেলি কর উঠি !”

এইরূপে বিলাপিয়া উপস্থুন্দ রথী,
 অকালে কালের হস্তে প্রাণ সমপিল।
 কর্মদোষে । শৈলাকারে রহিলা ছজনে
 ভূমিতলে, যথা শৈল—নীরব, অচল । .

সমরে পড়িল দৈত্য । কন্দর্প অমনি
 দর্পে শঙ্খ ধরি ধীর নাদিলা গন্তীরে ।
 বহি সে বিজয়নাদ আকাশ-সন্ত্বা
 প্রতিধ্বনি, রড়ে ধনৌ ধাইলা আশুগা
 মহারঞ্জে । তুঙ্গ শৃঙ্গে, পর্বতকল্পে,
 পশ্চিল স্বর-তরঙ্গ । যথা কাম্যবনে
 দেব-দল, কতক্ষণে উতরিলা তথা
 নিরাকারা দৃতী । “উঠ,” কহিলা সুন্দরী,

“ଶୀଘ୍ର କରି ଉଠ, ଓହେ ଦେବକୁଳପତି !

ଆତ୍ମଭେଦେ କ୍ଷୟ ଆଜି ଦାନବ ଦୁର୍ଜ୍ୟ ।”

ଯଥା ଅଗ୍ନି-କଣା-ସ୍ପର୍ଶ ବାରୁଦ-କଣିକ-
ରାଶି, ଇରମ୍ଭଦରକପେ, ଉଠିଯେ ନିମିଷେ
ଗରଜି ପବନ-ମାର୍ଗେ, ଉଠିଲା ତେମତି
ଦେବସୈନ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗପଥେ ! ରତନେ ଖଚିତ
ଧ୍ୱଜଦଣ୍ଡ ଧରି କରେ, ଚିତ୍ରରଥ ରଥୀ
ଉନ୍ମିଲିଲା ଦେବକେତୁ କୌତୁକେ ଆକାଶେ ।
ଶୋଭିଲ ମେ କେତୁ, ଶୋଭେ ଧୂମକେତୁ ଯଥା
ତାରାଶିର,—ତେଜେ ତ୍ୱରି କରି ଶୁରାରିପୁ !
ବାଜାଇଲ ରଣବାଘ ବାହୁକର-ଦଲ
ନିକଣେ । ଚଲିଲା ସବେ ଜୟଧବନି କରି ।
ଚଲିଲେନ ବାୟୁପତି, ଖଗପତି ଯଥା
ହେରି ଦୂରେ ନାଗବୁନ୍ଦ—ଭୟକ୍ଷର ଗତି ;
ସାପଟି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଚଲିଲା ହରଷେ
ଶମନ ; ଚଲିଲା ଧମୁଃ ଟଙ୍କାରିଯା ରଥୀ
ସେନାନୀ ; ଚଲିଲା ପାଶି ; ଅଲକାର ପତି,
ଗଦା ହଞ୍ଚେ ; ସର୍ପରଥେ ଚଲିଲା ବାସବ,
ଦ୍ଵିଷାୟ ଜିନିଯା ଦ୍ଵିଷାମ୍ପତି ଦିନମଣି ।
ଚଲେ ବାସବୀଯ ଚମ୍ପ ଜୀମୂତ ଯେମତି
ଝାଡ଼ ସହ ମହାରଡେ ; କିମ୍ବା ଚଲେ ଯଥା
ପ୍ରେମଥନାଥେର ସାଥେ ପ୍ରେମଥେର କୁଳ
ନାଶିତେ ପ୍ରଲୟକାଳେ, ବବସ୍ଥମ ରବେ—
ବବସ୍ଥମ ରବେ ଯବେ ରବେ ଶିଙ୍ଗାଧ୍ୱନି !

ଘୋର ନାଦେ ଦେବସୈନ୍ୟ ପ୍ରବେଶିଲ ଆସି
ଦୈତ୍ୟଦେଶେ । ଯେ ଯେଥାନେ ଆଛିଲ ଦାନବ,
ହତାଶ ତରାମେ କେହ, କେହ ଘୋର ରଣେ

মরিল ! মুহূর্তে, আহা, যত নদ নদী
প্রস্ববণ, রক্ষময় হইয়া বহিল !
শৈলাকার শবরাশি গগন পরশে ।
শকুনি গৃধিনী যত—বিকট মূরতি—
যুড়িয়া আকাশদেশ, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
মাংসলোভে । বায়ুসখা শুখে বায়ু সহ
শত শত দৈত্যপুরী লাগিলা দহিতে ।
মরিল দানব-শিশু, দানব-বনিতা ।
হায় রে, যে ঘোর বাত্যা দলে তরু-দলে
বিপিলে, নাশে সে মৃঢ় মুকুলিত লতা,
কুমুম-কাঞ্চন-কাষ্ঠি ! বিধির এ লৌলা ।

বিলাপী বিলাপধ্বনি জয়নাদ সহ
মিশিয়া, পূরিল বিশ্ব বৈরব আরবে !
কত যে মারিলা যম কে পারে বর্ণিতে ?
কত যে চৰ্ণিলা, ভাঙ্গি তুঙ্গ শৃঙ্গ, বলী
প্রভঙ্গন ;—তৌক্ষ শরে কত যে কাটিলা
সেনানী ; কত যে যুথনাথ গদাঘাতে
মাখিলা অলকানাথ ; কত যে প্রচেতা
পাশি ; হায়, কে বর্ণিবে, কার সাধ্য এত ?
দানব-কুল-নিধনে, দেব-কুল-নিধি
শচীকান্ত, নিতান্ত কাতর হয়ে মনে
দয়াময়, ঘোর রবে শঙ্খ নিনাদিলা
রণভূমে । দেবসেনা, ক্ষান্ত দিয়া রণে
অমনি, বিনতভাবে বেড়িলা বাসবে ।
কহিলেন সুনাসীর গন্তীর বচনে ;—
“মুন্দ-উপমুন্দামুর, হে শুরেন্দ্র রথি,
অরি মম, যমালয়ে গেছে দোহে চলি

ଅକାଳେ କପାଳଦୋଷେ । ଆର କାରେ ଡରି ?
 ତବେ ବୃଥା ପ୍ରାଣିହତ୍ୟା କର କି କାରଣେ ?
 ନୌଚେର ଶରୀରେ ବୀର କଞ୍ଚ କି ପ୍ରହାରେ
 ଅସ୍ତ୍ର ? ଉଚ୍ଛ ତରୁ—ମେଇ ଭୟ ଇରମ୍ବାଦେ ।
 ଯାକ୍ ଚଲି ନିଜାଲୟେ ଦିତିଶୁତ ଯତ ।
 ବିଷହୀନ ଫଣୀ ଦେଖି କେ ମାରେ ତାହାରେ ?
 ଆନହ ଚନ୍ଦନକାଷ୍ଠ କେହ, କେହ ଘୃତ ;
 ଆଇସ ସବେ ଦାନବେର ପ୍ରେତକର୍ମ କରି
 ସଥା ବିଧି । ବୀର-କୁଳେ ସାମାଜ୍ଞ ସେ ନହେ,
 ତୋମା ସବା ଯାର ଶରେ କାତର ସମରେ !
 ବିଶ୍ଵମାଣୀ ବଜ୍ରାଗ୍ନିରେ ଅବହେଲା କରି,
 ଜିନିଲ ଯେ ବାହୁ-ବଳେ ଦେବକୁଳରାଜେ,
 କେମନେ ତାହାର ଦେହ ଦିବେ ସବେ ଆଜି
 ଖେଚର ଭୂଚର ଜୀବେ ? ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାରା,
 ବୀରାରି ପୂଜିତେ ରତ ସତତ ଜଗାତେ !”

ଏତେକ କହିଲା ଯଦି ବାସବ, ଅମନି
 ସାଜାଇଲା ଚିତ୍ତା ଚିତ୍ରରଥ ମହାରଥୀ ।
 ରାଶି ରାଶି ଆନି କାଷ୍ଠ ଶୁରଭି, ଢାଲିଲା
 ଘୃତ ତାହେ । ଆସି ଶୁଚ—ସର୍ବଶୁଚିକାରୀ—
 ଦହିଲା ଦାନବ-ଦେହ । ଅନୁମୃତା ହୟେ,
 ଶୁନ୍ଦ-ଉପଶୁନ୍ଦାଶୁର-ମହିଷୀ ରାପସୀ
 ଗେଲା ବ୍ରଦ୍ଧାଲୋକେ,—ଦୋହେ ପତିପରାୟଣା ।

ତବେ ତିଲୋକମା ପାନେ ଚାହି ଶୁରପତି
 ଜିଝୁ, କହିଲେନ ଦେବ ମୃଦୁ ମନ୍ଦରେ ;—
 “ତାରିଲେ ଦେବତାକୁଳେ ଅକୁଳ ପାଥାରେ
 ତୁମି ; ଦଲି ଦାନବେଶେ ତୋମାର କଳ୍ପାଣେ,
 ହେ କଳ୍ପାଣି, ସର୍ଗଲାଭ ଆବାର କରିନ୍ଦୁ ।

এ সুখ্যাতি তব, সতি, ঘূষিবে জগতে
চিরদিন। যাও এবে (বিধির এ বিধি)
সূর্যজ্যোকে ; সুখে পশি আলোক-সাগরে,
কর বাস, যথা দেবী কেশব-বাসনা,
ইন্দুবদন। ইন্দিরা—জলধির তলে ।”

চলি গেলা তিলোত্তমা—তারাকারা ধনৌ—
সূর্যজ্যোকে। সুরসৈন্য সহ সুরপতি
অমরাপুরীতে হর্ষে পুনঃ প্রবেশিলা ।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসন্তবে কাব্যে বাসব-বিজয়ো নাম
চতুর্থ সর্গ ।

এষ সমাপ্ত ।

তিলোত্তমা-সন্তব ।

(পুনর্জিত অংশ)

মধুমূদন “তিলোত্তমা-সন্তব কাব্য আগৃষ্ট সংশোধিত করিবার…… মানস করিয়া-
ছিলেন ; কিন্তু সময়াভাবে……শেষ করিতে পারেন নাই, …কিম্বদংশ মাত্র লিখিয়া ক্ষায়
হইয়াছেন ।” (‘চতুর্দশপদী-কবিতাবলি’ ১ম সংস্করণের “প্রকাশকদিগের বিজ্ঞাপন”
পৃ. ১০) । ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’র প্রথম সংস্করণের শেষ ভাগে “অসমাপ
কাব্যাবলি” শিরোনাম দিয়া “তিলোত্তমাসন্তবে”র এই অংশ সংযোজিত হয় । সেখান
হইতেই ইহা পুনর্জিত হইল ।

প্রথম সর্গ

ধবল নামেতে খ্যাত হিমাদ্রির শিরে
দেবাঞ্চা, ভীষণ-মূর্তি, অভ-ভেদী গিরি,
অটল, ধবল-কায় ; বোমকেশ যেন
উর্ধ্ববাহু শুভ-বেশে, মজি চিরযোগে,
যোগী-কুলে পূজ্য যোগী !—কি নিকুঞ্জ-রাজী,
কি তরু, কি লতা, কিবা ফল-ফুলাবলী,
আর আর শৈল-শিরে শোভে যা, মুঞ্জি
মরকত-ময় স্বর্ণ-কিরীটের রূপে ;
না পরেন অচলেন্ত্র অবহেলি সবে,
বিমুখ ভবের স্মৃথে ভব-ইল্ল যেন
জিতেন্নিয় ! সুনাদিনী বিহঙ্গিনী যত,
বিহঙ্গম সু-নিনাদী, অলি মধু-লোভী,
কভু নাহি ভ্ৰমে তথা ; সিংহ—বনরাজা,—
বন-লঙ্ঘভগু-কারী শুণুধৰ কৱী,—
গণ্ডার, শান্দুল, কপি,—বন-বাসী পঞ্চ,—
সুলোচনা কুরঙ্গী, বন-কমলিনী,—

ফণিনী কুন্তলে মণি, ফণী বিষ-ভরা,
না যায় নিকটে তার—বিকট-শেখরী !

সতত, তিঘিরময়, গভৌর গহ্বরে,
কোলাহলে জল-দল মহা কোলাহলে,
ভোগবতী শ্রোতৃস্তী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী ! বহে বায়ু ভৈরব আরবে,
মহা কোপে লয়-কুপে, পূর্ণ তমোগুণে,
নিশ্চাস ছাড়েন যেন সর্ব-নাশ-কারী !

কি দানব, কি মানব, যক্ষ, রক্ষঃ, বলী,
কি দানবী, কি মানবী, কিবা নিশাচরী,
সকলেরি অগম্য—তুর্গম তুর্গ যেন !
দিবা নিশি মেঘ-রাশি উড়ে চারি দিকে,
ভূতেশের সঙ্গে ভূত নাচে রঞ্জে যেন !

এহেন বিজ্ঞ স্থানে দেব-কুল-পতি
বাসব, বসিয়া কেন একাকী, তা কহ,
পঞ্জজ-বাসিনি দেবি, এ তব কিঞ্চরে ?
সুরাম্বুর সহ অহি অনন্ত, যে বলে
আনন্দে মন্দরে বাঁধি, সিঙ্কুরে মথিলা
অমৃত-রসের আশে,—সেই বল-সম
যাচি কৃপা, কর দয়া আজি অকিঞ্চনে,
বাগদেবি ! যতনে মথি বাকেয়ের সাগরে,

কবিতার সুধা যেন পাই তব বলে !
কর দয়া অভাজনে, বিশ্ব-বিমোহিনি !
অসীম মহিমা তব, হায়, দীন আমি,—
কিন্ত যে চল্লের বাস চল্লচড়-চুড়ে,
জননি, শিশির-বিন্দু ক্ষুদ্র ফুল-দলে
লভে না কি আভা কভু তাঁর শোভা হতে ?

২০

২৫

৩০

৩৫

৪০

কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে,
 কঠোর তপস্থা নর করে যুগে যুগে,
 কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে,
 সগর রাজার বংশ ধৰংস, মা, যে লোভে ?
 কোথা সে অমরাবতী—পূর্ণ চিৰ-সুখে ?
 কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম, রঞ্জময়ী পুৱী,
 মলিন প্ৰভায় যার প্ৰভাকৰ ভাসু ?
 কোথায় সে রাজ-ছত্ৰ, রাজাসন কোথা,
 রবি-পৱিধিৰ আভা মেৰু-শৈলোপৱি !
 কোথায় নন্দন-বন, বসন্ত যে বনে
 বিৱাজেন নিত্য সুখে ? পারিজাত কোথা,
 অক্ষয়-লাবণ্য ফুল ? ঋষি-মনোহৱা।
 কোথা সে উৰ্বৰশী, কহ ? কোথা চিত্ৰলেখা,
 জগত-জনেৱ চিত্তে লেখা বিধুমুখী ?
 অলকা, তিলকা, রস্তা, ভূবন-মোহিনী ?
 মিশ্রকেশী, যার চাকু কেশ দিয়া গড়ি
 নিগড়, বাঁধেন কাম স্বৰ্গ-বাসী জনে ?
 কোথায় কিৱৱ, কোথা বিচ্ছাধৱ যত ?
 গন্ধৰ্ব, মদন-গৰ্ব খৰ্ব যার কাপে,—
 গন্ধৰ্ব-কুলেৱ রাজা চিত্ৰৱথ রথী,
 কামিনীৰ মনোৱথ, নিত্য অৱি-দমৌ
 দৈত্য-রণে ? কোথা, মা, সে ভৌৰণ অশনি,
 যার ক্রত ইৱশ্বদে, গন্তীৰ গৰ্জনে,
 দেব-কলেবৱ কাঁপে থৱ থৱ কৱি,
 ভূধৱ অধীৱ ভয়ে, ভূবন চমকে
 আতকে ? কোথা সে ধনুঃ, ধনুঃ-কুল-মণি
 আভাময়, যার চাকু রঞ্জ-কাঞ্চি-ছটা

৪৫

৫০

৫৫

৬০

৬৫

৭০

- নব নৌরদের শিরে ধরে শোভা, যথা
শিখীর পুচ্ছের চূড়া রাখালের শিরে ?
কোথায় পুক্ষর, কোথা আবর্তক, দেবি,
ঘনেশ্বর ? কোথা, কহ, সারথি মাতলি ?
কোথা সে স্মৃবর্ণ-রথ, মনোরথ-গতি,
যার শ্রিরপ্রভা দেখি ক্ষণ-প্রভা লাজে ৭৫
অস্থিরা, লুকায় মুখ, ক্ষণ দিয়া দেখা,
(কাদম্বিনী স্বজনীর গলা ধরি কাদি)
অস্মরে ? কোথায় আজি ঐরাবত বলী,
গজেন্দ্র ? কোথায় হয় উচ্চেঃশ্রবা, কহ,
হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি ?
কোথায় পৌলোমী সতী অনন্ত-যৌবনা,
দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরে প্রফুল্ল নলিনী,
ত্রিদিব-লোচনানন্দ, আয়ত-লোচনা ৮০
রূপসী ? কোথায় এবে স্বর্গ-কল্পতরু,
কামদা বিধাতা যথা ; যে তরুর পদে
আনন্দে নন্দন-বনে দেবী মন্দাকিনী
বহেন, বিষ্ণু-আভা, কল কল রবে ?
কোথা মূর্তিমান् রাগ, ছত্রিশ রাগিণী
মূর্তিমতী—নিত্য যারা সেবিত দেবেশে ?
সে দেব-বিভব সব কোথা, কহ, এবে,
কোথা সে দেব-মহিমা,—দেবি বীণাপাণি ?
হৃষ্ণ দানব-দ্বয়, দৈব-বলে বলী,
বিশুধি সমুখ রঞ্জে দেব দেব-রাজে,
পূরি দেবরাজ-পুরী ঘোর কোলাহলে, ৯৫
লুটি দেবরাজ-পুর-বৈভব, বিনাশি
(দ্রো-বিষে জলি) হায়, দেব-রাজ-পুরে

সে পুরের অলঙ্কার, অহঙ্কারে আজি
বসিয়াছে রাজাসনে দেব-রাজ-ধামে
পামর ! যেমতি খাস ঝন্দের, প্রলয়ে
বাতময়, উথলিলে জল-সমাকুলে,
প্রবল তরঙ্গ-দল, অবহেলি রোধে, ।
ধরার কবরী হতে ছিঁড়ি লয় কাড়ি
সুবর্ণ কুসুম-দাম ; যে সুন্দর বপুঃ
আনন্দে মদন-সখা সাজান আপনি
দিয়া নানা ফুল-সাজ ; সে সুন্দর বপুঃ
ফুল-সাজ-শৃঙ্গ বগ্না করে অনাদরে,—
গন্তৌর হৃষ্কারে পশে রম্য বন-স্তুলে !

দ্বাদশ বৎসর যুবি দিতিজারি যত,
দুর্জয় দিতিজ-ভূজ-প্রতাপে তাপিয়া
(হীন-বল দৈব-বলে) ভঙ্গ দিলা রণে
আতঙ্কে ! দাবাপি যথা, সঙ্গে সখা বায়ু,
হৃষ্কারে প্রবেশিলে গহন কাননে,
হেরি তীম শিখা-পুঞ্জে ধূম-পুঞ্জ মাঝে,
চও মুণ্ড-মালিনীর সোল জিহ্বা যেন
(রক্ত-বীজ-কুল-কাল !) আকৃ রক্ত-রসে ;
পরমাদ গণি মনে পলায় কেশরী
মৃগেন্দ্র ; করীল্ল-বৃন্দ পলায় তরাসে
উর্ধ্ববাস ; মৃগাদন ধায় বায়ু-বেগে ;
কুরঙ্গ সুশঙ্খধর, ভূজঙ্গ চৌদিকে
পলায় ; পলায় শূল্পে বিহঙ্গম উড়ি ;
পলায় মহিষ-দল, রোধে রাঙা আঁখি,
কোলাহলে পূরি দেশ ক্ষিতি টলমলি ;
পলায় গঙ্গার, বন লঙ্ঘতঙ্গ করি

১০০

১০৫

১১০

১১৫

১২০

তিলোভমাসন্তুব কাব্যঃ পুনর্লিখিত অংশ	১০৩
পলায়নে ; ধায় বাঘ ; ধায় প্রাণ লয়ে	১২৫
ভল্লুক বিকটাকার ; আর পশু যত বলবন্ত, কিন্তু ভয়ে বলশূন্য এবে ;— অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ হেরি সে সমরে, পলাইলা পরিহরি সমর কুলিশী	
পুরন্দর ; পলাইলা জল-দল-পতি	১৩০
পাশী, সর্বনাশী পাশে হেরি (দৈব-বলে) ত্রিয়মাণ, মহোরগ যেন মন্ত্র-তেজে !	
পলাইলা ঝড়াকারে বায়ু-কুল-পতি ; পলাইলা শিথি-পৃষ্ঠে শিথিধ্বজ রথী সেনানী ; মহিষাসনে সর্ব-অন্ত-কারী	১৩৫
কৃতান্ত, কৃতান্ত-দুতে হেরিলে যেমতি সহসা, পলায় প্রাণী প্রাণ বাঁচাইতে।	
পলাইলা গদাধারী অলকার পতি, ব্যর্থ গদা হাতে, হায়, ছর্য্যোধন যথা মিত্র ক্ষত্র-শৃঙ্গ দেখি কুকুরক্ষেত্রে, গেলা।	১৪০
(বিষাদে নিশাসি ঘন !) জলাশয় পানে, একাকী, সহায়-হীন !—পলাইলা এবে দেবগণ, রণভূমি ত্যজি অভিমানে ;	
পুরিল জগত দৈত্য জয় জয় নাদে, বসিল দেবারি ছষ্ট দেব-রাজাসনে,	১৪৫
হর-কোপানল যেন, মদনে দহিয়া, বিরহ-অনল-রূপে, ভৈরবে বেড়িল রতির কোমল হিয়া, হায়, পোড়াইতে	
সে হিয়া, কেন না রতি স্থাপি সে মন্দিরে নিত্যানন্দ মদনের মূরতি, সুন্দরী	১৫০
পূজেন আদরে, প্রেম-ফুলাঞ্জলি দিয়া !	

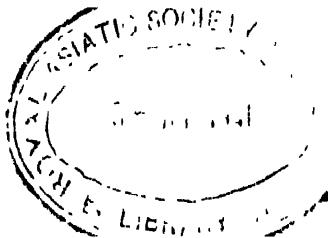
মুন্দ উপস্থিতির, দ্বিতীয় মূর সহ
লওভণ্য করিল অথিল ভূমগুলে ।

ইত্যাদি-

পাঠভেদ

মধুমূদন ‘তিলোত্মাসন্তব কাব্য’-এ দ্বিতীয় সংস্করণে আমুল পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন।
পাঠভেদ দেওয়া সংস্করণ, অতোঁ আমুল প্রথম সংস্করণের পুস্তক অবিকল পুনর্মুদ্রণ করিলাম।
‘দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের পাঠভেদও পৰে দেওয়া হইল।

তিলোত্মাসন্তব কাব্য।



শ্রীমাইকেল মধুমূদন দত্ত প্রণীত

“উৎপৎস্তেহস্তি যম কোপি সমানধর্ম।

কালো হঃ নিবন্ধিষ্঵ বিপুলা চ পৃথী ।”

ডব্লিউডিঃ।

— — — “Noque te ut turba miretur, labores,
Contentus paucis lectoribus.” — — —

Horace.

“Fit audience find—tho' few.”

Milton.

CALCUTTA :

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

1860.

ମଙ୍ଗଲାଚରଣ ।

ମନ୍ତ୍ରବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ ସତୀନ୍ଦ୍ରମୋହନ ଠାକୁର ମହୋଦୟ ସମୀପେୟ ।

ବିନୟ ପୂର୍ଣ୍ଣସର ନିବେଦନମେତ୍ତ,

ସେ ଉଦ୍ଦେଶେ ତିଳୋତ୍ତମାର ସ୍ଥଟି ହୟ, ତାହା ସଫଳ ହଇଲେ, ଦେବରାଜ ଇଞ୍ଜ ତାହାକେ
ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେନ । ଏହି ଆଦର୍ଶେର ଅନୁକରଣେ ଆମି ଏହି ଅଭିନବ କାବ୍ୟ
ଆପନାକେ ସମର୍ପଣ କରିଲାମ । ମହାଶୟ ଯଦି ଅମୃତାହ-ପ୍ରଦର୍ଶନ-ପୂର୍ବକ ଇହାକେ ଆଶ୍ୟ
ଦେନ, ତାହା ହଇଲେ ଆମି ଆମାର ଏ ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ବୋଧ କରିବ ।

ସେ ଛନ୍ଦୋବଙ୍କେ ଏହି କାବ୍ୟ ପ୍ରୀତି ହଇଲ, ତଦିଷ୍ୟେ ଆମାର କୋନ କଥାଇ ବଳା
ବାହ୍ୟ ; କେନନା ଏକପ ପରୀକ୍ଷା-ବୃକ୍ଷେର ଫଳ ସତ୍ତଃ ପରିଣତ ହୟ ନା । ତଥାପି ଆମାର
ବିଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତୀତି ହଇତେହେ ସେ ଏମନ କୋନ ସମୟ ଅବଶ୍ୟଇ ଉପସ୍ଥିତ ହଇବେକ, ଯଥିନ
ଏଦେଶେ ସର୍ବ ସାଧାରଣ ଜନଗଣ ଭଗବତୀ ବାଗ୍ଦେବୀର ଚରଣହିତେ ମିତ୍ରାକ୍ଷର-ସ୍ଵରପ ନିଗଡ଼ ଭଗ୍ନ
ଦେଖିଯା ଚରିତାର୍ଥ ହଇବେନ । କିନ୍ତୁ ହୟ ତୋ ମେ ଶୁଭକାଳେ ଏ କାବ୍ୟ-ରଚୟିତା ଏତାଦୃଶୀ
ଘୋରତର ମହାନିନ୍ଦ୍ରାୟ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥାକିବେକ, ସେ କି ଧିକ୍କାର, କି ଧତ୍ତବାଦ, କିଛୁଇ ତାହାର
କର୍ମକୁହରେ ପ୍ରାବେଶ କରିବେକ ନା ।

ମେ ଯାହା ହଟୁକ, ଏ କାବ୍ୟ ଆମାର ନିକଟେ ସର୍ବଦା ସମାନ୍ତ ଥାକିବେକ, ସେହେତୁ
ମହାଶୟେର ପାଣିତା, ଗୁଣଗ୍ରାହକତା, ଏବଂ ବନ୍ଧୁତାଭାଗେ ସେ ଆମି କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୃତ
ହଇଯାଛି, ଏବଂ ହଇବାରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରି, ଇହା ତାହାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଭିଜ୍ଞାନ-ସ୍ଵରପ ।
ଆକ୍ଷେପେର ବିଷୟ ଏହି ସେ ମହାଶୟ ଆମାର ପ୍ରତି ସେ କୁପ ମ୍ରେହଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେନ, ଆମାର
ଏମନ କୋନ ଶୁଣ ନାଇ ଯନ୍ତ୍ରାରା ଆମି ଉହାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତେ ପାରି । ଇତି ।

ଶ୍ରୀକାରଙ୍ଗ ।

তিলোত্তমাসন্তুব কাব্য ।

প্রথম সর্গ ।

ধৰল নামেতে শৃঙ্খ হিমাচল শিরে—
অভভেদী, দেবাঞ্চা, ভৌষণ মূর্তিধৰ ;
সতত ধৰলাকৃতি, বিশাল, অটল,
যেন উর্জ্জবাত সদা, শুভবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগৰে ভীম ব্যোমকেশ, ৫
যোগিকুলধ্যে যোগী ! নিষ্ঠ, কানন,
তরুবাঙ্গি, লতাবলী, মুকুল, কুসুম—
অগ্নাঞ্চ অচলভালে শোভে ষে সকল,
(যেন মৰকৃতময় কৰক কিৱীট)
না পরে এ গিরি সবে কৰি অবহেলা, ১০
পৃথীবুখে বিমুখ পৃথিবীপতি ষথা
জিতেছিয় ! স্বনাদিনী বিহঙ্গিনী দল,
স্বনাদক বিহঙ্গ, অমর মধুলোভা
কতু নাহি ভৰে তথা ! সুগেছকেশৱী,
কয়ীখৰ,—গিৰীশৱশৱীৰ যাহার, ১৫
শার্দুল, ভলুক, বনচৰ জীবকুল,
বনকমলিনী কুৱঙ্গী স্বলোচনা,
ফণিনী মণিকুস্তলা, বিষাক্তৰ ফণী,
না যায় নিকটে তাৰ—বিকট শেখৰ !
অদূৰে ঘোৰ তিমিৰ গতীৰ গহৰে, ২০
কল কল কৰে অল মহাকোলাহলে,
ভোগবতী শ্রোতৰ্বতী পাতালে যেমতি
কঞ্জলিনী ! ঘন অনে বহেন পৰন,
মহাকোঁপে লয়কাপে তমোগুণাত্মিত,
নিশ্চাস ছাড়েন যেন সৰ্বনাশকারী ! ২৫

৫

১০

১৫

২০

২৫

যক্ষ, রক্ষ, দানবারি, দানব, মানব—
দানবী, মানবী, দেবী, কিবা নিশ্চারী,
সকলেরি অগম—তৃর্গম তৃর্গ ঘেন !
দিবানিশি মেঘরাশি উড়ে চারিদিকে,
ভূতনাথসঙ্গে রঞ্জে নাচে ঘেন ভৃত ।

৩০

এ হেন নির্জন স্থানে দেব পুরন্দর
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
বীণাপাণি ! কবি, দেবি, তব পদামুজে
নমিয়া, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ দয়াময়ি !

৩৫

তব কৃপা—মন্দর দানব দেব বল
শেষের অশেষ দেহ—দেহ এ দাসেরে ;
এ বাক্সাগুর আঘি কবিয়া মথন,
লভি, মা, কবিতামৃত—স্মৃতা নিঃক্রিয় !
অকিঞ্চনে কর দয়া বিশ্বিনোদিনি !
যে শশী জলে, জননি, ধূঁটি-ললাটে,
ফুলদলে শিশির-নৌরের আভা তাতে ।

৪০

কোথা সে ত্রিদিব ? যার ভোগ লভিবারে
যুগে যুগে কঠোর তপস্তা করে নর ?
কত শত নরপতি রত অখমেধে ?
সগর বিপুল বৎশ যে লোভেতে হত ?
কোথা সে অমরাপুরী—কনকনগরী ?
কোথা বৈজ্ঞান-ধাম, সর্ণের আলয়,
প্রভায় মলিন যার ইঙ্গ, প্রভাকর ?
কোথায় সে রাঙ্কছত্র, কনক আসন,
যথা রবিগরিধি স্মরে-শৃঙ্খেপরি !
কোথা সে নমনবন, স্মরের সদন ?
কোথা পারিজাত-ফুল, ফুলকুলেখর !
কোথা সে উর্কণীদেবী—খিমনোহয়া,
চিত্রলেখে—জগৎজনের চিত্তে লেখা ?
যিঞ্চিকেশী—যার কেশ, কায়ের নিগড়,

৪৫

৪০

৪৫

কি অমরে, কিবা নরে, না বাঁধে কাহারে ?

কোথায় কিঙ্গু ? কোথা বিশ্বাধৰন ?

গুরুর্ব—যদনগুর্ব খৰ্ব যার ঝপে ?

চিত্ররথ—কামিনীকুলের মনোরথ—

মহারথী ? কোথা বঙ্গ, ভৌমগ্রহণ !

৬০

যার জ্ঞত ইবশ্বদে, গভীর গর্জনে

দেবকলেবর কাপে করি থৱ থৱ ;

ভূধৰ অধীর হয়, চমকে ভূবন

আতকে ? কোথা সে ধূম, ধমুকুলরাজা

আভায়, যার চাকু-বজ্র-কাণ্ডিছটা

৬৫

মেঘময় গঁগনের শিরোপরে শোভে,

শিথিপুচ্ছচূড়া মেন হযীকেশকেশে !

কোথায় পুকুর আবর্তক—ঘনেশ্বর ?

কোথায় মাতলি বলী ? কোথা সেঃবিমান,

মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে—

৭০

গতি, ভাতি—উভয়েতে তড়িৎ লাঙ্ঘিত

কোথায় গজেন্দ্র ঐবাবত ? উচ্চেঃশ্বাঃ

হয়েশ্বর, আশুগতি ধথা আশুগতি ?

কোথায় পৌলোমী সতী, অনন্তযৌবনা,

দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরোবর-কমলিনী,

৭৫

দেব-কুল-লোচন আনন্দময়ী দেবী,

আয়তলোচনা ? কোথা স্বর্ণ কল্পতরু,

কামধূক ধথা বিধাতা, যার পৃষ্ঠপদ

আনন্দে নন্দনবনে দেবী মন্দাকিনী

ধোন্ সদা প্রবাহিণী কল কল কলে ?—

৮০

হায়রে কোথায় আজি সে দেববৈভব !

হায়রে কোথায় আজি সে দেবমহিষা !

দুর্দান্ত মানবদল, দৈববলে বলী,

ধোরতৰ সময়ে, অমরে করি জয়,

পূরিয়াছে শৰ্গপুরী মহাকোলাহলে,

৮৫

ବସିଯାଛେ ଦେବାସନେ ଦେବାରି ପାତର ।

ସଥା ଗ୍ରଲେୟେର କାଲେ, କୁଦ୍ରେର ନିଖାସ

ବାତମୟ, ଉଥଗିଲେ ଜଳ ସମାକୁଳ,

ପ୍ରସଲ ତରଙ୍ଗଦଳ, ଅତିକ୍ରମି ତୌର,

ବସ୍ତ୍ରଧାର କୁଷଳ ହିତେ ଲୟ କାଡ଼ି ।

୧୦

ସ୍ଵରଗ୍ରହୁମ-ଲତା-ମଣିତ ମୁକୁଟ ;—

ସେ ଶ୍ରଚାର ଶାମଅଙ୍ଗ, ଖତୁକୁଳପତି

ଗାଁଧି ନାନା ଫୁଲମାଳା ମାଜାନ ଆପନି

ଆଦରେ, ହରେ ପ୍ରାବନ ତାର ଆଭରଣ ।

୧୧

ସହସ୍ରେ ବସର ଯୁଧିଯା ଦାନବାରି

ପ୍ରଚଞ୍ଚ-ଦିତିଜ-ଭୃଜ-ପ୍ରତାପେ ତାପିତ,

ଭଙ୍ଗ ଦିଯା ବିମୁଖ ହଇଲା ସବେ ରଖେ

ଆକୁଳ ! ସଥା ପାବକ, ବାୟୁ ଧୀର ସଥା,

ମର୍ବିତୁଳ, ପ୍ରବେଶିଲେ ନିବିଡ଼ କାନନ,

ମହାତ୍ରାମେ ଉର୍ଜିଧାମେ ପାଲାୟ କେଶରୀ ;

୧୦୦

ମଦକଳ ନଗଦଳ ଚଞ୍ଚଳ ହଇଯା

କରନ୍ତ କବିରୀ ଛାଡ଼ି ପାଲାୟ ଅଯନି

ଆଶୁଗତି ; ପାଲାୟ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ, ମୃଗାଦନ,

ବରାହ, ମହିୟ, ଥଡ଼୍‌ଗୀ—ଅକ୍ଷୟ-ଶରୀର ;

ତୁଳ୍କ ବିକଟାକାର, ଦୂରତ୍ତ ହିଂମକ ;

ପାଲାୟ କୁରଙ୍ଗ ବରଙ୍ଗମେ ଭଙ୍ଗ ଦିଯା,

୧୦୫

ଭୂଜଙ୍ଗ, ବିହଙ୍ଗ, ବେଗେ ଧାୟ ଚାରିଦିକେ ;—

ମହା କୋଲାହଲେ ଚଲେ ଜୀବନ-ତରଙ୍ଗ,

ଜୀବନତରଙ୍ଗ ସଥା ପବନ ତାଡ଼ମେ !

ଅସ୍ୟର୍ଥ କୁଲିଶେ ବ୍ୟର୍ଥ ଦେଖିଯା ସମରେ,

୧୧୦

ପାଲାଇଲା କୁଲିଶୀ ମଞ୍ଜୁମ ପରିହରି ;

ପାଲାଇଲା ପାଶୀ ଦେଖି ପାଶ ଭୟକର

ତ୍ରିୟମାଣ, ମନ୍ତ୍ର ବଲେ ମହୋରଗ ଯେନ !

ପାଲାନ ଅଲକାନାଥ ଭୌମ ଗନ୍ଧ ଫେଲି,

୧୧୫

କରୀ ଯେନ କରଇନ ; ପାଲାନ ପବନ

পৰন-বেগে শুরেজ, বায়ুকুলপতি ।

হষ্টামুৰ-শৰে জৱজৱ-কলেবৰ,

শিথি-পৃষ্ঠে পালাইলা শিথিবৰামন

মহারথী ; পালাইলা তপনতনয়

সৰ্ব অন্তকারী, কোপে দস্ত কড়মড়ি,

সাপটি প্ৰচণ্ড দণ্ড—ব্যৰ্থ এবে রথে ।

পালাইলা দেবগণ রণভূমি ত্যজি,

জয় জয় নাদে দৈত্য পূৰে ত্ৰিতুবন ।

দেববলে বলী দুধাচার, অহক্ষারে

প্ৰবেশিল স্বৰ্গপুরী—কনকনগৰী,

বশিল দেব আসনে দেৰাবিৰ পামৱ ।

হায়ৱে যে রতিৰ মুগাল তুঁজ পাখ,

প্ৰেমেৰ কুসুম ডোৱ, বাধিত সতত

মধুসপ্তা, এবে শৰ হৱ—কোপানল

ভয়কৱ, বিৱহ—অনল ঝুপ ধৱি,

দহিতে লাগিল যেন সে রতিৰ হিয়া ।

সুন্দ উপমুন্দামুৰ, সুৱে পৰাতবি

লণ্ড ভণ্ড কৱিল অখিল ভূমণ্ডল ;

গুৰুৰ ঝৰি কোধানল পশি যেন জলে,

আলাইলা জলধি, চঞ্চলি জলচৱে ।

তোমাৰ এ বিধি, বিধি, কে বুঝিতে পাৱে,

কিবা নৱে, কি অমৱে ? বোধাগম্য তুমি ।

ত্যঙ্গিয়া ত্ৰিদিব, দেবেৰ পুৰুলৰ

হিমাচলে মহাবল চলিলা একাকী ;

যথা পক্ষৰাজ বাজ, নিৰ্দিয় ক্ৰিবাত

লুটিলে কুলাঘ তাৰ পৰ্বত কন্দৱে,

শোকে অভিমানে মনে প্ৰমাদ গণিয়া,

আকুল বিহু, তুঁজ-গিৰি-শৃঙ্গোপৰি,

কিষ্মা বিশাল রসাল তক শাখা পাশে

বসে উড়ি ; হিমাচলে আইলা বাসৰ ।

১২০

১২৫

১৩০

১৩৫

১৪০

১৪৫

ବିପଦେର କାଳଜାଳ ଆସି ବେଡ଼େ ଥବେ,

ମହତଜନଭବସା ମହତ ଯେ ଜନ ।

ଏହି ସ୍ଵରପତି ଥବେ ଭୀଷଣ ଅଶନି-
ପଥାରେ ଚୁରିଯାଛିଲା ଶୈଳ-କୁଳ-ପାଖା
ହେମ, ଶୈଳରାଜସୂତ ମୈନାକ ପଶିଲା

୧୫୦

ଅତଳ ଜଳଧିତଳେ—ମାନ ବାଁଚାଇତେ !

ସଥା ଘୋରତର ବାତ୍ୟା, କରିଯା ଅସ୍ତିତ୍ବ
ଗଭୀର ପଯୋଧି ନୀର, ଧରି ମହାବଲେ
ଜଳଚର କୁଳପତି ମୀନେଞ୍ଜ ତିମିରେ,
ଫେଲାଇଲେ ତୁଲେ କୁଲେ, ମଂଞ୍ଚନାଥ ତଥା

୧୫୯

ଅମହାୟ ମହାମତି ହେମେନ ଅଚଳ ;

ଅଭିମାନେ ଶିଳାସନେ ବସିଲା ଆସିଯା
ଜିଝୁ—ଅଜିଝୁ ଗୋ ଆଜି ଦାନବ ସଙ୍କୁମେ
ଦାନବାରି ! ଏକାକୀ ବସିଲା ମହାରଥୀ ।
ନିକଟେ ବିକଟ ବଞ୍ଚ, ବ୍ୟଥ ହେଁ ରଣେ,
କମଳ ଚରଣେ ପଡ଼ି ସାଯ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି,

୧୬୦

ଓଚଣୁ ଆଘାତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୀ କେଶରୀ
ଶିଥରୀ ସମ୍ମାପେ ସଥା—ବ୍ୟଥିତହନ୍ୟ !
କନକ-ନିର୍ମିତ ଧରୁ—ରତନ-ମଣ୍ଡିତ,
(କାନ୍ଦିଷ୍ଵିନୀ ଧନୀ ଯାରେ ପାଇଲେ ଅମନି

୧୬୯

ସତନେ ସୌମ୍ୟଦେଶେ ପରମେ ହରଯେ)

ଅନାଦରେ ଅନ୍ଦରେ ପର୍ବତୋପରି ଶୋଭେ—
ଆଭାୟ କରିଯା ଆଲୋ ଧବଳ ଲଳାଟ,
ଶୃଣୀକଳା ଉମାପତି ଲଳାଟେ ଯେମତି ।

୧୭୦

ଶୁଭ୍ରତୁଣ—ବାରିଶୁଭ୍ର ସାଗର ଯେମନି,
ଥବେ ଖର ଅଗନ୍ତ୍ୟ ଶୁଷ୍ଟିଯାଛିଲ ଘୋର
ଜଳନିଧି । ଶର୍ଷ, ଯାର ନିନାଦେ ଆକୁଳ
ଦୈତ୍ୟକୁଳ—କରି-ଅରି-ନିନାଦେ ଯେମତି
କରିବୁଦ୍ଧ—ନିରାନନ୍ଦେ ନୀରବ ସେ ଏବେ !
ହାଯରେ ଅନାଥ ଆଜି ତ୍ରିଦିବେର ନାଥ !

୧୭୧

হায়রে গরিমাহীন গরিমা-নির্ধান !
যে মিহির, তিমিরারি, কর-বজ্জ-দানে
ভূষণে রজনী-সখা, স্বর্ণতারাবলী,
গ্রহবাণি—রাত আসি গ্রাসিয়াছে তাঁরে ।

এবে দিনমণি দেব, মৃদু-মন্দ-গতি,
অস্ত্রাচলে চালাইলা স্বর্ণ-চক্রবথ,
বিশ্রাম বিলাস আশে মহীপতি যথা
সাঞ্চ করি রাজ্য-কাষ্য অবনীমগুলে ।

শুগাইল নলিনীর প্রফুল্ল আনন,
দুর্কহ বিরহকাল কাল যেন দেখি
সমুথে, মুদিলা আপি ফুলকুলেশ্বরী ।

মহাশোকে চঞ্চবাকী অবাক হইয়া,
আইলো তরুবর কোলে ভাসি নেতৃনীরে,
একাকিনী—বিরচিণী—বিষণ্ঘবদনা,
বিধবা দুহিতা যেন জনকের গেহে ।

মৃদু হাসি শঙ্গী সহ নিশি দিলা দেখা,
তাগাময় সিঁথি পরি সৌমন্তে সুন্দরী,
বন, উপবন, শৈল, সরঃ, জলাশয়,
চন্দ্ৰিয়াৰ রঞ্জঃকান্তি কান্তিল সবারে ।

কুমুদিনী, বিশুপ্রণয়নী, শোভে জলে ;
স্তলে শোভে ধূতুৱা ধৰল বেশ ধৰি—
তপস্বিনী ! যার পাশে অলি মধুলোভ।
কভু নাহি যাঘ ডৰে । আঠেলা নিঙ্গা এবে,
বিরাম-দায়িনী! দেবী—রজনীৰ সথী—

কুহকিনী স্বজনী স্বপনদেবী সহ ;
বস্ত্রযতী সতী তাঁৰ কমল চৰণে,
জীবকূল লয়ে নমি মীৰব হইলা ।

আইলা রজনী ধনী ধৰল-শিখেৰে
ধীৰভাৰে, ভৈৱৰী ভৈৱৰ পাশে যথা
মন্দগতি । গেলা সতী কৌমুদীবসনা

১৮০

১৮৫

১৯০

১৯৫

২০০

২০৫

যথা বিবাজেন দেবরাজ শিলাতলে
 ধরি করকমলে কমল-পদযুগ,
 কান্দিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবী প্রণাম করিলা
 দেবনাথে ; অঙ্গ-বিন্দু, দেবেন্দ্র-চরণে,
 শোভিল শিশির যেন শতদণ্ডলে, ২১১
 উষা যবে জাগান্ত অঙ্গে, সাজাইতে
 একচক্ররথ, খুলি পদ্ম কর দিয়া
 পূর্ণাশার হৈমহার ! আইলেন এবে
 নিজা দেবী সহ স্বপ্ন-দেবী সহচরী,
 (সৌরভ মধু যেমতি পুষ্পদাম সহ) ২১৫
 শুভ মন্দ পবন বাহনোগৱি বসি,
 আসি উতরিলা দোহে যথা বজ্রপাণি ;
 কিঞ্চ শোকাকুল হেরি দেব কুলপতি,
 নিঃশব্দে বিনতভাবে দূরে দাঢ়াইলা
 শুন্দরী কিঙ্কৰী নারী নরেন্দ্র সমীপে
 দাঢ়ায় যেমতি—স্বর্ণপুতুলীর দল । ২২০
 হেরি অস্ত্রবির দেবে শোকের সাগরে
 মঞ্চ, মঞ্চ বিশ যেন প্রলয়সলিলে,—
 কান্দিতে কান্দিতে নিশি নিজা পানে চাহি,
 শুন্দস্থরে শামাদিনী কহিতে লাগিলা ;— ২২৪
 “হায়, সখি, বিষম বিধির একি লীলা ?
 দেবকুলেশ্বর যিনি, ত্রিদিবের নাথ,
 এই শিলাময় দেশ—অগম, বিজন,
 ভয়কর—যবি ! একি সাজে গো তাহারে !” ২৩০
 হায়রে যে কল্পতরু নন্দনকাননে
 যদ্বাকিনী তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে
 প্রভাময়, কে ফেলে তুলে সে তরপতি
 মুক্তমে ? কাহার না ফাটে বৃক দেখি
 এ মিহিরে ভূবিতে এ তিমির সাগরে !”
 কহিতে কহিতে দেবী শর্বদী শুন্দরী ২৩৪

কানিয়া তারাকৃষ্ণলা ব্যাকুলা হইলা !
শোকের তরঙ্গ ঘবে উথলে হৃদয়ে,
ছিপ্তার বীণাসম নীরব রসনা ;—
অবেরে মারুণ শোক, এই তোর রীতি !

গুনি যামিনীর বাণী, নিজা দেবী তবে
উত্তর করিলা সতী অমৃতভাবিষী,
মধুপানে মাতি যেন মধুকরীখৰী
গুণ গুণ মধুবোলে নিকৃষ্ণ পূরিলা ;—

“যা কহিলে সত্য, সত্য, দেখি বুক ফাটে ;
বিধির নির্বক কিঞ্চ কে পারে খণ্ডাতে ?

আইস এবে তুমি, আমি, স্বপ্নদেবী সহ,
যদি পারি, কিঞ্চিৎ কালের অজ্ঞে হরি
এ বিষম শোকশেল, করিয়া যতন।

ডাক তুমি, স্বজনি, মলয় মারুতেরে ;
বল তারে আনিতে সৌরভ শীজ্ঞগতি ;
কহ তব স্বধাংশুরে স্বধা বরষিতে ।

আমি যাই, মুদি যদি পারি, প্রিয়সখি,
ও সহস্র আঁধি, যজ্ঞবলে কি কৌশলে ।
গড়ুক স্বপন দেবী মায়ার পৌলোখী—

মৃগাক্ষী, বিষ্঵াদুরা, পীনপয়োধুরা,
কৃশোদুরী, কবরী মন্দার স্বশোভিত ;
বেদ্যুক দেবেন্দ্রে স্বজি মায়ার নন্দন ;
মায়ার উর্কশী আসি, স্বর্ণবীণা করে,

যেন বীণাপাণি, পদ্মাষোনি বিলাসিনী,
গাউক মধুর গীত মধু পঞ্চস্তরে ।
যে অবধি, নলিনীর বিরহে কাতর,
নলিনীর সখা আসি নাহি দেন দেখা

কনক উদয়াচল শিখরে, তপন—
আইস, সখি বিধুমুখি, আইস তোমা দোহে,
সাধিতে এ কার্য্য মোরা করি প্রাণপণ ।”

২৪০

২৪৫

২৫০

২৫৫

২৬০

২৬৫

- ତରେ ନିଶ୍ଚ, ନିଜା, ସ୍ଵପ୍ନଦେବୀ କୁହକିନୀ,
ହାତ ଧରାଧରି କରି, ବେଡ଼ିଲା ବାସବେ—
ସ୍ଵର୍ଗ ଚମ୍ପକ ଦାମ ଗାଁଥି ଯେନ ରତି
ପ୍ରାଣପତ୍ତି ମଦନେର ଗଲେ ଦୋଲାଇଲା ।
- ୨୭୦
- ବେଡ଼ିଯା ଦେବେନ୍ଦ୍ରେ ଦେବୀଦଳ, ସ୍ଵର୍କଭାବେ,
ଧୀର ଯତ ତତ୍ତ୍ଵ, ମସ୍ତକ, ଛିଟ୍ଟା, ଫୋଟା ଛିଲ,
ଏକେ ଏକେ ଲାଗାଇଲା ; କିଞ୍ଚି ଦୈବ ମୋଷେ,
ମକଳ ବିଫଳ ହଲ ; ଧୀମିନୀ ଅମନି
ଚକ୍ର ହୟେ ଜନନୀ, ମୃଦୁ, କଳ ସ୍ଵରେ,—
- ୨୭୫
- ଏକାକିନୀ, ମୁନାଦିନୀ କପୋତୀ ଯେମତି
କୁହରେ ନିବିଡ଼ ବମେ—କହିତେ ଲାଗିଲା ।
- “କି ଆଶର୍ଦ୍ଯ, ପ୍ରିୟମଥି, ଦେଖିଲାମ ଆଜି ।
ଆମା ସବା ଏ ଭୟମଙ୍ଗଲେ କେବା ଜିନେ ?
ଯଥୀ ଯାଇ ତଥା ବିଜୟିନୀ ଘୋରା ସବେ ।—
ଗହନ ବିପିନେ, କିମ୍ବା ସମୂହ ମାବାରେ,
ବାସରେ, ଆସରେ, ବାଜସଭା, ରଣଭୂମେ,
କାରାଗାରେ, ହୁଅ, ମୁଖ, ଉତ୍ତ୍ର ସଦନେ,
ସ୍ଵର୍ଗ, ଯର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳେ, ଆୟମା କରି ଜୟ ;
କିଞ୍ଚି ହେଥା ବୁଝା ଆଜି ଆମାଦେର ବଳ ।”
- ୨୮୦
- ଶୁଣି ସ୍ଵପ୍ନଦେବୀ ହାସି—ଶ୍ରୀ ଯେନ ହାସେ—
କହିଲା ଶାମଅଞ୍ଜିନୀ ରଜନୀର ପ୍ରତି ;
“ଯିଛେ ଖେଳ କେନ ସଥି କର ଗୋ ଆପନି ।
ଦେବେନ୍ଦ୍ର ରମଣୀ ଧନୀ ପୁଲୋମ ତୁଚ୍ଛିତା
ବିନା, ଅଞ୍ଚ କୋର ସାଧ୍ୟ ନିବାଇତେ ପାରେ
ଏ ଜଳନ୍ତ ଶୋକାନଳ ? ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଦେହ,
ଯାଇ ଆୟି ଆନି ହେଥା ମେ ଚାକ ହାସିନୀ ।
ପତିହିନା ପାରାବତୀ ଯେମତି ବିଲାପି,
ତକ୍ରବର ଶୃଙ୍ଖଲ ସମୀପେ କୁପ୍ରସୀ .
- ୨୮୫
- କାଷ୍ଟ ଚାହେ ନିତାଷ୍ଟ ବ୍ୟାକୁଳ ହସେ ମନେ ;—
ବାନ୍ଧି ମୃତୀ ସହ ମୃତୀ ଭାବେ ତ୍ରିଭୁବନ :
ବାନ୍ଧି ମୃତୀ ସହ ମୃତୀ ଭାବେ ତ୍ରିଭୁବନ :
- ୨୯୦
- ବାନ୍ଧି ମୃତୀ ସହ ମୃତୀ ଭାବେ ତ୍ରିଭୁବନ :
- ୨୯୫

শোকাতুরা ! শুন ওগো রঞ্জনি স্বজনি,

যদি আজ্ঞা কর তবে এখনি যাইব ।”

যা ও বলি আদেশ করিলা শৌপিয়া ।

চলিলা স্বপনদেবী নীলাদৃষ পথে,

নির্গল তরঙ্গতর ঝল্পের আভায়

৩০০

আলো করি ত্রিলোক, ত্রিলোক মনোহরা—

ভূপতিত তারা যেন উঠিল আকাশে ।

গেলা চলি স্বপনদেবী মায়াবী সুন্দরী

ক্রতবেগে ; শৰ্করী নিজাৰ সহ তবে

বসিলা ধৰল শৃঙ্গে ; আহা, কিবা শোভা !

৩০৫

যুগল কঘল যেন জগৎ মোহিতে

ফুটিল এক মৃণালে ক্ষীৰ সৰোবরে ।

ধৰল শিখৰে বসি নিজা, বিভাবনী,

আকাশেৰ পানে দোহে চাটিতে লাগিলা,

জলধাৰা বিহুনে কাতবা চাতকিনী

৩১০

চাহে যথা এক দৃষ্টে জলদেৱ পানে ।

আচম্ভিতে পূৰ্বভাগে গগন মণ্ডল

হইল উজ্জ্বল, যেন পাৰকেৰ শিখা

ঠেলি ফেলি দৃষ্টি পাশে তিথিৰ তৰঙ্গ

উঠিলা অস্তৱ পথে ; কিম্বা দিবাপতি

৩১৫

অঙ্গণ সারথি সহ স্বর্ণচৰ রথে

উদয় অচলে আসি দিলা দৱশন ।

শতেক যোজন বেড়ি আলোক মণ্ডল

শোভিল আকাশে, যেন রঞ্জমেৰ ছটা

নীলোংপল দলে, কিম্বা নিকষে ঘেমতি

৩২০

সুবৰ্ণেৰ বেখা—বেখা বক্র চক্ৰাকাৰে ।

এ সুন্দৰ প্ৰভাকৰ পৰিধি মাৰাবে,

মেঘাসনে বসি ওগো কোন সতী ওই ?

কেমনে, কহ, মা, খেতকমলবাসিনি,

কেমনে মানব আদি চাব ওঁৰ পানে ?

৩২৫

বিবিহি পানে, দেবি, কে পারে চাহিতে ?
এ দুর্বল দাসে কর তব বলে বলী ।

চরণ যুগল শোভে যেষবর শিরে,
নীলজলে বক্ষোৎপল প্রকৃতিত যথা,
কিষ্মা মাধবের বুকে কৌস্তু রতন ।

৩৩০

দশচন্দ্র পঞ্জিয়া রাজীব পদতলে,
পুজাছলে বসে তথা—স্মরে সদন ।

ঘনপতি পুষ্টর উপরে বসি সতী
দেখা দিলা ইঙ্গাণী, ইঙ্গের মনোলোভা,

৩৩৫

আলো করি ত্রিভুবন—যথা পদ্মালয়া,
আয়তনযনা, ইন্দুবদনা ইন্দিয়া,

বন্ধাকর বন্ধোন্তমা নিকৃপমা শুতা,—
দেখা দিয়াছিলা দেবী কমলা বিমলা,

৩৪০

যবে শুবাশুব, দক্ষ, বক্ষ, যক্ষ যিলি,
মথিলা জলধি নিধি, বিধি বিধি দিলে ।

কাঞ্চন মুকুট শিরে—দিনমনি তাহে
মণিকপে শোভে তামু ; পৃষ্ঠে যন্দ দোলে
বেণী,—কামের কামিনী যে বেণী লইয়া
গড়ে নিগড় রমণ বাঁধিতে বাসবে !

৩৪৫

অনন্ত-যৌবন দেব, বসন্ত যেমনি

সাজায় ধরণী ধনী দেহ মধুমাসে,
উজ্জাসে ইঙ্গাণী পাশে বিরাজে সতত
অস্তুচ, 'যোগাইয়া'বিবিধ:ভূষণ !

অলিপংক্তি, রাতিপতি ধনুকের গুণ,—

৩৫০

ধরি সে ধনু আকার, বসিয়াছে স্মরে

কমল নয়ন যুগোপরি, মধু আশে
নীরব !—হায় রে মরি ! এ তিন তুবনে
কে পারে ক্ষিরাতে আথি দেখি ও বদন !

পদ্মবাগ খচিত, পদ্মের পর্ণসম

পরিধান বসন,—অসম ত্রিভুবনে ;—	৩৫৫
তাহার অঞ্চলে রঞ্জাবলী, অচঞ্চল যেন ক্ষণপ্রভা, শোভে মহা প্রভায়ৰী !	
সে অঞ্চল ইন্দ্ৰীয় পীনশনোপৰে ভাতে যথা কামকেতু যবে কামসখা বসন্ত, হিমাঙ্গে, তারে উড়ায় কৌতুকে !	৩৬০
মৃগাক্ষী, বিষঅধরা, পীনপঘোধরা, জগম্বোহিনী দেবী, বসি মেঘাসনে, সিংহপৃষ্ঠে উপবিষ্ট জগদ্বাতী যেন, আইলা অস্বৰপথে মৃছমন্দগতি !—	
হায়, ওকি অঞ্চ কবি হেৱে ও নঘনে ?	৩৬৫
অৱেৱে বিকট কীট, নিদাকুণ শোক, এ হেন কোমল পুঞ্জে বাসা কিৱে তোৱ—	
সৰ্বভুক, সৰ্বভুক যথা, তৃই দুৱাচাৰ তৌল্দণ্ড ? কাদেন ত্ৰিদিবেশৰী শটী	
একাকিনী শৃঙ্গমার্গে ! চল, মেঘবৰ !	৩৭০
মেঘকুল রাজা তুঃমি, উড় ঝুতবেগে !	
তুঃমি হে গঙ্গমাদন, তোমাৰ শিখৰে ফলে সে দুল্লভ স্বৰ্ণ লতিকা, যাহার পৱশে এ শোক-শক্তি-শেলাঘাত হতে	
পরিআণ পাবেন দেবেন্দ্ৰ মহামতি !	৩৭৫
আইলা পৌলোৰী সতী মেঘাসনে বসি, তেজোৱাশি-বেষ্টিতা ; নাদিল জলধৰ ;	
সে গভীৰ নিনাদ শুনিয়া, প্রতিধ্বনি অমনি পুলকে তাৰে বিস্তাৱ কৱিল	
চারিদিকে ; পৰ্বত, কলৰ, কুঞ্জবন,	
নিবিড় কানন, দূৰ নগৱ, নগৱী,	
সে স্বৰ তৱজে রঞ্জে পূরিল সবাবে !	
চাতকিনী জয়ঘৰনি কৱিয়া উড়িল শৃঙ্গ পথে, বিৱহ বিধুৱা বালা যথা	৩৮০

ହେଉଥେ ପ୍ରାଣନାଥେ, ଧ୍ୟାଯ ଧନୀ ବଡ଼େ ।
ନାଚିତେ ଲାଗିଲ ଯତ ଶିଖିନୀ ସୁଧିନୀ ;
ଶିଖୀ ପ୍ରକାଶିଲ ଚାକ ଚଞ୍ଜକ କଳାପ ;
ବଲାକା, ଆବଙ୍କମାଳା, ଆଇଲା ଭରିତେ
ଯୁଡ଼ିଆ ଆକାଶ ପଥ ; ସ୍ଵରଣ କନ୍ଦଲୀ—
ଫୁଲ-କୁଳବଧୁ ସତୀ ମଦା ଲଜ୍ଜାବତୀ,
ମାଥା ତୁଳି ଶୂନ୍ୟପାନେ ଚାହିୟା ହାସିଲା ;
ଗୋପିନୀ ଶୁନି ଯେମନି ମୂରଲୀର ଧନି,
ଚାହେଗୋ ନିକୁଞ୍ଜ ପାନେ, ଯବେ ବନମାଳୀ,
ଦୀର୍ଘାସେ କନ୍ଦମୟିଲେ ସ୍ମୂନାର କୁଳେ,
ଯୁଦ୍ଧରେ ସୁଲବୀରେ ଡାକେନ ମୁରାରି ।

୬୮୫

୭୧୦

୭୨୫

ସମାନ ତ୍ୟଙ୍ଗି ତବେ ନାବିଲେନ ଶଟୀ
ଧବଳ ଶିଖର ପାଶେ ; ଏକ ଚମକାର !
ପ୍ରଭାକୀର୍ଣ୍ଣ, ତେଜୋମୟ କନକ ମଣ୍ଡିତ
ମୋପାନ ଦେଖିଲା ଦେବୀ ଆପନ ସମ୍ମଥେ—
ମଣି ମୁଜା ହୀରକ ଖଚିତ ଶତ ସିଂଦି
ଗଡ଼ି ସେନ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ସ୍ଥାପିଲା ସେଥାନେ ।
ଉଠିଲେନ ଇଞ୍ଜପ୍ରିୟା ମୁଦ୍ର ମନ୍ଦ ଗତି
ଧବଳ ମାଲାୟ ସତୀ । ଆଚିନ୍ତିତେ ତଥା
ନୟନ-ରଙ୍ଗନ ଏକ ନିକୁଞ୍ଜ ଶୋଭିଲା ।
ବିବିଧ କୁଞ୍ଚମଜାଲ, ଶୁବକେ ଶୁବକେ,
ବନରଙ୍ଗ, ମଧୁ ମର୍ମିନ୍ଦ, ସ୍ଵରଧନ,
ବିକଶିଯା ଚାରିଦିକେ ହାସିତେ ଲାଗିଲ—
ନୀଳନଭସ୍ତଳେ ହାସେ ତାରା-ଦଳ ଯଥା ।
ମଧୁକର-ନିକର ଆନନ୍ଦଧରନି କରି
ମକରମ୍ଭ-ଲୋଭେ ଅଛ ଆସି ଉତ୍ତରିଲା ।

୮୦୦

୮୦୫

୮୧୦

ବସନ୍ତେର କଳକଞ୍ଚ ଗାୟକ କୋକିଲ
ବରଷିଲା ଶ୍ଵରସ୍ଥା । ମଗମ ମାହୁତ—
ଫୁଲ-କୁଳ-ନାୟକ ପ୍ରୟେର ସମୀରଣ—
ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ-ଫୁଲ-ଅବଣ-କୁହରେ

- প্রেমের বহুল আসি কহিতে লাগিলা । ৮১৫
 ছুটিল সৌরভ যেন রতির নিশাস,
 মন্দিরের মন যবে মথেন কামিনী
 পাতি বরাননা প্রণয়ের ফুল-ফাঁদ
 বিরলে ! বিশাল তরঙ্গ, বজ্রীরমণ,
 মঞ্জরিত বজ্রীর বাহপাখে বাঁধা,
 দাঢ়াইলা চারি দিকে, বৌরবৃন্দ যথা । ৮২০
 শত শত উৎস, রঞ্জন্তনের আকার,
 উঠিয়া আকাশে, মুভাফল কলরবে
 বর্ষিয়া শোভিল অচলের বক্ষঃস্থল ।
 সে সকল জন-বিন্দু একত্র হইয়া,
 স্ফৱিল সত্ত্ব এক ব্রহ্ম সরোবর
 বিমল-সলিল-পূর্ণ ; তাহাতে হাসিল
 নলিনী, ভুলিয়া ধনী তপন-বিরহ
 ক্ষণকাল ! কুমুদিনী, শশাঙ্ক-বঙ্গী
 ক্ষুধের তরঙ্গে রঞ্জে ফুটিয়া ভাসিল ! ৮৩০
 সে সরোদর্পণে তারা, তারানাথ-সহ,
 শোভিল পুলকে যেন নৃতন গগনে,
 তরল তর ! বসন্ত—মদন-সামন্ত,
 ঝুঁতুকুল-পতি, আসি অতি জ্ঞতগতি,
 উত্তরিলা সন্তানিতে ত্রিদিবের দেবৌ । ৮৩৫
 হাঘরে কোথা পাব এ কুঞ্জের তুলনা ?
 প্রাণপতি-সহ রতি ভুঞ্জে রতি যথা,
 কি ছার সে কুঞ্জবন এ কুঞ্জের কাছে ।
 কালিন্দী আনন্দময়ী তটিনীর তটে
 শোভে যে নিকুঞ্জবন—যথা প্রতিধ্বনি,
 বংশীধ্বনি শুনি ধনী—আকাশদ্রহিতা—
 শিথে সদা রাধানাম মাধবের মুখে,
 এ কুঞ্জের সহ তার তুলনা না থাটে ।
 কি কহিবে কবি তবে এ কুঞ্জের শোভা ? ৮৪০

গ্রামদার পাদপদ্ম-পরশে অশোক
স্থথে প্রস্থনের হার পরে তক্ষবর ;
কায়িনীর বিধুমুখ-শৌধু-সিঙ্গ হলে,
বহুল, ব্যাকুল তাব মন রঞ্জাইতে,
পুষ্প আভরণে ভৃষে আপনার বপু
হরয়ে, নাগর যথা প্রেমলাভ আশে ;—
কিঙ্কু আজি ধবলের হের বাজি খেলা ।
অরে রে বিজন, বঙ্গা, ভবক্ষর গিরি,
হেবি এ নারীন্দু-পদ অববিন্দ-যুগ,
আনন্দ-সাগর-নৌরে মজিলি কি তুই ?
স্বরহর দিগম্বব, শব প্রহরণে,
হৈমবতী-সতৌ-ক্রপ-মাধুরি দেখিয়া,
মাতিলা কি কামমদে তব যাগ ছাড়ি ?
ত্যজি ভস্ম, চন্দন কি লেপিলা দেহেতে ?
ফেলি দুরে হাড়মালা, রঞ্জ কঠমালা
পরিলা কি নৌলকঠে, নীলকঠ তব ?

ধ্য রে অঙ্গনাকুল, বলিহাবি তোরে !
গ্রুবেশিলা কুঞ্জবনে পৌলোমী সুন্দরী ।

অলিকুল বাহারিয়া বাঁকে বাঁকে উড়ি,
মকবন্দ-গঞ্জে যেন আনুল হইয়া,
বেড়িল বাসব হৃৎ-সরসী পদ্মিনীরে,
স্বর্ণের লভিতে স্থথ স্বর্গপুরী যথা
বেড়ে আসি দৈতা দল । অদূরে সুন্দরী
যনোরম পথ এক দেখিলা সমুথে ।

উভয় পারশে শোভে দীর্ঘ তক্ষবাজী
মুকুলিত-স্বর্ণ-লতিকা-বিভূষিত,
বীর-দেহে শোভে যথা কনকের হার
চকমকি ! দেবদান্ত—শৈল-শৃঙ্গ যথা
উচ্চতর ; রসাল—লতা-কুলের বঁধু,
রসের সাগর তক্ষ ; মৌল—মধুক্ষম ;

৪৪১

৪৫০

৪৫৫

৪৬০

৪৬৫

৪৭০

শোভাঞ্জন—জটাধর যথা জটাধর যোগী কপদৌ ; বদরী—যার তলে বসি, যশঃমুখা পানে চিরজীবী দৈপায়ন, কবিকুল শুক্রখনি, ভূবন-বিদিত, কহেন মধুর স্বরে, মোহিয়া ভূবন, মহাভারতের কথা ! কদম্ব মুন্দু—	৮৭৫
কামিনীৰ শুব্রতি নিশাম করি চুরি দিয়াছে মদন যার কুস্থম-কলাপে, কেন না যশুথ মন যথেন যে ধনী, তাঁৰ কুচকাপ ধৰে সে ফুল-রতন !	৮৮০
অশোক—বৈদেহি, হায়, তব শোকে দেবি, লোহিত বরণ আজু প্রস্তু যাহাব যথা বিলাপীর আঁপি ! শিমূল—বিশাল বৃক্ষ ; ইঙ্গুদী তপস্তী—তপোবনবাসী ;	৮৮৪
তমাল—কালিঙ্গীকৃলে যার ছায়াতলে সরস বসন্তকালে রাধাকান্ত হরি নাচেন যুক্তী সহ ! শগী—বরাহনা, বন-জ্যোৎস্না ! আমলকী—বনস্থলী-সখী ;	৮৯০
গাঞ্জারী—রোগাঞ্জকারী যথা ধৰ্মস্তরি— দেবতা কুলের বৈষ্ণ ! আৱ কব কত ? চলিলা দেব-কামিনী মরাল-গামিনী ;	৮৯৫
কঙুরু ধৰনি করি কিঙ্গী বাজিলা, শুনি সে মধুর বোল তরুদণ যত, বতিভ্রমে পুস্পাঞ্জলি শত হস্ত হচ্ছে দিয়া, স্তুক ভাবে পূজে রাজা পা দুখানি ।	৯০০
কোকিল কোকিলা-সহ মিলি আৱস্তিলা মদন-কীর্তন-গান ; চলিলা কুপসী । যথায় অর্পণ দেবী করেন চৰণ,	

৮৯৬ । বদরী ইত্যাদি । শঙ্খবান্ত বেদব্যাসের আশ্রমের নাম বদরীকাশম ।

৮৯৮ । অশোক—বৈদেহি, হায় ! ইত্যাদি । সীতাদেবীকে গ্রাবণ অশোকবনে রাখিয়াছিল ।

କୋକନଦ, କୁମୁଦ ଫୁଟିଆ ଶୋଭେ ଯଥା ।

ଅଦୂରେ ଦେଖିଲା ଦେବୀ ଅତି ମନୋହର

ହୈମ, ମରକତମୟ, ଚାଙ୍ଗ ସିଂହାସନ ;

୫୦୫

ତାହାର ଉପରେ ତକ୍ର-ଶାଖାଦଳ ମିଳି

ଆଲିଞ୍ଜିଯେ ପରମ୍ପରେ ବିଜ୍ଞାରେ ଯତନେ

ନବୀନ ପରବର୍ତ୍ତ, ପ୍ରାବାଳେ ଖଚିତ,

ମୁକୁଳ, କୁମୁଦ—ପଦ୍ମରାଗମଣି-ସମ—

ବାଲର ବେଷ୍ଟି—ଘରି ! କିବା ଶୋଭା ତାର !

୫୧୦

ସୁପ୍ତ ପୀତାମ୍ବରୋପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନିତି,

ଅୟୁତ ଫଣ୍ଟା ଫୁଲୀଙ୍କ କରେନ ବିଶ୍ଵାର ।

ଚାରି ଦିକେ ଫୁଟେ ଫୁଲ ; କେତକୌ, କିଂଶୁକ,

ଶ୍ଵର ପ୍ରହରଣ ଉଭେ ; କେଶର ମୁଦ୍ରର—

ବର୍ତ୍ତିପତି ମହାଦରେ ଧରେ ଯାବେ କରେ,

୫୧୫

ମହୀପତି ଧରୟେ କନକଦଗୁ ଯଥା ;

ପାଟଳି—ମଦନ-ତୃତୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ-ଶରେ ;

ମାଧ୍ୟବିକା—ଶାର ପରିମଳ-ମଧୁ-ଆଶେ,

ଅନିଲ ଉତ୍ସବ ସଦା ; ନବୀନ ମାଲିକା—

କାନନ ଆନନ୍ଦମୟୀ ; ଚାଙ୍ଗ ଗଞ୍ଜରାଜ—

୫୨୦

ଗଞ୍ଜେର ଆକର, ଗଞ୍ଜ-ମାଦନ ଯେମତି ;

ଚଞ୍ଚକ—ଯାହାର ଆଭା ଦେବୀ କି ମାନ୍ୟୀ,

କେ ନା ଲୋତେ ତ୍ରିତୁବନେ ? ଲୋହିତଲୋଚନା

ଜ୍ଵା—ମହିସମଦିନୀ ଆଦରେନ ଯାବେ ;

୫୨୫

ବକୁଳ—ଆକୁଳ ଅଲି ଯାହାର ସୌରଭେ ;

କନ୍ଦମ—ଯାହାର କାଞ୍ଜି ଦେଖି, ମୁଖେ ମଜି,

ବର୍ତ୍ତିର କୁଚ-ୟୁଗଳ ଗଡ଼ିଲା ବିଧାତା ;

ରଜନୀଗଙ୍କା—ରଜନୀ-କୁନ୍ତଳ-ଶୋଭିନୀ,

ଶେତ, ସମସ୍ତତି, ଯେନ ତବ ଶେତଭୂଜ !

୫୩୦

କଣିକା—ଶାର ପେଶଳ ଉରସେ, ବିଳାସୀ

ଶିଲୀମୁଖ, ତପନ ତାପେତେ ତାପୀ, ମୁଖେ

ଲଭ୍ୟେ ବିମାର, ଯଥା ବିରାଜୟେ ମାଜା।

স্মপট্ট-শঘনে ; হায়, কণিকা অভাগ !

বরবর্ণ বৃথা ঘার সৌরভ বিহনে,

সতীজ্ঞ বিহনে যথা যুবতীযৌবন !

৫৩৫

কামিনী—যামিনী-সগী, বিশদ-বসন।

ধূতুরা সতী যেমতি, কিঞ্চ রতি-দৃতী,

রতি কাম-সেবায় সতত ধনী রত !

পলাশ—প্রবালে গড়া কুণ্ডল যেমতি

ঝলকে যে ফুল বনশ্লৌ-কর্ণ-মূলে ;

৫৪০

তিলক—ভবানী ভালে শশিকলা যথা

মনোহর ! ঝুমকা—সুচারু মুর্তি ঘার

প্রমদা নিশিয়া ষ্঵র্ণে পরে মহাদবে !

অন্ত্যান্ত প্রস্তুন যত কত কব আন ?

এ সব ফুলের মাঝে দেখিলেন দেবী,

৫৪৫

ফুটিয়াছে নারীকুল, ফুলকুচি হরি,

কুপের আভায় আলো কনিয়া কানন ;—

পর্বতচুহিতা সবে—কনক-পুতলী,

কমলবসনা, শিখে কমলকিরৌট,

কমল-ভূষণা, কমলায়ত-নয়না,

৫৫০

কমলময়ী যেমনি কমল-বাসিনী

ইলিরা ! কাহার কবে হৈম ধূপদান,

তাহে পুড়ি গঞ্জরস, কুন্দুর, অণুর,

গঞ্জামোদে আমোদ করিছে কুঞ্জবন,

যেন মহাব্রতে ত্রতী বসুন্ধরা-পতি

৫৫৫

ধৰল, ভুধবেশৰ ; কাৰ হাতে শোভে

স্বর্ণথালে পাঞ্চ অৰ্ধ্য ; কেহ বা যোগায়

মন্দাকিনী-বারি মণিময় পাত্রে ভৱি,

কেহ বা চন্দন, চুম্বা, কস্তুরী, কেশৱ,

কেহ বা মন্দারদাম—তারাময় মালা—

৫৬০

ধৰে করিয়া ষ্টতন রতন-বাসনে ।

মুদঙ্গ বাজায় কেহ রঞ্জরসে ঢলি ;

କୋନ ଧନୀ, ବୌଣାପାଣି-ଗଞ୍ଜନୀ, ପୁଲକେ
 ଧରି ବୀଣା, ବରିଷୟ ମଧୁଲ ସୁନ୍ଦର,
 କୋନ ବାଗା—କାମେର କାମିନୀ ସମା—ଧରେ
 ରବାବ, ମହୀତରସରମିତ ଅର୍ପି ;
 ବାଜେ କପିନାଥ—ଦୁଃଖନାଥ ସାର ରବେ ;
 ସପ୍ତସ୍ଵରା, ମନ୍ଦିରା, ଭୁବନ-ମନୋହରା ; .
 ତୁମ୍ଭବା—ଅସରପଥେ ଗରଜେ ଯେମତି
 ଗତୀବ ଜୀମୁତ, ନାଚାଇୟା ଯମୁନୀରେ ।
 ଦେଖିଯା ସତୀରେ, ଧତ ପାର୍ବତୀ ଯୁବତୀ,
 ନୃତ୍ୟ କରି ମହାନନ୍ଦେ ଗାଇତେ ଲାଗିଲା,
 ସଥା ଯବେ ଆଖିନ, ତେ ମାମ-ବଂଶ-ବାଜା,
 ଆନ ତୁମି ଗିରି ଗେହେ ପିବୀଶତୁହିତା—
 ଦଶଭୂଜା ଅସିକା—ମସ୍ତମର-ବିରହ—
 ନାଶିନୀ ଆନନ୍ଦମୟୀ—ଗିରୀଶ-ମହିୟୀ,
 ସହ ସହଚରୀଗଣ, ଭାସି ନେତନୀରେ,
 ହାସି କୌଣ୍ଡି ଗାୟ ନାଚେ ;—ହେରିଯା ଶଟୀରେ,
 ଅଚିରେ ପାର୍ବତୀଦିଲ ଗୀତ ଆବଶ୍ତିଲା ।
 “ଏସ ହେ ବିଧୁବଦନା, ବାସବ-ବାସନା !
 ଅମରାପୁରୀ-ଙ୍କୁରି, ତ୍ରିଦିବେର ଦେବି !
 ସ୍ଵାଗତ, ସ୍ଵାଗତ ତୁମି ! ତବ ଦରଶନେ,
 ଧବଳ ଅଚଳ ଆଜି ଆନନ୍ଦେ ଅଚଳ ।
 ଶୈଳକୁଳ-ଶକ୍ର ଶକ୍ର, ତବ ପ୍ରାଣପତି ;
 କିଞ୍ଚି ଯୁଥନାଥ ଯୁଝେ ଯୁଥନାଥ ସହ—
 କେଶରୀ କେଶରୀ-ସଙ୍କେ ଯୁଦ୍ଧ-ରଙ୍ଗେ ରତ ।
 ଏସ ହେ ଲାବଣ୍ୟାବତି, ଦୁହିତା ଯେମତି,
 ଆସେ ନିଜ ପିଆଲୟେ ନିର୍ଭୟ ହୁନ୍ତେ,
 କିଞ୍ଚି ବିହିନୀ ସଥା ବିପଦେର କାଳେ,
 ବହୁବାହ ତଙ୍କ-କୋଳେ ! ସାହାରେ ଧତନେ
 ତଳାସିଛ, ମେ ରତନେ ପାଇବା ଏଥନି ।
 ବସି ଓହି ସିଂହାସନେ ତବ ପୁରମର ।”

୫୬୫
୫୭୦
୫୭୫
୫୮୦
୫୮୫
୫୯୦

স্তুক হৈলা যত নগবালা অৱিন্দ-	
ভূষণা ; সমুখে দেবী কনক-আসনে,	৫৯৫
নন্দন-কাননে যেন, দেখিলা বাসবে ।	
অমনি রমণী, হেরি হৃদয়-রমণ,	
চলিলা দেবেশ-পাশে সত্ত্ব-গামিনী	
প্ৰেম-কুতুহলে, যথা বৱিষার কালে,	৬০০
বৈবলিনী, বিৱহ-বিধুৱা, ধাৰ বড়ে	
কল কল কলৱে সাগৱ উদ্দেশে,	
মজিতে প্ৰেমতৰঙ্গ-বঙ্গে তৰঙ্গিণী ।	
যথা শুনি চিত্ত-বিনোদিনী বৌগাখনি,	
উল্লাসে ফলীলু জাগে, শুনিখা অদূৰে	
পৌলোমৌৰ পদ-শব্দ—চিৱ পৱিচিতি —	৬০৫
উঠিলেন শচীপতি শচী-সমাগমে !	
উমৌলিলা আখণ্ডল সহস্র লোচন,	
যথা নিশা-অবসানে যানস-সৱস্	
উমৌলে কমল-কুল ; কিঞ্চা যথা যবে	
বজনী শামাঙ্গী ধনী আইসে মৃছগতি,	৬১০
অযুত আধি খুলিয়া গগন কৌতুকে	
হেৰে সে শ্যাম বদন—ভাসি প্ৰেমৱসে !	
বাহু পসাৱিয়া দেব ত্ৰিদিবেৰ পতি	
বাধিলেন বিধুমূখী প্ৰণয়েৰ পাশে	
যতনে, রতনাকৱ শশিকলা যথা,	৬১৫
যবে ফুল-কুল-সখা, স্বৰ্ণ প্ৰত্যুষ	
মুক্তাময় কুণ্ডল পৱায় ফুলকুলে !	
“কোথা সে জিদিব, নাথ ?”—ভাসি নেতৃনীৱে	
কহিতে লাগিলা শচী—“দাকণ বিধাতা	
হেন বাম ঘোৱ প্ৰতি কিসেৱ কাৱণে ?	৬২০
কিন্তু হে রমণ, হেরি ও বিধুবদন,	
পাশৱিহু আমি এবে পূৰ্বদুঃখ যত !	
কি ছাব সে স্বৰ্গ ? তাৱ স্বৰ্থভোগে ছাই	

ଏ ଅଧିନୀ ସୁଖିନୀ କେବଳ ତବ ପାଣେ !

ଦୀର୍ଘଲେ ଶୈବଲୃଙ୍ଘ ସରେର ଶରୀର,

୬୨୯

ନଗିନୀ କି ଛାଡ଼େ ତାରେ ? ନିଦାନ ସତ୍ତପି

ଶୁଖ୍ୟ ମେ ଜଳ ତବେ ନଗିନୀଓ ମରେ !

ଆମି ହେ ତୋମାରି, ଦେବ !”—କାନ୍ଦିଯା କାନ୍ଦିଯା,

ନୌରବ ହଇଲା ଦେବୀ, ଅଞ୍ଚମ୍ୟ ଆଁଥି ।

ଚୁପ୍ତିଲା ମେ ଅଞ୍ଚ ଆଁଥି ଦେବ ପୁରନ୍ଦର

୬୩୦

ମୋହାଗେ, ଚୁପ୍ତୟେ ଯଥା ମଲୟ-ଅନିଲ

ଉଜ୍ଜଳ ଶିଶିର-ବିନ୍ଦୁ କମଳ-ଲୋଚନେ !

“ତୋମାରେ ପାଇଲେ, ପ୍ରିୟେ, ସ୍ଵର୍ଗେର ବିନ୍ଦହ

ହୁରହ କି ଭାବେ, ଧନି, ତୋମାର କିନ୍ତୁର ?

୬୩୫

ତୁ ଯଥା ସର୍ଗ ତଥା !”—କହିଲା ବାସବ

ଗଭୀର ବଚନେ, ଯଥା ଗରଜେ କେଣାରୀ

କୁଶୋଦର, ହେବି ବୀର ପରିତ-କନ୍ଦରେ

ମିଥୀ କାମିନୀରେ ;—କହିଲେନ ପୁରନ୍ଦର—

“ତୁ ଯଥା ସର୍ଗ ତଥା, ତ୍ରିଦିବେର ଦେବି !

୬୪୦

କିନ୍ତୁ, ପ୍ରିୟେ, କହ ଏବେ ସକଳ ସଂବାଦ !

କୋଥା ଜଳନାଥ ? କୋଥା ଅଳକାର ପତି ?

କୋଥା ହୈମବତୀ-ଶ୍ରୁତ, ତାରକ-ଶୁଦ୍ଧନ,

ଶମନ, ପବନ, ଆର ଯତ ଦେବ-ବ୍ରଥୀ ?

କୋଥା ଚିତ୍ରରଥ ? କହ, କେମନେ ଜାନିଲା

୬୪୫

ଦ୍ୱାଲ-ଶିଥରେ ଆମି ବିମ୍ବାଛି ଆସି ?”

ଉତ୍ତର କରିଲା ଦେବୀ ପୁଲୋମ-ଦୁହିତା—

ମୁଗାକ୍ଷୀ, ବିଶ୍ଵାଧରା, ପୀନପ୍ରୋଧରା,

କୁଶୋଦରୀ ;—“ମୟ ଭାଗ୍ୟ, ପ୍ରାଣ-ସଥା, ଆଜି

ଦେଖା ମୋର ଶୁଭମାର୍ଗେ ସ୍ଵପ୍ନଦେବୀ-ସହ !

୬୫୦

ପୁକ୍ଷରେ ପୃଷ୍ଠେ ବସି, ସୌଦାମିନୀ ଯେନ,

ଅମିତେଛିନ୍ଦ୍ର ଏ ବିଶ ଅନାଥା ହଇଯା,

ଶୁଭ ମୋରେ ଦିଲେ, ମାଥ, ତୋମାର ବାରତା !

ମରେ ବିମୁଖ ହେଁ ଅମରେର ମେନା

অঙ্গ-লোকে শব্দে তোমা ; চল, দেবপতি,
শীঘ্রগতি চল তথা, ওহে দেবেশ্বর !”

৬৫৫

শুনি ইজ্জন্মীয় বাণী, দেবেন্দ্র অমনি
স্মরণ করিলা দেব আপন বিমান,
মনোরথ পরাজিত যে বৰ্থের বেগে,
গতি, ভাতি, উভয়তে তড়িত লাহিত !

আঠিল রথ তেজঃপুষ্ট সে নিকুঞ্জবনে ।

৬৬০

বসিলা দেবদম্পত্তী পদ্মাসনোপরে,
উঠিল আকাশে গঞ্জি স্বর্ণ ব্যোমযান,
আল করে নতস্তল, বৈনতেয যথা
শশী আৱ অমৃত উভয়ে লয়ে সাথে ;
কিঞ্চ যেন হৈমপোত, বিষ্টার করিয়া
বাঞ্পাথা, ভাদিল সাগৱ নৌল-জলে ।

৬৬৫

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসন্ধিরে কাব্যে ধ্বল-শিখরো নাম

প্রথমঃ সর্গঃ ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

কোথা অঙ্গলোক ? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন ? যে দুর্ভ লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহা যোগ,
কেমনে মানব আমি, তব মায়াজালে
আবৃত, পিঙ্গরাবৃত বিহু যেমত,
যাইব সে মোক্ষধামে ? ভেলায় ঢিয়া,
কে পারে হইতে পার অপার সাগৱ ?
কিন্ত, হে সারদে, দেবি বিশ্বিমোদিনি,
তব বলে বলী যে, মা, কি অসাধ্য তাৱ
এ জগতে ? আইস তবে, আইস পদ্মালয়া
বীণাপাণি, কবিৰ হৃদয়-পদ্মাসনে

৫

১০

ଅଧିଠାନ କର ଉରି ! କଲ୍ପନା-ମୁଦ୍ରାରୀ—
ହୈମବତୀ କିଙ୍କରୀ ତୋମାର, ସେତୁଜ୍ଞେ,
ଆନ ସଙ୍ଗେ—ଶଶିକଳା କୌମୁଦୀ ସେମତି ।

ଏ ଦାମେରେ ବର ସଦି ଦେହ ଗୋ ବରଦେ,
ତୋମାର ପ୍ରସାଦେ, ମାତଃ, ଏ ଭାରତଭୂମି
ଶୁଣିବେ, ଆନନ୍ଦାର୍ଥବେ ଭାସି ନିରବଧି,
ଏ ଯମ ସଞ୍ଚୀତଧର୍ମନି ମୃଦୁ ହେନ ମାନି !

ଉଠିଲ ଅସ୍ଵରପଥେ ହୈମ ବ୍ୟୋମଧାନ
ମହାବେଗେ, ଐରାବତ ଆର ମୌଦ୍ରାମିନୀ
ସହ ପଯୋବାହ ଯଥା । ରଥ-ଚ୍ଛାପରେ
ଶୋଭିଲ ଦେବପତାକା, ସେନ ଅଚକ୍ଳ
ବିଦ୍ୟାତେର ରେଖା । ଚାରି ଦିକେ ମେଘକୁଳ,

ହେବି ମେ କେତୁର କାଣ୍ଡି ଆଣ୍ଡିମଦେ ମାତି—
ଭାବି ତାବେ ଅଚଳା ଚପଳା, କୃତଗାମୀ
ଗର୍ଜିଯା ଆଟିଲ ମବେ ଲଭିବାର ଆଶେ
ମେ ସ୍ଵରମୁଦ୍ରାରୀ—ଯଥା ସ୍ଵଯମସ୍ଵଲେ

ବାଜେନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ, ସ୍ଵୟମବା-ରମ୍ପବତୀ-
ରମ୍ପମାଧୁବିତେ ଅତି ମୋହିତ ହଇଯା,
ବେଡେ ତାରେ,—ଜରଜର ପକ୍ଷଶର-ଶରେ ।

ଏହି ରୂପେ ମେଘମଳ ଆଇଲ ଧାଇଯା,
ଦେଖି ମେ କେତନ ରତନେର ଚାକ ଭାତି ;
କିନ୍ତୁ ହେବେ ଦେବରଥେ ଦେବଦର୍ପତୀରେ,
ମିହରି ଅସ୍ଵରତଳେ ସାଷ୍ଟାକେ ପଡ଼ିଲା

ଅମନି । ଚଲିଲ ରଥ ମେଘମାଳା ଶିରେ—
ଆନନ୍ଦମୟ-ମଦମ-ଶୁଦ୍ଧନ ସେମନ
ଅପରାଜିତା-କାନନେ ଚଲେ ମନ୍ଦଗତି
ମୁଖକାଳେ ; କିଞ୍ଚି ଯଥା ମେତ୍ର-ବଙ୍କୋପରେ
ସୀତା ସୀତାନାଥେ ଲାଯେ କନକ ପୁଣ୍ଡକ ।

ଏଡ଼ାଇଯା ମେଘମାଳା, ମାତଳି ସାରଥି
ଚାଲାଇଲା ବିମାନ । ନାଦିଲ ଦେବରଥ ।

୧୫

୨୦

୨୫

୩୦

୩୫

୪୦

- গুনি সে ভৈরব রব দিথাৱণ-গণ—
ভীষণ মূৰতিধৰ—কৃষি হঙ্কারিলা
চাৰি দিকে। চমকিলা জগত, বাস্তুকি
অস্থিৰ হইলা আসে। চলিল বিমান ;—
কত দূৰে চন্দ্ৰ-লোক অম্বৱে শোভিল,
ৱজদীপ নীলজলে। সে লোকে পুলকে
বসেন রতনাসনে কুমুদবাসন—
কামিনী-কুলেৰ সপী-যামিনীৰ সথা,
মদন রাজাৰ বৰ্ণ—সুধানিধি দেব
সুধাংশু। বৰবণিনী দক্ষেৰ তৃছিতা-
বৃন্দ বেড়ে চন্দ্ৰ ঘেন কুমুদেৰ দাম
চিৰ বিকশিত, পূৰি সৌৱতে আকাশ—
কৃপেৰ আভায় মোহি রজনীমোহনে। ৫০
হেম হর্ম্য—যাৰ চাৰি পাশে দিবানিশি
ফেৰে অগ্নিচক্ৰবাণি মহাভয়ক্ষব—
বিবাজয়ে সুধা, যথা মেঘবৰ-কোলে
চপলা, বা যথা অবৰোধে কুলবধূ
ললিতা, ভূবনস্পৃহা, কুমুদুমুৰী। ৬০
নারী অৱবিল্প সহ ইন্দু মহামতি,
হেৱি ত্ৰিদিবেৰ ইন্দ্ৰে দূৰে, প্ৰণমিলা
নন্দভাবে, যথা যবে প্ৰলয়পৰন
বহে নিবিড় কাননে, তকুলপতি
বল্লৱী সুন্দৱীদল, শাখা-বলী সহ,
বন্দে মমাইয়া শিৰ অজ্ঞে মাঝতে। ৬৫
পশ্চাতে রাখিয়া চন্দ্ৰলোক, দেবযান
উত্তৱিল বৰিব মণ্ডল বসে যথা
গগনে। কনকময়, মনোহৰ পুৰী,
তাৰ চাৰি দিকে শোভে—মেখলা ষেমতি
আলিঙ্গয়ে যুবতী বামাৰ কুশোদৰ
হৱষে পসাৰি বাহ—ৱাণিচক ; তাহে ৭০

ରାଶି ରାଶିର ଆଳମ । ନଗର ଯାବାରେ
ଏକଚକ୍ର ଥଥେ ଦେବ ବସେନ ଭାଙ୍ଗର ।

ଅକୁଣ, ତକୁଣ ସଦା, ଅସନରମଣ ୧୫

ମେନ ମଧୁ କାମବୀଧୁ—ଯବେ ଝୁଟୁପତି,
ହିମାଷ୍ଟେ ଶୁନିଯା କୋକିଲାର କଲରବ,
ହରେ ତୁଷିତେ ଆସେ ଦେବୀ ବଞ୍ଚନବା
କାତରା ବିରହେ ତାର,—ବସେଛେ ସମୁଖେ
ସାରଥି । ଛାୟା-ଶୁଦ୍ଧରୀ, ମଲିନବଦନା, ୮୦

ମଲିନୀ ଶୁଖିନୀ ଶୁଖେ ଦୁଃଖିନୀ କାମିନୀ,
ବସେନ ପତିନ ପାଶେ ନୟନ ମୁଦିଯା—

ସପଞ୍ଜୀର ପ୍ରଭା ନାରୀ ପାରେ କି ସହିତେ ?
ଚାରି ଦିକେ ଗ୍ରହନ ଦୀଢ଼ାସେ ସକଳେ

ନତଭାବେ, ନରପତି ସମ୍ମାପେ ସେମତି ୮୫

ଅମାତ୍ୟବର୍ଗ । ଅଦୂରେ ତାବାବୁନ୍ଦ ଯତ—
ଇନ୍ଦ୍ରୀବର-ନିକର—ଅସର-ତଳେ ନାଚେ,

ସଥା ରେ ଅମରପୂରୀ, କନକ-ନଗରୀ,
ନାଚିତ ଅପ୍ସରୀକୁଳ, ଯବେ ସ୍ଵରୀଶର
ଶଚୀମହ ଶଚୀପତି ଦେବ-ସଭା-ମାରେ ୯୦

ବସିଲେନ ହୈମାମନେ । ନାଚେ ତାରାବଲୌ
ବେଡ଼ି ଦେବ ଦିବାକରେ, ମୃଦୁ ମନ୍ଦପଦେ ;

କରେ ପୁରକ୍ଷାରେନ ହାସିଯା ପ୍ରଭାକର
ତା ସବାରେ, ବଞ୍ଚନାନେ ସଥା ମହୀପତି

ଶୁଦ୍ଧରୀ କିଙ୍କରୀଦଲେ ତୋଷେ—ତୁଷ୍ଟ ହସେ । ୧୦

ହେବି ଦୂରେ ଦେବରାଜେ ଗ୍ରହ-ଶୁନ୍ତରାଜ
ସମସ୍ତମେ ପ୍ରଣାମ କରିଲା ମହାମତି ।

ଏଡାଇୟା ଶୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ଚଲିଲ ବିମାନ ।

ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୂର୍ଯ୍ୟ ଆର ନକ୍ଷତ୍ର ମଞ୍ଜଳ
—ବୁଝିତ, କନକ ଦୀପ ଅସର ସାଗରେ—

ପଞ୍ଚାତେ ରାଖିଯା ସବେ, ହୈମ ବୋମଯାନ
ଉତ୍ତରିଲ ସଥା ଶତ ଦିବାକର ଜିନି,

- প্রভা—স্বয়ম্ভুর পাদপদ্মে শান ঘার,
উজ্জলে গগন ধনী প্রকৃতিরূপিণী,
কৃপে মোহি অনাদি অনন্ত সনাতনে। ১০৫
- প্রভা—শক্তিকুলেশ্বরী, ঘার সেবা করি
তিমিরারি ভাস্তুর তোষেন কর দানে
শশী তারা গ্রহাবলী, বারিদ যেমতি
অঙ্গুণিধি সেবি সদা তোষে বসুকুড়া।
তৃষ্ণাতুরা, আর তোষে চাতকিনী-দল
জলদানে। ইন্দ্রপ্রিয়া পৌনোধী কৃপসৌ
গৌরাঙ্গী, বিষ্ণু-অধরা, পীরপয়োধরা,
অনন্তঘোবনা—হেরি কারণ-কিরণ,
সভয়ে চারুহাসিনী নয়ন মুদিলা, ১১০
- কুমুদিনী, বিধুপ্রিয়া, তপন উদিলে
মুদয়ে নয়ন থথ। দেব পূর্বন্দৰ
অঙ্গুরারি, যে করে দক্ষোলি তুলি দেব
বৃত্তাস্তুরে অনাঘাসে নাশেন সমরে,
সেই কর দিয়া এবে প্রভার আভায
চমকি ঢাকিলা আখি। রথ-চূড়াপরি
দেবকেতু—ধূমকেতু দিবাভাগে ঘেন— ১১৫
- হইল মলিন। ঘান-মুখে সৃতেশ্বর
মাতলি, হইয়া অঙ্গ, বশি দিলা ছাড়ি
মহাভয়ে। আতঙ্গিয়া তুরঙ্গমদল
চলে মন্দগতি যথা প্রতীপ গমনে
প্রবাহ। আইল এবে ব্রহ্মলোকে রথ। ১২০
- মেরু—কনক-মৃগাল কারণ-সলিলে ;
তাহে অঙ্গলোক শোভে কনক উৎপল ;
তথা বিবাজেন ধাতা—পদতল ঘার
মুমুক্ষুলের ধ্যেয়—মহামোক্ষধাম। ১২৫
- অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্র বাসব
কাঞ্চন-তোরণ, রাজ-তোরণ যেমন

আভাময় ; তাহে জলে আদিত্য আকৃতি,
আদিত্য-জিনি প্রতাপে, রত্ননিকৰ।

নরচক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা,
কেমনে নরবসনা বণিবে তাহারে
অতুল ভবমগুলে ? তোরণ সমুখে
দেখেন দেবদশ্পতী দেবস্যৈ-দল,—

সমুদ্র-তরঙ্গ যথা, যবে জলনিধি
উথলে কুপিয়া শুনি পবনের রব
বীরদর্পে, কিম্বা যথা সাগরের তৌরে
বালিবৃন্দ, কিম্বা যথা গগনমগুলে
নক্ষত্র-চয়—অগণ্য। কোটি কোটি রথ ;—

স্বর্ণচক্র, অশ্বিময়, রিপুভস্থকারী,
বিদ্যুৎগঠিত ধ্বজমণ্ডিত। তুরগ—
যার পদতলে বিরাজেন সদাগতি
সদা, শুভ কলেবর, হিমানী-আবৃত
গিরি যথা, স্বকে কেশরাবলীর শোভা—
ক্ষীরসিঙ্কু-ফেনা যেন অতি ঘনোহর।

হস্তী, মেঘাকার সবে,—যে সকল মেঘ
সৃষ্টি বিনাশিতে যবে আদেশেন ধাতা,
আখগুল পাঠান ভাসাতে ভূমগুল
প্রলয়ের জলে—শুনি যে মেঘগর্জন
শৈলের পারাণ-হিয়া ফাটে মহা ভংগে,

বহুধা কাপিয়া যান সাগরের তলে
ত্রাসে আকুলা সুন্দরী। গুরুর্ব, কিন্তুর,
যক্ষ, বক্ষ, মহাবলী, নানা অস্ত্রধারী—

বারগাবি ভীষণ দশনে, বজ্র-নথে
শস্ত্রিত মেষত, কিম্বা নাগাবি গুরুড়,
গুরুত্বসুকুলগতি। হেন সৈগ্যদল,
অজেয় জগতে, আজি দানবের বশে
বিমুখ, পালায়ে আসি পশিয়াছে সবে

১৩৫

১৪০

১৪৫

১৫০

১৫৫

১৬০

ৰুক্ষ-লোকে, যথা যবে প্ৰলয়-প্রাবন গভীৰ গৱজি গ্ৰাসে নগৱ নগৱী অকালে, নগৱবাসী জনগণ ষত নিৰাশ্রয়, মহাভ্ৰাসে পালায় সকলে যথায় শৈলেশ্বৰ বীৱৰৰ ধীৱভাবে বজ্জপদপ্ৰহৱণে তৰঙ্গনিচয় বিমুখয়ে ; কিছা যথা দিবা অবসানে, (মহৎ সহিত যদি নীচেৱ তুলনা সন্তৰয়ে) তমঃ যবে গ্ৰাসে বন্ধুধাৱে, (বাহু ষেন টাদেৱে) বিহুকুল ভয়ে পূৰিয়া গগন ঘন কৃজন-নিনাদে, আসে তৰুৰ পাশে আশ্রমেৱ আশে ।	১৬৫
এ হেন দুৰ্বাৰ সেনা, ধাৱ কেতুপৰি জয় বিবাজয়ে সদা, খগেন্দ্ৰ যেমতি বিশ্বন্ত-ধৰজোপৰি পাথা বিস্তাৱিয়া অৱগনয়ন,—হেৱি ভগ্ন দৈত্য রণে, শোকাকুল হইলেন দেৰকুলপতি অমূল্বাৱি । মহৎ যে পৱছঃখে দুঃখী, নিজ দুঃখে কতু নহে কাতৰ সে জন ।	১৭০
কুলিশ চৰ্ণিলে' শৃঙ্গ, শৃঙ্গধৰ সহে সে ঘাতনা, ক্ষণ যাত্ৰ হইয়া অস্থিব ; কিন্তু যবে কেশৰীৰ প্ৰচণ্ড আঘাতে ব্যথিত বাৱণ আসি কাদে উচ্চস্বেৰে পড়ি গিৱিবৰ-পদে, গিৱিবৰ কাদে তাৰ সহ । মহাশোকে শোকাকুল দেৱ দেৱপতি, ধৱি ইজ্ঞানীৰ কৰযুগ, সোহাগে মৰাল যথা ধৱয়ে কমল, কহিতে লাগিলা ইজ্ঞ ;—“হায়, প্ৰাণেথৰি, বিধিৰ অঙ্গুত বিধি দেধি বুক কাটে ।	১৮০
শৃগালেৱ সমৰে বিমুখ সিংহদল	১৮৫
	১৯০

ଦେଖ, ସୁରେଶ୍ବରି, ଓଇ ତୋରଣ-ସମୀପେ ତ୍ରିଯମାଣ ଅଭିମାନେ । ହାୟ, ଦେବ-କୁଳେ କେ ଆଜି ନା ଚାହେ ତ୍ୟଜିବାରେ କଲେବର, ଯାଇତେ, ଶମନ, ତୋର ତିଥିର-ଭବନେ, ପାସରିତେ ଏ ଗଞ୍ଜନା ? ଧିକ, ଶତ ଧିକ ଏ ଦେବ-ମହିମା—ଅମରତା, ଧିକ ତୋରେ । ହାୟ, ବିଧି, କି ପାପେ ଆମାର ପ୍ରତି ତୁମି ଏ ହେଲ ଦାର୍କଣ ! ପୁନଃ ପୁନଃ ଏ ଯଦ୍ରଣା ।	୧୯୫
କେନ ଭୋଗ କରାଓ ଆମାରେ ? ଏ ଜଗତେ ତ୍ରିଦିବେର ନାଥ ଇଙ୍ଗ—ତାବ ସମ ଆଜି କେ ଅନାଥ ? କିନ୍ତୁ ନହି ନିଜ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ।	୨୦୦
ମୂଜନ ପାଲନ ଲୟ ତୋମାର ଇଚ୍ଛାୟ ; ତୁମି ଗଡ, ତୁମି ଭାଙ୍ଗ, ବଜାୟ ରାଖି ତୁମି ; କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେ ଅଗଣ୍ୟ ଦେବଗଣ, ଏ ସବାର ଦୁଃଖ, ଦେବ, ଦେଖି ପ୍ରାଣ କୌଦେ ।	୨୦୫
ତପନ-ତାପେତେ ତାପି ପଣ୍ଡ ପକ୍ଷୀ ସଦି ବିଆୟ-ବିଲାସ-ଆଶେ ଯାମ ତଙ୍କ-ପାଶେ, ଦିନକର-ଧରତର-କର ସହ କରି ଆପନି ସେ ମହୀରହ, ଆଶ୍ରିତ ଯେ ପ୍ରାଣୀ	୨୧୦
ସୁଚାୟ ତାହାର କ୍ଲେଶ । ହାୟ ବେ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଆୟି ସ୍ଵର୍ଗପତି, ମୋର ରକ୍ଷିତ ଯେ ଜନ, ରକ୍ଷିତେ ତାହାରେ ମୟ ନା ହୟ କ୍ଷମତା ।	
ଏତେକ କହିଯା ଦେବ ଦେବକୁଳପତି ମାବିଲେନ ରଥ ହତେ ସହ ସୁରେଶ୍ବରୀ ଶଚୀ କମଳନୟନ, ପୀନଶ୍ତନୀ ସତୀ— ଶୁଣ୍ୟମାର୍ଗେ । ପରଶି ଗଗନ ପୌଳୋମୀର ପଦ ଅରବିନ୍ଦ, ସୁଧେ ହାମିତେ ଲାଗିଲ ।	୨୧୫
ଚଲିଲା ଦେବ-ମଞ୍ଚତୀ ନୀଳାସର-ପଥେ, ଯଥା ଭାସେ ତଙ୍କରାଜା, ସତନେ ଧରିଯା କୋଲେ ମୁକୁଲିତ ଲତା, ସବେ ଘୋର ରଣେ	୨୨୦

পৰন উপাড়ি তাৰে ফেলে বাহুবলে সাগৱেৱ নীৱে। চলিলেন মহাযতি দেবেন্দ্ৰ, ইন্দ্ৰী-সহ, দেব-সৈন্য পানে।	২২৫
হেথা দেবসৈন্য, হেৱি দেবেন্দ্ৰ বাসবে, অমনি উঠিলা সবে কৱি জগ্ধৰনি উজ্জাসে, বারণ-বৰ্ণ আনন্দে ষেমতি হেৱি যুথনাথে। লয়ে গঞ্জৰৰেৱ দল—	২৩০
গঞ্জৰ, মদনগৰৰ খৰ্ব ধাৰ রূপে— গঞ্জৰকুলেৱ পতি চিত্ৰথ রথৌ বেড়িলা মেঘবাহনে, অশ্বিচক্ৰবাণি বেড়ে যথা অমৃত, বা শুৰ্বণপ্রাচৌৱ	২৩৫
দেবালঘ—নিষ্কোধিয়া অশ্বিময় অসি, ধৰি বাম কৰে চন্দ্ৰাকাৰ হৈম ঢাল অভেগ সমৰে। দেববাঙ্গ-শিরোপৰি ভাতিল, রবিপৰিদি উদিলেক যেন	২৪০
মেঝ-শৃঙ্গোপৰি, মণিময় রাজছাতা বিস্তাৱি কিৱণজাল। চতুৱজ দলে ৱজে বাজে বণবাঞ্ছ, যাহাৰ নিকণে—	২৪৫
পৰন উথলে যথা সাগৱেৱ বাৱি— উথলে বৌৰ-হৃদয়, সাহস-অৰ্ণব। আইলেন কুতান্ত, ভৌষণ দণ্ড হাতে ; ভালে জলে কোপাঞ্চি, ভৈৱব-ভালে যথা	২৫০
বৈশ্বানৱ, যবে, হায়, কুলঞ্চি মদন ঘূচাইয়া রতিৱ মৃণাল-ভুঞ্জ-পাণ, আসি, যথা মগ্ন তপঃসাগৱে ভূতেশ, বিধিয়াছিলা অবোধ মহেশেৱ হিয়া	২৫৫
ফুলশৰে। আইলেন বৰুণ দুৰ্জ্যম, পাণ হস্তে জলেখৰ, বাগে আৰি বাঙা— তড়িত-জড়িত ভীমাকৃতি যেৱ যেন।	২৬০
আইলা অনকাপতি সাপটিয়া ধৰি	

গদাবর । আইলেন হৈমবতী-স্তুত,
তারকসূদন দেব শিখীবরাসন,
ধূর্কুর্বাণ হাতে দেব-সেনানী । আইলা ২৫৫
পবন সর্বদমন । আৱ কৰ কত ?
অগণ্য দেবতাগণ বেড়িলা বাসবে,
যথা (নৌচ সহ যদি মহত্তেৰ খাটে
তুলনা) নিষ্ঠাসুজনী নিশীথিনী ঘৰে,
তারাকৃষ্ণলা মহিষী, আসি দেন দেখা ২৬০
মৃচুগতি, জোনাকেৱংবৃহ প্রতিসরে
যেৰে তক্ষবৰে, রঞ্জকিৰীট পৰিয়া
শিৰে—উজলিয়া দেশ বিমল কিৰণে ।
কহিতে লাগিলা তবে দেব পুৰন্দৰ ;—
“সহশ্রেক বৎসৱ এ চতুরঙ্গ দল ২৬৫
ছুর্বীৱ, দানব সঙ্গে ঘোৱতৰ রণে
নিৰস্তৰ যুৱি, এবে নিৰস্ত সময়ে
দৈববলে । হাঘ, দৈববল বিনা কেবা
এ জগতে তোমা সবা পাৱে পৰাজিতে,
অজেয়, অমৱ, বৌৰহূলশ্ৰেষ্ঠ ? বিনা ২৭০
অনস্ত, কে ক্ষম, যম, সৰ্ব-অন্তকাৰি,
বিমুথিতে এ দিক্পালগণে তোমা সহ
বিগ্রহে ? কেমনে এবে এ দুর্জয় বিপু—
বিধিৰ প্ৰসাদে দুষ্ট দুর্জয়, কেমনে
বিনাশিবে, বিবেচনা কৰ দেবদল ? ২৭৫
যে বিধিৰ বৰে ত্ৰিদিবেৰ সিংহাসনে
বসি আমি বাসব, আমাৱ প্ৰতি তিনি
মহা প্ৰতিকূল । হাঘ, এ কাশুৰ্কৰাঙ্গ
যথা আজি ধৰি আমি এই বাম কৱে ।
এ ভীষণ বজ্জ্ব আজি নিষ্ঠেজ পাৰক ।” ২৮০

শুনি দেবেজ্ঞেৰ বাণী, কহিতে লাগিলা
অন্তক, গভীৱ স্বৰে গৱজ্ঞে যেমতি

- মেঘকুলপতি কোপে, কিম্বা বারণারি
বিদরিষা বস্তুধার বক্ষ বজ্জ-নথে
রোমাবেশে । “না পারি বুঝিতে, দেব, আমি
বিধির এ লীলা ? যুগে যুগে পিতামহ
এইরূপে বিড়ন্নেন অমরের কুল ;
২৮৫
- বাড়ান দানব-দর্প, শৃগালের হাতে
সিংহেরে দিয়া লাঙ্গনা । তপে তৃষ্ণ তিনি ;—
যে তাহারে ভক্তি ভাবে ভজে, তিনি তার
বশীভৃত । আমরা দিকপালগণ যত
অত সতত স্বকার্যে—লালনে পালনে
এ ভবমণ্ডল, তাবে পুঁজিতে অক্ষম
যথাবিধি । অতএব যদি আজ্ঞা কর,
ত্রিদিবের পতি, এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে
নাশি এ জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—অতল জলতলে ।
২৯০
- পরে এড়াইয়া সবে সংসারের দায়,
যোগ ধর্ম অবলম্বি, নিশ্চিন্ত হইয়া
তুষি চতুরাননে, দানব-ভয় ভুলি,
ভুলি এ দুঃখ, এ স্বৰ্থ । কে পারে সহিতে—
হায় রে, কহ দেবেন্দ্র, হেন অপমান ?
এই মতে স্মষ্টি যদি পালিতে ধাতার
ইচ্ছা, তবে বৃথা কেনে আমা সবা দিয়া
মথাইলা সাগর ? অমৃত পানে মোরা
অমর ; কিন্তু এ অমরতার কি এই
ফল ? হায়, নীলকণ্ঠ, কিসের লাগিয়া
ধর হস্তাহল, দেব, নীল কণ্ঠদেশে ?
২৯৫
- জলুক জগত ! ভস্ম কর বিশ্ব, ফেল
উগরিয়া সে বিষাণু । কাব হেন সাধ
আজি ষে সে ধরে প্রাণ অমরের কুলে ?”
৩০০
- এতেক কহিয়া দেব সর্ব-অস্তকারী

କୁତାଙ୍ଗ ହଇଲା କ୍ଷାଣ୍ଟ ; ରାଗେ ଚକ୍ରଦୟ
ଲୋହିତ-ବରଣ, ବାଣୀ ଜବାୟଗ ଯେନ ।

ତବେ ସର୍ବଦମନ ପବନ ମହାବଲୀ
କହିତେ ଲାଗିଲା, ଯଥା ପର୍ବତ-ଗହରେ
ହହଙ୍କାରେ କାରାବନ୍ଦ ବାରି, ବିଦରିଆ

ଅଚଳେବ କର୍ଣ୍ଣ ;—“ଶାହ କହିଲା ଶ୍ରମ,
ଅସ୍ଥାର୍ଥ ନହେ କିଛୁ । ନିଦାକୃଣ ବିଧି
ଆମୀ ସବା ପ୍ରତି ବାଗ ଅକାରଣେ ସଦା ।

ନାଶେନ ଆପନି ଧାତା, ବିଧି ଯମ । କେନ ?—
କେନ, ହେ ତ୍ରିଦଶଗଣ, କିସେର କାରଣେ

ସହିବ ଏ ଅପମାନ ଆମବା ସକଳେ
ଅମର ? ଦିତିଜ୍ଞକୁଳ ପ୍ରତି ଯଦି ଏତ
ମେହ ପିତାମହେର, ମୂତନ ମୃଷ୍ଟି ମୃଜି,
ଦାନ ତିନି କର୍ମନ ପରମ ଭଜଦଲେ ।

ଏ ମୃଷ୍ଟି, ଏ ସର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତା, ପାତାଳ—ଆମୀ
ମୌନଦୟେର, ବର୍ତ୍ତାଗାର, ମୁଖେର ସଦମ,—
ଏତ ଦିନ ବାହୁବଲେ ବକ୍ଷା କରି ଏବେ
ଦିବ କି ଦାନରେ ? ବୈନତେୟ ଉଚ୍ଚଧାମ

ମେଘାବୃତ—ଥଞ୍ଜନ ଗଞ୍ଜନ ମାତ୍ର ତାର ।
ଦେହ ଆଜ୍ଞା, ଦେବେଶ୍ୱର, ଦୀଢ଼ାଇୟା ହେଥା—

ଏ ବ୍ରକ୍ଷମଶୁଳେ—ଦେଖ ସବେ, ମୃହର୍ତ୍ତକେ,
ଏକ ନିମିଷେ ଏ ମୃଷ୍ଟି, ବିପୁଳ, ସୁନ୍ଦର,
ମାଣି ଆୟି—ଲାଗୁତଣ କବି ତ୍ରିଙ୍ଗଳ ।”

କହିତେ କହିତେ ଭୌମାକୃତି ପ୍ରଭଞ୍ଜନ
ନିଶାମ ଛାଡ଼ିଲା ରୋଷେ । ଧର ଧର କରି
ଧାତାର କନକ-ପଦ୍ମ-ଆସନ ଯେ ଶ୍ଵଲେ
ସେ ଶ୍ଵଲ ବ୍ୟାତୀତ—ବିଶ କୌପିତେ ଲାଗିଲ ।
ଭାଙ୍ଗିଲ ପର୍ବତଚଢ଼ା । ଡୁବିଲ ସାଗରେ
ତରୀ । ଡରି କେଶରୀ, ପର୍ବତ-ଗୁହା ଛାଡ଼ି,

୩୧୫

୩୨୦

୩୨୯

୩୩୦

୩୩୫

୩୪୦

পলাইলা ক্রত বেগে । গর্ভিণী রঘণী
ভয়াকুলা যুবতী অকালে প্রসবিলা ।

তবে ষড়ানন তারকারি, অমুপম
রূপে, হৈমবতী সতী কৃতিকা ফাহারে
পালিয়াছিলা, সরসী রাজহংস-শিশু
পালে যথা আদরে, সেনানী মহারথী,
পার্বতীনন্দন, রণে প্রচণ্ড প্রহারী,
কিঞ্চ ধীর, মলয় সমীর যেন, যবে
স্বর্ণবর্ণা উষা সহ অমেন মাঙ্গত
শিশির-মণিত ফুলবনে প্রেমামোদে—
উত্তর করিলা তবে মযুববাহন
মৃহুস্বরে, যথা বাজে মুরারিব দীপী,
গোপিনীর মন হরি, মঞ্চ কুঞ্চবনে ।

“জয় পরাজয় রণে বিধির ইচ্ছায় ।
তবে যদি রথী, যথাসাধ্য যুক্ত করি,
রিপু-সমুখে বিমুখ হয় মহামতি
রংক্ষেত্রে, শরম কি তার ? দৈববলে
বলী যে অরি, সে ষেন অভেগ কবজ্জে
ভূষিত, শতসহস্র তৌক্ষেত্র শর
পড়ে তার শরীরে পর্বত-দেহে যথা
বরিষার জলাসার । আমরা সকলে
প্রাণপনে যুবি আজি সমরে বিরত,
এ নিমিত্তে কে ধিক্কার দিবে আমা সবে ?

বিধির নির্বক কহ কে পারে খণ্ডাতে ?
অতএব শুন ষম, শুন সদাগতি,
চুর্জিয়ে সমরে দোহে, শুন মোর বাণী,
দূর কর মনস্তাপ । তবে যদি বল
কেন বিধির এ:বিধি ? কেন প্রতিকূল
আমা সবা প্রতি হেন দেব পিতামহ ?
কি কহিব আমি দেবকুলের কনিষ্ঠ ?

৩৪৫

৩৫০

৩৫৫

৩৬০

৩৬৫

৩৭০

<p>ମୁଣ୍ଡି, ଶ୍ରିତି, ପ୍ରଲୟ ଯାହାର ଇଚ୍ଛାକ୍ରମେ, ଅନାଦି, ଅନ୍ତ ଯିନି ବୋଧାଗମ୍ୟ, ତା'ର ଯେ ବୌତି, ମେହି ଶ୍ରୀତି । କିମେର କାରଣେ, କେନ ହେନ କରେନ ଚତୁରାନନ, କହ କେ ପାରେ ବୁଝିତେ ? ରାଜୀ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା, କରେ ; ଓଜାର କି ଉଚିତ ବିବାଦେ ରାଜୀ ମହ ?”</p> <p>ଏତେକ କହିଯା ଦେବ କ୍ଷମ ତାରକାରି ହଇଲା ନିଷକ । ତବେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମି-ପତି, ବୀର-କଷ୍ଟ ନାଦେ ଯଥା, ଉତ୍ତର କରିଲା ପ୍ରଚେତା—“ଏ ବୃଥା ବୋଷ କର ମସରଣ, ଆଦିତ୍ୟ-ଦଳ । ଯାହା କହିଲେନ ଦେବ କାର୍ତ୍ତିକୟ, ସତ୍ୟ ତାହା । ଆମରା ସକଳେ ବିଧାତାର ଅଧୀନ, ତାହାର ପଦାନ୍ତି ।</p> <p>ଅଧୀନ ଯେ ଜନ, କହ, ସ୍ଵାଧୀନତା କୋଥା ମେ ଜନେବ ? ଦାସ ସଦା ପ୍ରଭୁ-ଆଜ୍ଞାକାରୀ ।</p> <p>ଦାନବ ଦମନ ଆଜ୍ଞା ଆମା ମବା ପ୍ରତି ; ଏବେ ଦାନବ ଦମନେ ଅକ୍ଷମ ଆମରା ; ଚଲ ଯାଇ ଧାତାର ମମୀପେ, ଦେବଗଣ ।</p> <p>ସାଗର-ଆଦେଶେ ଯବେ ତରଙ୍ଗ-ନିକର ଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତବେଶେ ସଂହାରିତେ ଶିଳାମୟ ବୋଧ, ତାର ବଜ୍ର ପ୍ରତିଘାତ ବେଦନାୟ ଫ୍ରାଫର ହଇଯା, ପୁନଃ ବେଗେ ଘାୟ ଫିରି ମେ ତରଙ୍ଗଚୟ ମିଳୁ ପାଶେ । ଚଲ ଯାଇ ଯଥା ପଦ୍ମଶୋନି ପଦ୍ମାସନ ପିତାମହ ।</p> <p>ନାଶିତେ ଏ ବିପୁଲ ଭୂବନ ସାଧ୍ୟ କାର ତିନି ବିନା ? ତୁମି, ହେ ଅନ୍ତକ ବୀରବର, ସର୍ବ-ଅନ୍ତକାରୀ, କିଞ୍ଚି ବିଧିର ବିଧାନେ,—</p> <p>ଏହି ଯେ ପ୍ରଚାନ୍ଦ ଦୁଃ ଶୋଭେ ତବ କରେ, ଦୁଃଖର, ଯାହାର ପ୍ରହାରେ ହସ କ୍ଷୟ ଅମର ଅକ୍ଷୟ ମେହ, ଚର୍ଣ୍ଣ ନଗରାଜା,</p>	<p>୩୭୫</p> <p>୩୮୦</p> <p>୩୮୫</p> <p>୩୯୦</p> <p>୩୯୫</p> <p>୪୦୦</p>
--	---

- ইহাৰ ভীম আঘাত, বিধি আদেশিলে,
বাজে শ্ৰীৱে কোমল ফুলাঘাত যেন,
যবে কামিনী হানয়ে শৃঙ্খল হাসি
প্ৰিয়দেহে প্ৰণয়নী, প্ৰণয়-কৌতুকে,
ফুলশৰ । তুমি, হে ভীষণ প্ৰভুন,
ভগ্ন ধাৰ নিখাসে বিশাল তক্ষুল,
তৃক্ষ গিৰিশূল, বিৱিক্ষিৰ বলে বলৌ
তুমি, জলশ্ৰোত যথা পৰ্বত প্ৰসাদে । ৪১০
- অতএব দেখ সবে কৰি বিবেচনা,
দেবদল । মোৱ মনে জলে কোপানল
বাড়ব অনল যেন জলধি-হৃদয়ে ।
আমিও এ দুর্দান্ত-দানব-প্ৰহৱণে
ব্যথিত, কিঞ্চ কি কৰি ? এ তৈৱৰ পাশ,
ধাৰ ভয়ে কম্পয়ে জগৎ, হায়, আজি
শ্ৰিয়মাণ মন্ত্ৰবলে মহোৱগ যেন ।” ৪১৫
- তবে অলকাৰ নাথ, এ বিশ্ব ধীহাৰ
ৰহাগাৰ, কহিতে লাগিলা যক্ষপতি,
ৱণে চিৱিজিউৰী, ভীষণ গদাধৰ,
ধনদ ;—“নাশিতে স্থষ্টি, যেমন কহিলা
প্ৰচেতা, কাহাৰ সাধ্য ? তবে যদি থাকে
এ হেন শকতি কাৰো, কেমনে সে জন
দেব কি মানব, পাৱে এ কৰ্ম কৱিতে
নিষ্ঠুৰ ? কঠিন হিয়া হেন কাৰ আছে ? ৪২০
- কে পাৱে নাশিতে তোৱে, জগৎজননি
বহুধে, রে খতুকুলৱমণি, ধীহাৰ
প্ৰেমে সদা মন্ত ভাস্তু, ইন্দ্ৰ—ইন্দ্ৰীৰ
গগনেৰ ? তাৱা-দল ধাৰ সথী-দল ।
সাগৰ ধীহাৰে ধীধে বজ্রভুজ পাশে । ৪২৫
- সোহাগে বাহুকি নিজ শত শিৰোপৱে
বসায় । রে অনন্তে, রে মেদিনি কামিনি,

শ্যামাঞ্জিনি ধনি, যাব অলক ভূষিতে
শজেন সতত ধাতা ফুলবন্ধুচয়
বহুবিধি। ভূধর যাহারে ধরি থাকে । ৮৩৫

হায় রে, কে আছে, কহ হে দিক্পালগণ,
এহেন নির্দয় ? বাহু শঙ্গী গ্রাসিবারে
ব্যাঘ সদা ছষ্ট, কিঞ্চিৎ বাহু—সে দানব ।
আমরা দেবতা—এ কি আমাদের কাজ ?
কে ফেলে অমূল মণি সাঁগরের জলে ৯৪০

চোরে ডরি ? যদি প্রিয়জন যে, সে জনে
গ্রাসে বোগ, কাঁটারীৰ ধাবে গলা কাঁটি
প্রণয়ীন্দ্রিয় কি নিরোগী করে তারে ?
আৱ কি কহিব আমি, দেখ ভেবে সবে ।
যদি ও যতেৱ সহ যতেৱ বিশ্বে ৯৪৫

(শুক কাষ্ঠ সহ শুক কাষ্ঠেৱ ঘৰ্ষণে
যেমনি) জনমে অঞ্চি, সত্যদেবী যাহে
জালান প্রদীপ ভাস্তি-তিয়িৰ নাশিতে ;
কিঞ্চিৎ বৃথা-বাকাবক্ষে কহু নাহি ফলে
সমুচ্চিত ফল ; এ তো অজানিত নহে ; ৯৫০

অতএব চল সবে যাই যথা ধাতা
পিতামহ ! কি আজ্ঞা তোমার, দেবপতি ?”

কহিতে লাগিলা পুনঃ সুরেন্দ্র বাসব
অস্মরারি ;—“পালিতে এ বিপুল জগত
সজন, হে দেবগণ, আমাসবাকার । ৯৫৫

অতএব কেমনে যে রক্ষক সে জন
হইবে ভক্ষক ? যথা ধৰ্ম তথা জয় ।
অন্তায় করিতে যদি আৱস্তি আমরা,
স্বরাস্ত্রে বিভেদ কি থাকিবেক কহ
জগতে ? দিতিজ্জবুদ্ধ অধৰ্মেতে রুত ; ৯৬০

কেমনে আমরা যত অদিতিনদন,
অমুৰ, ত্রিদিব-বাসী, তাৱ স্বৰ্থ ভোগী,

- আচরিব, যেমত আচরে নিশ্চাচর
পাপাচার ? চল সবে ব্রহ্মার সদনে—
নিবেদি চরণে তাঁর এ ঘোর বিপদ ! ৪৬৫
- হে ক্রতৃষ্ণ দণ্ডবীর, সর্ব-অস্তকারি,—
হে সর্বদয়ন বাযুকূলপতি, রণে
অজেয়,—হে তাৰকস্থন ধৰ্মকারি
শিথিধৰজ,—হে বৰণ, বিশ্ব ভৱকৰ
শৰানলে,—হে কুবেৰ, অগ্নকার নাথ,
পুষ্পকবাহন দেৱ, তৌম গদাধৰ
ধনেশ,—আইস সবে যথা পদ্মযোনি
পদ্মাসনে বসেন অনাদি সনাতন। ৪৭০
- এ মহা-সঙ্কট হতে তিনি বিনা আৱ
কে পারিবে উকারিতে এ স্মৰ-স্মাজ
তাহারি রক্ষিত ? চল বিৱিকি সমীপে ।” ৪৭৫
- এতেক কহিয়া দেব ত্ৰিদিবেৰ পতি
বজ্রী, শ্বরিলেন চিত্ৰৰথ মহাৰথী—
গৰুকৰ্বুলেৱ বাজা, রমণীৰমণ,
মহাতেজা।—অগ্ৰসৱ হইয়া অহনি
কৱযোড়ে দেবেজ্ঞে নমিলা চিত্ৰৰথ। ৪৮০
- আশীৰ্বাদ কৱিয়া বাসব যাহামতি
বজ্রপাণি, আদেশিলা গৰুৰ-ঈশ্বৰে
দেবেৰ, —“এ দিক্ষপালগণ সহ আমি
প্ৰবেশিৰ ব্ৰহ্মপুৰী, রক্ষা কৰ, বীৱ,
ত্ৰিদিব-মহিষী তুমি দেবী কুল সহ ।” ৪৮৫
- বিদায় হইয়া স্মৰপতি পূৰ্বলুম
শচীৰ নিকটে, সহ তৌম প্ৰতঞ্জন,
শমন, তপনহৃত তিমিৱিলাসী,
তাৰক নাশক, হৈম কুত্তিকাৰ কোলে
লালিত যে কাঞ্চবৰ, প্ৰচেতা ছৰ্জিয়,
ধনদ অগ্নকানাথ, প্ৰবেশ কৱিলা ৪৯০

ଅକ୍ଷପୁରୀ—ମୋକ୍ଷଧାମ, ଅଗତ-ବାହିତ ।

୫୧୫

ତବେ ଚିତ୍ରବଥ ରଥୀ ଗଞ୍ଜବ-ଈଶ୍ଵର

ମହାବଲୌ, ଦେବଦତ୍ତ ଶଙ୍ଖ ଧରେ କରେ

ଧନିଲା ମେ ଶଙ୍ଖବର । ମେ ଗଭୀର ଧନି

ଶୁନିଯା ଅମନି ତେଜଶ୍ଵିନୀ ଦେବ ମେନା

ଅଗଣ୍ୟ, ଦୁର୍କାର ବଣେ, ଗରଜି ଉଠିଲା

ଚାରି ଦିକେ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅସି, ନାଗବାଣି

ଉଳ୍କୌରି ପାବକ ଘେନ, ଭାତିଲ ଆକାଶେ

୫୦୦

ଭୟକ୍ରମ ! ଉଡ଼ିଲ ପତାକାଚୟ ଯଥା

ରତନେ ରଞ୍ଜିତ ଅଞ୍ଚ ବିହଙ୍ଗମ ଦଲ !

ଉଠି ରଥେ ରଥୀ ଦର୍ପେ ଧନୁ ଟକାରିଲା

ଚାପେ ପରାଇଯା ଶୁଣ । ଗଦା କରେ ଧରି,

କରିପୃଷ୍ଠେ ଚଡେ କେହ, କେଶରୀ ଯେମତି

୫୦୧

ଚଡେ ତୁଳ-ଗିରି-ଶୁଙ୍ଗେ । କେହ ଆରୋହିଲା

(ଗର୍ବଡ ବାହନେ ଯଥା ଦେବ ଚକ୍ରପାଣି)

ଅଞ୍ଚ, ସଦାଗତି ସଦା ବୀଧା ଯାର ପଦେ ।

ଶୂଳ ହଞ୍ଚେ, ଯେନ ଶୂଲୀ ଭୀଷଣ ନାଶକ,

ପଦାତିକ-ବୁନ୍ଦ ଉଠେ ଛହକାର କରି,

୫୧୦

ମାତି ବୀରମଦେ ଶୁନି ମେ ଶଙ୍ଖ ନିନାମ !

ବାଜିତେ ଲାଗିଲ ବଣ-ବାତ୍, ଯାର ବୋଲ

ଶୁନି ନାଚେ ବୀର-ହିୟା, ଡମକୁ ଶୁନିଯା

ନାଚେ ଯଥା ଫଳୀବର—ଦୁରସ୍ତ ଦଂଶ୍କ—

ବିଷାକର ; ଭୌର ଯେ ବିଦରେ ପ୍ରାଣ ତାର

୫୧୧

ମହାଭୟେ ! ସାଜିଲ ନିମିଷେ ମୁର-ମେନା

ଦାନବ ବଂଶେର ଆସ, ରକ୍ଷା କରିବାରେ

ସ୍ଵର୍ଗେର ଈଶ୍ଵରୀ ଦେବୀ ପୌଲୋଦୀ ଶୁନ୍ଦରୀ,

ଆର ଯତ ଶୁନ୍ଦରୀ ; ଯଥା ଘୋର ବନେ

ମହା ଯହୀକହଦଳ, ବିଷାକିତ୍ତା ବାହ

୫୧୨

ଅୟୁତ, ବୃକ୍ଷରେ ସବେ ବଜରୀର କୁଳ,

ଅଳକେ ଅଳକେ ଯାର କୁମ୍ଭ-ରତନ

অমূল জগতে, রাজ-ইঞ্জাণী ছিপ্‌সিত !	
যথা সপ্ত সিঙ্গু বেড়ে সতী বস্ত্রমতী,	
জগৎজননী, ত্রিদিবের সৈন্য দল	৫২৫
বেড়িল ত্রিদিব দেবী অনন্ত-যৌবনা	
শচী, সাপটিয়া ধরি চন্দ্রকার ঢাল,	
আসি, অগ্নিশিখা যেন ; শত প্রতিসরে	
বেড়িলা ইন্দ্র রঘণী চতুরঙ্গ দল ।	
তবে চিত্ররথ রথী, সৃজিয়া মায়ায়	৫৩০
কনক সিংহআসন, অতুল, অমূল	
জগতে, যুড়িয়া কর কহিতে লাগিলা	
পৌলোমীরে. “বসুন এ আসনে, জননি	
দেবকুলেশ্বরি । যথা সাধ্যা, আমি দাস,	
দেবেন্দ্র-অভাবে, রক্ষা করিব আপনে ।”	৫৩৫
বসিলা কনকাসনে বাসব-বাসনা	
মৃগাক্ষী । হায় রে মরি, হেরি ও বদন	
মলিন, না বিদরে কাহার হিয়া আজি ?	
কাহার না কাদে প্রাণ, শরদের শশি,	
হেরি তোরে বাহ্যাসে ? তোরে, রে নলিনি,	৫৪০
বিষপ্লবদনা, যবে কুমুদিনী-সখী	
নিশি আসি, ভাঙ্গপ্রিয়ে, নাশে স্মৃথ তোর ।	
হেরি ইন্দ্রাণীরে যত স্বচাক্ষাসিনী	
দেবকামিনী সুন্দরী, আসি উত্তরিলা	
মৃদুগতি, সঙ্গাষিতে ত্রিদিব মহিষী	৫৪৫
আয়ত-লোচনা । আইলেন ষষ্ঠী দেবী—	
বঙ্গকুলবধূ ধারে পূজে মহাদরে,	
মঙ্গলদায়িনী । আইলেন মা শীতলা,	
দুরস্ত বসন্তাপে তাপিত শরীর	
শীতল ধার প্রসাদে, মহাদয়াময়ী	৫৫০
ধাত্রী । আইলেন দেবী মনসা, ধাহার	
প্রতাপে ভীত ফণীন্দ্র ফণীকুল সহ,	

ପାରକ ନିଷେଞ୍ଜ ସଥା ବାବି-ଧାରା-ବଳେ ।

ଆଇଲେନ ଶ୍ରୀବଚ୍ଚନ୍ତୀ—ମଧୁରଭାଷ୍ଟୀ ।

ଆଇଲେନ ଯକ୍ଷେଖରୀ ମୁରଜା ଶୁନରୀ,

୫୫୫

କୁଞ୍ଜବଗାମିନୀ । ଆଇଲେନ କାମବଧୁ

ବତି ; ହାୟ ! କେମନେ ବର୍ଣ୍ଣିବ ଅନ୍ନମତି

ଆୟି ଓ କ୍ଲପମାଧୁରି—ଓ ହିର ଘୋବନ,

ଯାର ମଧୁପାନେ ଯତ ଶର ମଧୁସଥା

ନିରବଧି ? ଆଇଲେନ ସେନା ଶ୍ଲୋଚନା,

୫୬୦

ସେନାନୀର ପ୍ରଗମିନୀ—କ୍ଲପବତୀ ମତୀ ।

ଆଇଲା ଜାହନୀ ଦେବୀ—ଭୌଷେବ ଜନନୀ ;

କାଲିନୀ ଆନନ୍ଦମୟୀ, ଯାର ଚାଙ୍କ କୁଳେ

ଶୋତେ ରାଧାର ନିକୁଞ୍ଜ, ସଥାଯ ମୁରାରି

ରାଧାପ୍ରେମ-ଡୋରେ-ବୀଧା ରାଧାନାଥ ସନ୍ଦା

୫୬୧

ଭ୍ରମେନ, ଯରାଳ ଯଥା ନଲିନ କାନନେ

ନଲିନୀ-ରମଣ । ଆଇଲେନ ଭଗବତୀ

ତମ୍ଭା, ସହ ମୁରଲୀ ବିମଲସଲିଲା,

ବୈଦେହୀର ସର୍ବୀ ଦୋହେ ।—ଆର କବ କତ ?

ଅଗଣ୍ୟ ଶୁରଶୁନରୀ, କ୍ଷଣପ୍ରଭା ସମ

୫୬୨

ପ୍ରଭାୟ, କିନ୍ତୁ ସତତ ଅଚପଳା ଯେନ

ରତ୍ନକାନ୍ତିଛଟା, ଆସି ବସିଲା ଚୌଦିକେ ;

ସଥା ତାରାବଳୀ ବସେ ନୀଳାଷ୍ଵର ତଳେ

ଶ୍ରୀ ସହ, ଭାବି ଭବ କାଙ୍କନ ବିଭାୟ ।

ବସିଲେନ ଦେବୀକୁଳ ଶଟୀ ଦେବୀସହ

୫୬୩

ବନ ଆସନେ ; ହାୟ, ନୀରବ ଗୋ ଆଜି

ବିଯାଦେ ! ଆଇଲା ଏବେ ବିଶାଧରୀ ଦଳ ।

ଆଇଲା ଉର୍ବନୀ ଦେବୀ—ଜିଦିବେର ଶୋଭା,

ଭବ-ଲଳାଟେର ଶୋଭା ଶ୍ରୀ-କଳା ସଥା

ଆଭାମସ୍ତୀ । କେମନେ ବର୍ଣ୍ଣିବ କ୍ଲପ ତବ,

୫୬୪

ହେ ଲଗନେ, ବାସବେର ଶ୍ରୀହରଣ ତୁମ୍ଭି

ଅବ୍ୟର୍ଥ ! ସେ କ୍ଲପ ହେବି ରାଜା ପୁରସବା,

ইন্দুংশেন্দু শুরেন্দ্র, মোহিত হইয়া
ভুলিয়াছিলা কাশীজ্ঞ দৃহিতা মানিনী
চন্দ্রানন্দা, ভূলে যথা অলি মধুলোভা ৫৮৫
হেরি কমলিনীর মাধুরি নিঙ্গপম,
চূতমঙ্গী ? আইলা চাক চিত্তলেখা—
বিশালাক্ষী যথা লক্ষ্মী—মাধুব-রমণী ।
আইলেন মিশ্রকেশী—ঝাঁর কেশ, তব,
হে মদন, নাগপাশ—অজেয় জগতে । ৫৯০

আইলেন রঙ্গা—ঝাঁর উরুর বর্ণুল
প্রতিকৃতি ধরি বনবধু বিধুমুখী
কদলীর নাম রঙ্গা ভুবনে বিদিত ।
আইলেন অলসুষা—মহা লজ্জাবতী
যথা লতা লজ্জাবতী, কিঞ্চ (কে না জানে ?) ৫৯৫
অপাঙ্গে গৱল—বিশ দহে গো ঘাহাতে ।
আইলেন যেনকা ; হে গাধির নন্দন
অভিমানি, যার প্রেমরস-বরিষণে
নিবারিলা তপোহঞ্চি তোমার পূর্বনৰ,
নিবারয়ে যেষ যথা বরষি আসার
দাবানল । শত শত আসিয়া অপ্সরী
নমি ইন্দ্ৰাণীৰে, দাঢ়াইলা নতভাবে
চারি দিকে ; যথা যবে—হায় রে শ্রবিলে
ফাটে বুক—ত্যজি ব্রজধাম ব্রজপতি
অকুরের সহ চলি গেলা মধুপুরে,—
শোকিনী গোপিনীদল, যমনা পুলিনে,
নীৱবে বেড়িল সবে রাখা বিলাপিনী । ৬০০

ইতি শ্রিতিলোকমাসস্তবে কাব্যে ব্রহ্মপুরী-তোরণ নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

তৃতীয় সর্গ।

হেথা তুবাসাহ সহ ভীম-প্রভুন—
 বাযুকুল-উপর—প্রচেতা পরস্পর,
 দণ্ডুর মহারথী—তপন-তনয়—
 যক্ষদল-পতি দেব অলকার নাথ,
 সুরসেনানী শূরেন্দ্র—প্রবেশ করিলা
 অক্ষপূরী। এড়াইয়া কাঞ্চন-তোরণ
 হীরণ্ময়, চলিলা দিক্পালগণ এবে
 যথা পদ্মাসনে বিবাজেন পদ্মযোনি
 পিতামহ। প্রশংস্ত সুবর্ণ পথ দিয়া
 চলিলা হরযে যত ত্রিদশ উপর।

দুই পাশে শোভে হৈম তরুরাজী, তাহে
 মরকতময় পাতা, ফুল রত্ন-মালা—
 ফল—হায়, কেমনে বাণিব তার ছটা?
 সে সকল তরুশাখা উপরে বসিয়া
 কলস্থে গান করে পিকবরকুল

বিনোদি বিধির হিয়া ! তরুরাজী মাঝে

শোভে পদ্মরাগমণি উৎস শত শত

বরষি অমৃত, যথা রতির অধর

বিশ্বময় বরিষে বচনস্বধা, তুষি

কামের কর্ণকুহর ! সুমন্দ অনিল—

সহগক,—বিবিক্ষির চৰণ-যুগল-

অবিবিলে জন্ম যাব— বহে অমৃক্ষণ

আমোদে পুরিয়া পুরী ! কি ছার ইহার

কাছে বনস্থলীর নিখাস, যবে আসি

বসন্তবিলাসী আলিঙ্গয়ে কামে মাতি

সে বনস্থলী, সাজাইয়া তহু তার

ফুল-অভরণে ! চারিদিগে দেবগণ

হেরিলা অমৃত হর্ষ্য বয়, প্রভাকৰ

১

১০

১৫

২০

২৫

যথা শুমের নগেন্দ্র—অতুল জগতে !

তাহে শুধে করে বাস ব্ৰহ্মপুৱবাসী,

ৰমায় রম উৱসে যথা শ্ৰীনিবাস

মাধব ! কোথায় কেহ কুসুম কাননে,

কুসুম আসনে বসি, সৰ্ববীণা কৰে,

গায় মধুৱ সঙ্গীত ; কোথায় বা কেহ

অমে, সদানন্দ সম সদানন্দ মনে

৩৫

মঙ্গু কুঞ্জে, বহে যথা পীযুষ-সলিলা

নদী, কল কল রব কৰি নিৰবধি,

পৱি বক্ষস্থলে হেম-কমলেৰ দাম ;—

নাচে সে কনকদাম মলয় হিঙ্গোলে,

যথা উৰ্বশী-হৃদয়ে মন্দারেৰ মা঳া,

৪০

যবে বৃত্য-পৱিশ্বে ঙ্গাস্তা সৌমন্তনী

ছাড়েন ঘন নিখাস, সৌৱতে পূৰিয়া

দেব-সভা ! কাম—হায়, বিষম অনল

অস্ত্ৰিত, দহে যে হৃদয়, যথা দহে

সাগৰ বাঢ়বানল ! ক্ষোধ বাতময়,

৪৫

উথলে—যে শোণিত-তৰঙ্গ, ডুবাইয়া

বিবেক ! দুৰস্ত লোভ—বিৱামনাশক,

হায় রে গ্রাসক যথা কাল, তবু সদা

অশনায় পীড়িত ! মোহ—কুসুম ডোৱ,

কিন্তু তোৱ শৃঙ্খল, রে ভব-কাৱাগার,

৫০

দৃঢ়তৱ ! মায়াৰ অজেয় নাগপাণ !

যদ—পৱযন্তকাৰী, হায়, মায়া-বায়ু,

ঝাপায় যে হৃদয়, কুবস যথা দেহ

রোগীৰ ! মাংসৰ্য—পৱোন্তুখে ঘাৰ সুখ,

গৱলকৰ্ণ !—এ সব দুষ্ট রিপু, শাৱা

৫৫

প্ৰবেশি জীৱনফুলে, কীট যেন, নাশে

সে ফুলেৰ অপৰূপ রূপ, এ নগৱে

নারে প্ৰবেশিতে, যথা বিষাক্ত ভুজগ

মহোবধাগারে । হেথা জিতেক্ষিয় সবে—

অঙ্কার নির্সর্গধারী, যথা নদচষ

৬২

বহিয়া ক্ষীর সাগরে লভয়ে ক্ষীরতা !

হেরি এ নগর কাস্তি, আস্তিমদে মাতি,

তুলিলা দেবেশদল মনের বেদন।

মহানন্দে ! কুসুমকাননে পশি, কেহ

৬৩

তুলিলা স্মৰ্ণ ফুল ; কেহ, ক্ষুধাতুর,

পাড়িয়া অযুক্ত ফল ক্ষুধা নিরাপিলা ;

কেহ পান করিলা পীযুষ-মধু স্মৰ্থে ;

কেহ কেহ সঙ্গীত-তরঙ্গে রঞ্জে ঢালি

মনঃ, হৈম তক্ষ্মূলে নাচিলা কৌতুকে ।

এইক্ষণপে অমিতে অমিতে দেবগণ

৭০

উত্তরিলা বিরিক্ষিয় মন্দির-সমীপে

স্বর্ণময় ; হীরকের সুস্ত সারি সারি

শোভিছে সমুখে, দেবচক্ষ ধার আভা

ক্ষণ সহিতে অক্ষম ! কে পারে বর্ণিতে

তাহার সদন বিখ্যুত সনাতন

৭১

যিনি ? কিম্বা কি আছে গো এ ভবমণ্ডলে

যার সহ তাহার তুলনা করি আমি ?

মানব-কল্পনা করু পারে কি কল্পিতে

ধাতার বৈভব—যিনি বৈভবের নিধি ?

মন্দির দুয়ারে দেখিলেন দেবগণ

৭২

বসিয়া কনকাসনে বিশদবসন।

ডক্টি—শক্তি—কুলেবৰী, পতিত-পাবনী

মহাদেবী । অমনি দিক্ষপাল দল মিথি

সাষ্ঠাঙ্গে, পুজিলা তাঁর চৱণকমল ।

“হে জননি,”—করযোড়ে কহিলা বাসব—

৭৩

“হে জননি, উষা যথা নাশেন তিমির,

কল্যনাশিনী তুমি ! এ ভবসাগরে

তুমি না রাখিলে, মাতঃ, তুবে গো সকলে

অসহায় ! হে জননি, কৈবল্যাদায়িনি,
কৃপা কর আমা সবা প্রতি—তব দাস।”—

১০

শুনি শ্঵রপতি স্তুতি, ভঙ্গি শঙ্কৌশ্রবী
আশীর করিলা দেবী যত দেবগণে
যুদ্ধ হাসি ; পাইলেন দিব্য চক্ষু সবে।
তবে অপর আসনে দেখিলা সকলে
দেবী আরাধনা—ভঙ্গি দেবীর স্বজনী,
একপ্রাণ দোহে। পুনঃ সাষ্টাঙ্গে নমিয়া,
কহিতে লাগিলা শচীকান্ত কৃতাঞ্জলি—
পুটে—“হে জননি, যথা আকাশমণ্ডলী
নিনাদবাহিনী, তথা তুমি, শঙ্কৌশ্রবী,
বিধাতার কর্ণমূলে বহ গো সতত
সেবক হৃদয়-বাণী। আমা সবা প্রতি
দয়া কর, দয়ায়ি, সদয় হইয়া।”

১৫

শুনিয়া ইঙ্গের বাণী, দেবী আবাধনা—
প্রসন্নবদনা মাতা—ভঙ্গি পানে চাহি,
—চাহে যথা শূর্য্য-মুখী ব্রবিছবি পানে—
কহিলা—“আইস ওগো! সথি বিধুমুপি,
চল যাই লইয়া দিক্পালদল যথা
পদ্মাসনে বিরাঙ্গেন ধাতা ; তোমা বিনা
কে পারে খুলিতে, সথি, এ হৈম কপাট ?”—
“খুলি এ কপাট আমি বঢ়ে ; কিন্তু, সথি,”
(উত্তর করিলা ভঙ্গি) “তোমা বিনা কার
বাণী শুনি কর্ণদান করেন বিধাতা ?
হে স্বজনি, মধুরভাষিণি, চল যাই,—
খুলি আমি দুয়ার ; সদয় হয়ে তুমি
অবগত করা ও ধাতারে, কি কারণে

১১০

আসি আজি উপস্থিত হেথা দেবদল।”

১১৫

তবে ভঙ্গি দেবীশ্রবী সহ আবাধনা
অমৃত-ভাষিণী, লয়ে দেবপতিদল

প্ৰবেশিলা ধাতাৰ মন্দিৰে মন্দগতি	
নতভাৱে । কনক-কমলাসনে তথা	১২০
দেখিলেন দেবগণ স্বয়ম্ভু লোকেশ ।	
শত শত ব্ৰহ্মৰূপি বসে চাৰি দিগে,	
মহাতেজা, স্ত্ৰীয় জিনিশা স্ত্ৰীস্পতি,	
কাঞ্চন-কৰীটি শিরে । অভা—আভাময়ী,	
মহাকৃপবতী সতী—দীঢ়ান সমুথে—	১২৫
যেন বিধাতাৰ হাস্তাবলী মূর্তিমতী ।	
তাঁৰ সহ দীঢ়ান সুবৰ্ণবীণা কৰে,	
বীণাপাণি কমলবাসিনী, বিনোদিয়া	
সঙ্গীতমুখা বৰ্ণণে বিৱিক্ষিঃসহস্য,	
যথা মন্দাকিনী দেবী—ত্ৰিলোক-তাৰিণী—	১৩০
কলকলবৰবে সদা তুষেন অচল-	
কুল-ইন্দ্ৰ হিমাচল—মহানন্দময়ী !	
থেতুজা, থেতাজ্জে বিৱাজে পা দুখনি,	
অক্ষোৎপল দল যেন মহেশ-উৱসে ;—	
অগং-পূজিতা দেবী—কবিকুল-মাতা !	১৩৫
হেৱি বিৱিক্ষিৰ পাদ-পদ্ম, স্বৰদল,	
অমনি শচীৰমণ সহ পঞ্জন—	
নমিলা সাঠাঙ্গে ; তবে দেবী আৱাধনা	
যুড়ি কৰ কলস্বৰে কহিতে লাগিলা ;—	
“হে ধাতঃ, জগত-পিতঃ, দেব সনাতন,	১৪০
দয়াসিঙ্ক ! সুন্দ উপসুন্দামুৰ বলী,	
মহাবলে দলিলা মেৰতা দল বণে,	
বসিয়াছে দেবাসনে দেবাৰি পামৰ,	
লঙ্ঘভণ্ড কৰি স্বর্গ—দাবামল যথা	
কুস্মকাননে পশি নাশে কুপ তাৰ	১৪৫
সৰ্বভুক ! রাজ্যচূড়ত, বণে পৰাভূত,	
তোমাৰ আশ্রম চায় নিৰাশৰ এবে	
দেবদল,—নিদাদাৰ্ত পথিক যেষতি	

তরুবর-পাশে আসে আশ্রম-আশায় ।—
হে বিভো জগৎযোনি, অযোনি আপনি,
জগদন্ত নিরস্তক, জগতের আদি
অনাদি ! হে সর্বব্যাপি, সর্বজ্ঞ, কে জানে
মহিমা তোমার ? হায়, কাহার রসনা—
দেব কি মানব—গুণ কীর্তনে তোমার
পারক ? হে বিশ্বপতি, বিপদের জালে
বক্ষ দেবকুলে, দেব, করহ উক্তার !”—

১৫০

এতেক নিবেদি তবে দেবী আবাধনা
নীরব হইলা মাতা সেবক-হৃদয়-
বাণী-বাহিনী, নমিয়া ধাতার চরণে
কৃতাঞ্জলিপুটে । শুনি দেবীর বচন—
কি ছার তাহার কাছে কোকিলার বোল
মধুসপ্তী ?—উত্তর করিলা সনাতন-
ধাতা ; “এ বারতা, বৎসে, অবিদিত নহে ।
সূন্দরুপসূন্দর দৈব-বলে বলী ;
কঠোর তপস্পাফলে অজ্ঞয় জগতে ।
কি অমর কিবা নর সমরে দুর্বার
দোহে ! ভাত্তভেদ ভিন্ন অঙ্গ নাহি পথ
নিবারিতে এ দানবদ্বয় । বায়ু-সখ
সহ বায়ু আক্রমিলে কানন, তাহারে
কে পারে রোধিতে—ক'র হেন পরাক্রম ?”—

১৬০

এতেক কহিলা দেব দেব-প্রভাপতি ।
অমনি করিয়া পান ধাতার বচন-
মধু, ব্রহ্ম-পুরী স্থৰতরজে ভাসিল ।
উজ্জ্বলতর হইলা প্রভা আভাময়ী—
বিশাল-নয়না দেবী । অখিল জগত
আমোদিল সৌরভ, পক্ষজ্ঞ বন যেন
অযুত ফুটিয়া, মন্দ মলয়-অনিলে
দিল পরিমল-মুখ্য—বরবরে যথা

১৬৫

১৭০

১৭৫

স্বর্খে দান করে পিতা দৃহিতা-বরতন ।

১৮০

যথায় সাগর মাঝে প্রবল পবন

বলে ধরি পোত, হায়, ডুবাইতেছিল

তারে, শাস্তি-দেবী—মাতা বিরামদায়িনী,

অরা উত্তরিয়া তথা শাস্তিগা মারতে ।

যথায় কাল নশ্চর-নিশ্চাস-অনলে

ভস্ময় জীবকুল, ফুলকুল যথা

১৮৫

নিদায়ে, জীবনায়ত প্রবাহ বহিলা

তথায়, জীবন দান করিয়া সকলে—

নিশির শিশির-বিন্দু সরসে ঘেরতি

প্রস্তুন, নীরস, মরি, নিদায় জলনে ।

১১০

গ্রুবেশিলা মঙ্গল—মঙ্গল-প্রদায়িনী,

প্রতি গৃহে ; শঙ্কে পূর্ণা হাসিলা বস্ত্রধা ;

প্রমোদে মোদিল বিশ্ব বিশ্বয় মানিয়া !

তবে ভক্তি শক্তীখরী সহ আরাধনা—

প্রফুল্লবদনা যথা কমলিনী, যবে

১১৫

ত্রিষাপ্তি তপন তিমিরে তাড়াইয়া

আসি দেন দেখা দেব উদয় অচলে—

লইয়া দিক্পালদল, যথা বিধি পূজি

বিধি, বাহির হইলা ব্রহ্মালয় হতে ।

“হে বাসু,” কহিলেন ভক্তি মহাদেবী,

“সুরেন্দ্র, সতত রত থাক ধর্মপথে ।

২০০

তোমার হৃদয়ে, যথা রাজেন্দ্র-গন্দিরে

রাজলক্ষ্মী, বিরাজ করিব আমি সদা ।”

“বিধুমূর্তী সথী মম ভক্তি শক্তীখরী”—

কহিলেন আরাধনা শুভ্ মন্দ হাসি—

২০৫

“বিবাজেন যদি সদা তোমার হৃদয়ে,

শচীকান্ত, নিতান্ত জানিও আমি তব

বশীভৃতা ! শশী যথা কৌমূরী সেখানে ।

মণি, আভা, একপ্রাণা ; জড়ো এ বৃতনে,

অযতনে আভা লাভ কবিবে দেবেশ !
কালিন্দীরে পান সিন্ধু গঙ্গার সঙ্গমে !”

২১০

বিদ্যায হইলা তবে স্মৃতিল, সেবি
দেবীদ্বয় চরণ-কমল নতভাবে ;
বিদ্যায হইয়া সবে ভূমিতে ভূমিতে
উত্তিল। পুনঃ যথা পীযুষ-সলিল।
নদী বহে নিরবধি কল কল রাবে
সুবর্ণ-তটিলী ; যথা অমরী বল্লবী ;
তরুবর অমর ; অপূর্ব-কল্পধারী
ফুলকুল সাজায নিকুঞ্জবন, পূরি
সৌরভ সুধায় পূরী। স্বর্ণতরু মূলে—
শতরঞ্জিত কুসংগমে—বসিলেন সবে।

২১৫

২২০

তবে স্মৃতিপতি দেব পৌলোমী-বল্লভ
অস্মরারি কহিলেন ঈষৎ হাসিয়া—
“দিতিজ-তুজ-প্রতাপে, রূপ পরিহরি,
আইলাম আমাসবে ধাতার সঙ্গীপে
ধায়ে রড়ে—বিধির বিধান বোধাগম !
আত্মভেদ ভিৱ অন্য নাহি পথ ; এই
সক্ষেত বাকেয় কি বুৰু, কহ, দেবগণ ?
সাবধানে বিচার কৰহ সবে ; দেখ
কি মৰ্ম ইহার ! দুধে জল যদি থাকে,
তবু রাজহংসপতি পান করে তাবে,
তেয়াগিয়া তোয়ঃ। কে কি ভাব, বল, শুনি !”—

২২৫

২৩০

উত্তর করিলা যম ;—“এ বিষয়ে আমি,
হে দেবেন্দ্র, শ্বেতারি আপন অক্ষমতা ।
বাহু-প্রবাহ্মে কৰ্ষ-নির্বাহ ঘেখানে
সেখানে আমি ; এ দণ্ড, প্রচণ্ড-ঘাতক—
শিখিয়াছি ধরিতে, স্মৃতে ; নাহি জানি
চালাইতে লেখনী, পশিতে শঙ্কার্গবে
অর্থরঞ্জ-লোভে ধেন—বিষ্ণার ধীবর !”

২৩৫

“আমিও অক্ষয় যম-সম”—কহিলেন

প্রভঞ্জন—“সাধিবাবে তোমার এ কাঙ্গ,

২৪০

বাসব ! করৌ কব যথা, পারি আমি

উপাড়িতে তরুবর, চুণিতে পায়াণ,

ধীর ভূধরে অধীর করিতে আঘাতে

বজ্রসম ; কিন্তু নারি বাছিয়া তুলিতে

এ শৃষ্টি, হে নমুচিসূদন শটীপতি !”—

২৪১

উভয় করিলা তবে শুন্দ যড়ানন

তারকারি ;—“দেহ, ওহে দেবকুলপতি,

দেহ অশুমতি মোরে, যাই আমি যথা

বসে শুন্দ উপসূন্দ—দুরস্ত অমুর।

২৫০

শুনি মোর শঙ্খপুরি ক্লষিবে অমনি

উভে ; আমি কহিব—যে তোমাদের মাঝে

বীরশ্রেষ্ঠ, তার সহ বিগ্রহ আমার।

ভাই ভাই বিরোধ হইবে এ হইলে।

শুন্দ কহিবেক আমি বীর চূড়ামণি ;

২৫৫

উপসূন্দ এ কথায় সায় নাহি দিবে

অভিমানে। কে আছে, কহ গো দেবগণ,

শোকাকুলে, শীকারে যে আপন ন্যূনতা ?

ভাই ভাই বিবাদ হইলে, একে একে

২৬০

বধির উভয়ে আমি বিধির প্রসাদে—

বধে যথা বারণারি বারণ-উৎসরে।”

শুনি দেমানীর বাণী, ঈষৎ হাসিয়া

কহিতে লাগিলা দেব শক্তকুল রাজ।

ধনেশ ;—“যা কহিলেন হৈমবতী শৃত,

কুত্তিকাকুলবল্লভ, মনে নাহি লাগে।

২৬৫

কে না জানে ফণীসহ বিষ সহবাসী ?

দংশিলে ভূজঙ্গ, বিষঅশনি অমনি

বাযুগতি পথে অঙ্গে—দুর্বার অনল।

- যথায় যুক্তিবে স্মৃতির দুষ্টমতি,
নিষ্কোষিবে অসি তথা উপস্থন্দ বলী
সহকারী ; উভয়ের বিক্রম উভয় । ২৭০
- বিশেষতঃ কৃট-যুক্তে দৈত্যদল রত ।
পাইলে একাকী তোমা, হে উমাকুমার,
অবশ্য অগ্ন্যায় যুদ্ধ করিবে দানব
পাপাচার । পড়িবে শঙ্কটে, বীরবর,
বৃথায় ! আমার বাণী শুন, দেবপতি
মহেন্দ্র ; আদেশ মোরে, ধনজালে বেড়ি
বধি আমি—যথা ব্যাধ বধয়ে শার্দুল,
আনাঘ-মাঝারে তারে আনিয়া কৌশলে—
এ দুষ্ট দন্তজ দোহে ! অবিদিত নহে,
বস্তুমতী সতী মম বস্তু পূর্ণাগাব,
যথা পক্ষজিনী ধনী ধরয়ে ষতনে
কেশর—মদন অর্থ । বিবিধ রতন—
তেজঃপুঞ্জ, নয়নরঞ্জন, রাণি রাণি,
দেহ আজ্ঞা, দেব, দান করি দানবেরে । ২৮০
- করি দান স্বর্বণ—উজ্জল বর্ণ, সহ
রজত, স্মৃথেত যথা দেবী শ্বেতভূজা ।
ধনলোভে উন্মত্ত উভয় দৈত্যপতি,
অবশ্য বিবাদ করি মরিবে দুজনে—
মরিয়াছিল যেমতি লোভী বিভাবসু
সহ স্বপ্নতীক আতা দ্বন্দ্ব—মন্দমতি !”—
উত্তর করিলা তবে জলেশ বক্ষণ
পাশী ;— “যা কহিলে সত্য, গুহ্যক-ঈশ্বর !
অর্থে লোভ ; লোভে পাপ ; পাপ—নাশকারী ।
কিন্ত ধন কোথা এবে পাবে, ধনপতি ?
কোথায় তোমার বস্তুধারিণী বস্তুধা
শ্বামা ? ভুলিলে কি আজি, আমরা সকলে
দীন, হিমানীতে তরু পত্রহীন যথা ! ২৯০
- ২৯৫

- ୩୦୦
- ଆର କି ଆଛେ ଗୋ ଦେବ, ମେ ସବ ବିଭବ ?
 ଆର କି—କିନ୍ତୁ ଏ ମିଛା ବିଲାପେ କି କାଜ ?
 କହ, ଦେବକୁଳନିଧି, କି ବିଧି ତୋମାର ?”
- ୩୦୫
- କହିତେ ଲାଗିଲା ତବେ ଦେବ ପୁରମର
 ଅମୁଖାରି ;—“ଅଞ୍ଜାତ ସଲିଲେ ଭାସି ଆମି
 କର୍ଣ୍ଣଦାର, ଭାବନାୟ ଚିନ୍ତାୟ ଆକୁଳ,
 ନା ଦେଖିଯା ଅଷ୍ଟକୁଳ କୂଳ କୋନ ଦିକେ ।
- ୩୧୦
- କେମନେ ଚାଲାବ ତରୀ ବୁଝିତେ ନା ପାରି ?
 କେମନେ ହଇବ ପାର ଅପାର ସାଗବ ?
 ଶୃଙ୍ଗୁଣ ଆମି ଆଜି ଏ ଘୋବ ସମରେ ।
- ୩୧୫
- ବଜ୍ରାପେକ୍ଷା ତୀଙ୍କ ମମ ଯତ ପ୍ରତରଣ,
 ତା ସକଳେ ନିବାରଣ କରିଯାଇଛେ ରଣେ
 ଅମ୍ବର । ସମ୍ମ ଦୁଷ୍ଟ ଭାଇ ହୁଇ ହୁନ
 ଆରଙ୍ଗିଲା ତପଃ, ଆମି ପାଠାଇ ସତନେ
- ୩୨୦
- ଉର୍ବନୀ ରଙ୍ଗସୀ—ଯାର କେଶ ନାଗପାଶ,
 ଅପାଙ୍ଗ ଗରଲମୟ, ସୁରଭି ନିଶ୍ଚାସ
 କାମବାତ—ଅଧୀଵିଷ୍ଣୁ ଭୂଧର-ହଇତେ-
 ଧୀର-ଯୋଗୀଙ୍କ ହନ୍ଦୟ । କିନ୍ତୁ ଦୈବବଳେ
 ବିଫଳ ମେ ଶର । ସଥା ଶୈଳଦେହେ ବାଜି,
 ବାଜୀବ ଫିରିଯା ପଡ଼େ ତାର ପଦତଳେ
 ହାନେ ଯେ ଅବୋଦ ତାରେ—ଉର୍ବନୀ ଫିରିଲ ।—
- ୩୨୫
- ବୃଥା ମୋରେ ଜିଜ୍ଞାସହ, ଜଲଦଳପତି !”
- ୩୩୦
- ଏତେକ କହିଯା ଦେବ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାସବ
 ନୀରବ ହଇଲା ଏବେ, ନିଶ୍ଚାସ ଛାଡ଼ିଯା
 ବିଷାଦେ । ନୀରବ ଦେଖି ପୌଲୋମୀରଙ୍ଗନେ,
 ଆର ପଞ୍ଚଜନ ବସିଲେନ ମୌନଭାବେ ।
- ୩୩୫
- ହେନ କାଳେ—ବିଧିର ଅନ୍ତୁତ ଲୀଳାଥେଲା
 କେ ପାରେ ବୁଝିତେ ଗୋ ଏ ବ୍ରନ୍ଦାଗୁମଣେ ?—
 ହେନ କାଳେ ଅକ୍ଷ୍ମାଂ ହଇଲ ଦୈବବାଣୀ ।
 “ଆନି ବିଶକର୍ମାୟ, ହେ ଦେବଗଣ, ଗଡ଼

বরাঙ্গনা—অঙ্গুলা অঙ্গনাকুলে বালা ।

ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম

৩৩০

ভূত, সবা হইতে লইয়া তিল তিল,

সূজ এক প্রমদা—ভুবন-প্রমোদিনী ।

তা হতে হইবে নষ্ট দৃষ্ট অমরারি ।”—

তবে দেবপতি, শুনি আকাশ-সন্ধিবা-

সরস্বতী-ভারতী, আদেশিলা, পবনে

৩৩৫

হষ্টমতি,—“যাও, ওহে বায়ুকুল রাজা,

জ্ঞতগতি, আন হেথা বিশ্বকর্মা, বৌর !”

শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, অমনি তথনি

উড়িলা আকাশমার্গে দেব প্রভঞ্জন

আশুগ ;—কাপিল বিশ্ব থর করি

৩৪০

আতকে ! প্রমাদ গণি অহিংস হইলা

জীবকুল ! যথা যবে প্রগঘের কালে,

টঙ্কারিয়া পিনাক পিনাকী পশুপতি

হতঙ্কারে পাশুপত ছাড়েন তৈরব,

ঘোর রবে উড়ে বাণ আকাশমণ্ডলে

৩৪৫

বাতময়, উদ্গীরিয়া কালানল-শিখা !

চলি গেলা পবন, পবনবেগে দেব

শূঘ্নপথে । হেথা ব্রহ্মপুরে পঞ্জন

ভাসিলা—মানস সরে রাজহংস যথা—

আনন্দ সলিলে সদানন্দের সদনে !

যে ধাহা ইচ্ছিলা তাহা পাইলা তথনি ।

যে আশা, এ ভব মঞ্চদেশে মরীচিকা,

বিধির আলয়ে ফলবতী নিরবধি

মাগিলেন স্মৃথা শচীকাস্ত শাস্ত্রমতি ;

অমনি স্বধালহরী চুম্বিলেক আসি

৩৫০

ইন্দ্রের ইন্দুবদন—চূম্বয়ে যেমতি

শীধুমধুমধুরা প্রমদা নিতিষ্ঠিনী

প্রাণসখা । চাহিলেন ফল জনপতি ;

ରାଶି ରାଶି ଫୁଲ ଆସି ସୁବର୍ଣ୍ଣବଦନ—
ପଡ଼ିଲ ସମ୍ମୁଖେ । ସାଚିଲେନ ଫୁଲ ଦେବ-
ଦେନାନୀ ; ଅୟୁତ ଫୁଲ, ଶୁଵକେ ଶୁଵକେ
ବେଡ଼ିଲ ଶୂରେନ୍ଦ୍ରେ ସଥା ଚଞ୍ଜେ ତାରାବଲୀ ।
ବୃଦ୍ଧାମନ ମାଗି ତାହେ ସମିଳା କୁବେର—
ମନିମୟ ଶେଷେର ଅଶୋଷ ଦେହୋପରେ
ଶୋଭିଲେନ ସେନ ପୀତାନ୍ତର ଚିନ୍ତାମଣି ।

୩୬୦

୩୬୫

୩୭୦

ଏଡାଇୟା ବ୍ରଙ୍ଗପୁରୀ, ବାୟ-କୁଳ-ବାଜା
ପ୍ରତ୍ତନ, ବାୟୁବେଗେ ଚଲିଲେନ ବୀର
ସଥାୟ ବସେନ ବିଶୋପାନ୍ତେ ମହାମତି
ବିଶକର୍ମୀ । ଉଡ଼ିଲା ଆକାଶପଥେ ରଥୀ
ବାତାକାର, ଉଥିଲିଯା ନୀଳାଷ୍ଵର ସେନ
ନୀଳ ଅମ୍ବୁରାଶି । କତ ଦୂରେ ପ୍ରତାକର
ବିବିମ୍ବଲେ ଅଞ୍ଚିତ ହଇଲା ମିହିର,
ଭାବି ଦୃଷ୍ଟ ରାହ ବୁଝି ଆଇଲ ଅକାଳେ
ମୁଖ ମେଲି । ଚଞ୍ଜଲୋକେ ରୋହିଣୀରମଣ

୩୭୫

୩୮୦

ଶଶାଙ୍କ ଆତକେ ପାଣୁବର୍ଗ ସୁଧାନିଧି,
ସ୍ଵରିଯା ବିନତାମୁତ—ସୁଧା-ଅଭିଲାଷୀ ।
ମୁଦିଲା ନୟନ ସତ ହୈମ ତାରାକୁଳ,
ସଥା ହେବି ତୈରବ ଦାନବେ ବିଶାଧରୀ—
ନଲିନୀ ତିମିରେ । ବାହୁକିର ଶିରୋପରେ
କୌପିଲା ଭୌକ ବଶ୍ଵା । ଗଞ୍ଜିଯା ଉଠିଲ
ସିନ୍ଧୁ, ସମ୍ବେ ରତ ସମା, ଚିର-ବୈରି ହେବି ;

୩୮୫

ମାଜିଲ ତରଙ୍ଗ-ମଳ ବଣ-ବଜେ ମାତି ।
ଏ ମବେ ପଞ୍ଚାତେ ରାଧି ଝାଧିର ନିମିଷେ

চলি গেলা আঙুগতি । শত শত মেঘ ধায় আগে রড়ে ঝড়ে, ভৃত-দল যথা	৩৯০
ভৃত-নাথ-সহ । একে একে পার হয়ে সপ্ত অর্কি, চলিলা মরুকুলেশ্বর অবিশ্রান্ত—ঙ্গাঞ্জি, শাঙ্গি, সবে অবহেলি চলে যথা কাল । কত দূরে যমপুরী	৩৯৫
ভয়ঙ্গৰী দেখিলেন ভৌম সদাগতি ।	৩৯৫
কোন স্থলে হিমামৌতে কাপে পাপী প্রাণ থর থরি, উচ্ছেচঃস্বরে বিলাপি দুর্মতি ;—	৪০০
কোন স্থলে কালাগ্রে-প্রাচীর-বেষ্টিত কারাগারে জলে কেহ হাহাকার করি নিরবধি ; কোথাও বিকট-মৃত্তি-ধর	৪০০
যমদূত প্রহারে প্রচণ্ড দণ্ড শিরে অদয় ; কোথাও শত শকুনি-ঘণ্টলী বজ্জনপা বিদরিয়া বঙ্গঃ মহাবলে	৪০৫
ছিন্ন ভিন্ন করে তন্ত্র ; কোথাও বা কেহ, বসি নদী-ভৌরে, কাদে তৃষ্ণায় আকুল, করিয়া শত মিনতি বৈতরণী-পদে	৪১০
বৃথা,—না চাহেন দেবী দুরাঘার পানে যথা তপস্বীনী ধনী নয়নরংগণী জিতেক্ষিয়া কভু নাহি করে কর্ণদান	৪১০
কাগ-বিবশে ; কোথাও হেরি লক্ষ লক্ষ উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রব্য, ক্ষুধাতুর-জন	৪১০
মাগে ভিক্ষা ভক্ষণ—রাজেন্দ্র-দ্বারে যথা দরিদ্র—প্রহরী-বেত্র-আঘাতে শরীর জরজর । নিরস্তর অগণ্য-প্রাণিগণ	৪১৫
আসিতেছে ক্রতগতি চারি দিক্ হতে, ঝাঁকে ঝাঁকে আসে যথা পতঙ্গের দল দেখি অঞ্জি-শিখা—হায়, পুড়িয়া মরিতে ।	৪১৫
নিষ্পৃহ এ লোকে বাস করে লোক যত ।	

ହାୟ ରେ ସେ ଆଶା ଆସି ତୋଷେ ସର୍ବଜନେ

ଅଗତେ, ଏ ଦୂରକ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତକପୁରେ ଗତି—

୪୨୦

ରୋଧ ତାର—ବିଧାତାର ଏହି ମେ ବିଧାନ ।

ମରୁଷ୍ଟଳେ ପ୍ରବାହିଣୀ କହୁ ନାହିଁ ବହେ ।

ଅବିରାମେ କାଟେ କୀଟ ; ପାବକ ନା ନିବେ ।

ଶତ-ସାଗର-କଳୋଳ ଜିନି, ଦିଵାନିଶି,

ଉଠୁଥେ କ୍ରନ୍ଦନନ୍ଦନି—କର୍ଣ୍ଣ ବିଦରିଆ ।

୪୨୫

ହେରିଆ ଶମନ-ପୁରୀ, ବିଶ୍ୱ ମାନିଆ

ଚଲିଲା ଜଗଂପ୍ରାଗ ପୁନଃ କ୍ରତଗତି

ସଥାୟ ବସେନ ଦେବଶିଳ୍ପୀ । କତକ୍ଷଣେ

ଉତ୍ତର ମେଙ୍କତେ ବୀର ଉତ୍ତରିଲା ଆସି ।

ଅଦୂରେ ଶୋଭିଲ ବିଶ୍ଵକର୍ମାର ସଦନ ।

୪୩୦

ସନ ଘରାକାର ଧୂମ ଉଡେ ହର୍ଷ୍ୟାପରି,

ତାହାର ମାଝାରେ ହୈମ ମୀନାର * ଅୟୁତ

ଗୋତେ, ବିଦ୍ୟତେର ରେଖା ଅଚକଳ ଯେନ

ମେଘବୃତ ଆକାଶେ, ବା ବାସବେର ଧନ୍ତ

ମଧ୍ୟମ ପ୍ରବେଶିଯା ପୁରୀ ବାୟୁପତି

୪୩୫

ଦେଖିଲେନ ଚାରି ଦିକେ ଧାତୁ ରାଶି ରାଶି

ଶୈଳାକାର ; ମୃତ୍ତିମାନ ଦେବ ବୈଶାନବ ।

ଗଲେ ସୋଗ ସୋହାଗେ ପାଇୟା ସୋହାଗାୟ

ପ୍ରେମ-ରସେ ; ଗଲିଯା ରଙ୍ଗତ ବାହିରିଛେ

ପୁଟେ ଉଥଲିଯା, ସଥା ବିମଳ-ସଲିଲ

୪୪୦

ପ୍ରବାହ, ପର୍ବତ ସାନୁ ଉପରି ଯାହାରେ

ପାଲେ କାନ୍ଦିବିନୀ ଧନୀ ; ଲୋହ, ସାର ତରୁ

ଅକ୍ଷୟ ତାପିଲେ ଅଞ୍ଚି, ମହାରାଗେ ଧାତୁ

ଜଲେ ଅଞ୍ଚିମ ତେଜ—ଅଞ୍ଚିକୁଣ୍ଡ ପଡ଼ି

ପୁଡ଼ିଛେ—ବିଷମ ଜାଲା ଯେନ ଘ୍ରାନ କରି—

୪୪୫

ସଥା ସହେ ଶୋକାଗ୍ନି ମୀରବେ ବୀର ହିୟା ।

କାଙ୍କନ-ଆସନେ ବସି ବିଶ୍ଵକର୍ମା ଦେବ—

দেবশিঙ্গী—গড়িছেন অপূর্ব গড়ন,
হেন কালে তথায় আইলা সদাগতি ।
হেরি প্রভজ্ঞনে দেব অপনি উঠিয়া
নমস্কারি বসাইলা রত্ন-সিংহাসনে ।

“আপন কুশল কহ, বায়ুকুলেশ্বর,”—
কহিতে লাগিলা বিশ্বকর্ষা—“কহ, দেব,
স্বর্গের বাবতা । কোথা দেবেন্দ্র কুলিশী ?
কি কারণে, সদাগতি, গতি হে তোমার
এ বিজন দেশে ? কহ, কোনু ববাঙ্গনা—
দেবী কি মানবী—এবে ধরিযাছে, তোমা
পাতি পীরিতেব ঝান ? কহ, যত চাহ,
দিব আগি গহনা—অতুল এ জগতে ।

এই দেখ ন্মুখ ; ইহাব বোল শুনি
বৌণাপাণি-বৌণা ছিন-তার হয় খেদে ।

এই দেখ মেখলা ; দেখিয়া ভাব মনে,
বিশাল নিতম্ববিধে কি শোভা ইহার ।

এই দেখ মুক্তাহার ; উরঙ্গ-কমল-
যুগ-মাঝারে ইহারে হেরিলে, মনোজ

মজে গো আপনি । এই দেখ, দেব, সিংথি ;
কি ছার ইহার কাছে, ওরে নিশীথিনি,
তোর তারাময় সিংথি । এই যে কক্ষণ
ইৰামনি খচিত, দেখ হে গঙ্গবহ ।

এই দেখ প্রবাল-কুণ্ডল, বৌরমণি ;—
কি ছার ইহার কাছে বনস্পতী-কাণে
পলাশ—রমণী-মনোরমণ ভূষণ ।

আর যত আছে মোর কাছে—কব কত ?”

হাসিয়া হাসিয়া যদি এতেক কহিলা
বিশ্বকর্ষা, উত্তর করিলা মহামতি
শ্বসন, নিখাস বীর ছাড়িয়া বিশাদে ;—
“আর কি আছে গো, দেব, সে কাল এখন ?

৪৫০

৪৫৫

৪৬০

৪৬৫

৪৭০

৪৭৫

বিশেষাঙ্গে তিমির-সাগর-তৌরে তুমি
কর বাস, স্বর্গের দুর্দশা নাহি জান !

৪৮০

হায়, দৈত্যকুল এবে, প্রবল সমরে,
লঙ্ঘ ডও করিয়া লুটিছে স্বর্গপুরী
পামর ! তোমারে আরে দেব পুরন্দর !
প্রেরিয়াছে আমায় হেথায় শ্রবণতি
লইতে তোমায় ব্রহ্ম-লোকে স্ফুরা করি।
চল, দেব, অবিলম্বে ; বিলম্ব না সহে ।

৪৮৫

মহা ব্যগ্র ইন্দ্র আজি তব দরশনে ।”
শুনি পবনের বাণী, কহিতে লাগিল।
দেব-শিল্পী—“হায়, দেব, এ কি পরমাদ !
দৈত্যকুল উজলিয়া, কোন্ মহারণ্ডা

৪৯০

সম্মুখ-সমরে বিমুখিল। দেবরাজ
বজ্রী ? কহ, কার অপ্রে গতি রোধ তব,
সদাগতি ? কে ব্যধিল তৌক্ষ প্রহরণে
যম ? নিরস্তিল কেবা জলনাথ পাণী ?
অলকানন্দের গদা—শৈল-চূর্ণ-কর ?
হায়, কে বিধিল, কহ, খরতৰ শবে

৪৯৫

যমুর-বাহনে ? এ কি অসুত কাহিনী !
কোথায় হইল বৃণ ? কিসের কারণে ?
যবে যবে সমরে তারক মন্দমতি,
তদবধি দৈত্যদল নিষ্ঠেজ-পাবক—
বিষহীন ফণী ; এবে প্রবল কেমনে ?
বিশেষ করিয়া কহ, শুনি, শ্রুমণি ।
উত্তর মেরুতে সদা বসতি আমার
বিশেষাঙ্গে । ওই দেখ তিমির-সাগর
অকূল, পর্বতাকার লহুবী যাহার
উত্থলিছে নিরবধি মহা কোলাহলে ।

৫০০

কে জানে জল কি স্থল ? বুঝি দ্রুই হবে ।
সৃষ্টি-অগ্রে একাজ্ঞা যখন সন্নাতন

৫০৫

অজ, এ উব-উবের তমঃ ছিল তবে
বজনীজনক ; কিন্তু সিস্ত্র যৎকালে
সজ্জিলা এ স্ফটি অষ্টা ত্রিমুণি হইয়া,
এই মেঝে লিখিলেন জগতের সৌমা । ৫১০
ও পাশে বসয়ে তমঃ, মহাদণ্ডর ।
নাহি যান প্রভা দেবী তাহার সদনে,
পাপীর সদনে যথা মঙ্গল-দায়িনী
লক্ষ্মী । এত দূরে আমি কিছু নাহি জানি । ৫১৫
বিশেষ করিয়া কহ সকল বারতা ।”

উভর করিলা তবে বায়ু-কুলপতি—
“এ স্থলে বিলম্ব, দেব, উচিত না হয় ।
চল ব্রহ্মপুরে, যথা বিরাজেন এবে
দেবরাঙ্গ ; শুনিবে গো সকল বারতা
তাঁর মুখে । কি স্থথে কহিব আমি, হায়,
সিংহদল অপমান শৃঙ্গালের হাতে ?
শ্রবিলে ও কথা দেহ জলে কোপানলে !
বিধির এ বিধি তেই সহি মোরা সবে
এ লাঞ্ছনা । চল, দেব, চল শীঘ্ৰগতি । ৫২০
আজি হে তোমার ভার উদ্ধার করিতে
দেব-বংশ—ধৰ্মস করি দুরস্ত দানবে ।”

এতেক কহিয়া দেব বায়ু-কুলপতি
দেব দেব-শিল্পী সহ উঠিলা আকাশে
বায়ুবেগে । ছাড়াইয়া কৃতান্ত-নগৱী,
বহুধা বাস্তুকি-প্রিয়া, চল্ল স্বধানিধি,
স্র্যজ্যোক, চলিলেন দেব দুই জন
মনোরথগতি । কত দূরে ব্রহ্মপুরী
স্বর্ণময়ী শোভিছে অস্তরে, শোভে যথা
উমাপতি-কোলে উমা হৈমক্রীটিনী । ৫৩০
শত শত গৃহচূড়া হীরকমণ্ডিত
ভাতে সারি সারি শত শত সৌধশিরে

କାଞ୍ଚନ-ନିଶ୍ଚିତ । ହେରି ଧାତାର ମଦନ
ଆନନ୍ଦେ କହିଲା ବାୟୁ ଦେବ-ଶିଳ୍ପି-ପ୍ରତି ;—

“ଧନ୍ୟ ତୁମି ଦେବକୁଳେ, ଦେବଶିଳ୍ପି ଶୁଣି !

୫୩୦

ତୋମା ବିନା ଆବ କାବ ସାଧ୍ୟ ନିର୍ମାଇତେ
ଏ ହେନ ସୁନ୍ଦରୀ ପୁରୀ—ନୟନ-ରଙ୍ଜିନୀ ।”

“ଧାତାର ପ୍ରସାଦେ, ଦେବ, ଏ ଶକ୍ତି ଆମାର”—
ଉତ୍ତବିଲା ବିଶ୍ଵକର୍ମା—“ତାର ଗୁଣେ ଶୁଣି,
ଗଡ଼ି ଏ ନଗର ଆୟି ତୋହାର ଆଦେଶେ ।

୫୩୫

ସଥା ମନୋବର-ଜଳ, ବିଷଳ, ତରଳ,
ପ୍ରତିବିଷେ ନୌଲାନ୍ଦର ତାରାମୟ ଶୋଭା
ନିଶାକାଳେ, ଏହି ସମ୍ରାଟିମା ପ୍ରଥମେ
ଉଦୟେ ଧାତାର ମନେ—ତବେ ପାଇ ଆଗି ।”

ଏହିରୂପ କଥୋପକଥନେ ଦେବଦୟ

୫୪୦

ପ୍ରବେଶିଲା ବ୍ରଙ୍ଗପୁରୀ ମନ୍ଦଗତି ଏବେ ।

କତ ଦୂରେ ହେରି ଦେବ ପୌଲୋଯୀରଙ୍ଗନେ
ବଜ୍ରପାଣି, ମହ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ମହାରଥୀ,
ପାଣୀ, ତପନତମୟ, ମୁରଙ୍ଗା-ବଜ୍ରଭ
ସଞ୍ଚବାଜ, ଶ୍ରୀପାମୀ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ଦେବ
ନିକଟିଯା, କରପୁଟେ ପ୍ରଗାମ କରିଲା

୫୪୫

ସଥା-ବିଧି । ଦେଖି ବିଶ୍ଵକର୍ମାୟ ବାସବ
ଆଜୀଷିଯା କହିତେ ଲାଗିଲା ମହୋଦୟ—

“ସ୍ଵାଗତ, ହେ ଦେବଶିଳ୍ପି ! ମନ୍ଦଭୂମେ ସଥା
ପାଇଲେ ସଲିଲ ତୃଷ୍ଣାକୁଳ-ଜନ ସୁଥୀ,

୫୫୦

ତବ ଦରଶନେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଆମାର
ଅସୀମ ! ଶାଗତ ଦେବ, ଶିଳ୍ପ-ଚଢାଯାଣି !

ଦୈବବଳେ ସଲୀ ଦୁଇ ଦାନବ ଦୁର୍ଜ୍ୟ

୫୬୦

ସମବେ, ଅମରପୁରୀ ପ୍ରାସିଯାଛେ ଆସି,

ହାୟ, ଶ୍ରାସେ ରାହ ସଥା ସ୍ଵଧାଂଶୁ-ମଣ୍ଡଳ !

ଧାତାର ଆଦେଶ ଏହି ଶୁନ ମହାମତି ।

‘ଆନି ବିଶ୍ଵକର୍ମାୟ, ହେ ଦେବଗଣ, ଗଡ଼

বরান্দনা, অতুলা অঙ্গনাকুলে বালা ।
তিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, অঙ্গম
ভৃত, সবা হইতে লইয়া তিল তিল,
সুজ এক প্রমদা—ভূবনপ্রমোদিনী ।
তাহা হতে হবে নষ্ট দুষ্ট অমরাবি !”—

শুনি দেবেঙ্গের বাণী শিল্পীজ্ঞ অমনি
নমিয়া বাসবে দেব বসিলেন ধ্যানে ।

আরভিঙ্গা তপঃ, তপোবলে মহামতি
আকর্ষিলা স্থাবর, অঙ্গম ভৃতকুল
অঙ্গপুরে । যাহারে শ্রবিলা দেববর
পাইলা তথনি তারে । পদ্মস্থ লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্ষা রাঙা পা দুখানি ।
বিদ্যাতের বেখা দেব নিখিলা তাহাতে
যেন লাক্ষ্মীরস-রাগ । বনস্থল-বধু
রস্তা উকুদেশে সতৌ করিলা বসতি ।
আনি দিলা নিজ মাঝা কেশবী স্বন্দর ।
থগোল নিতম্ব-বিম্ব ; মেখলা তাহাতে
শোভে, যথা ছায়াপথ শোভে গো গগনে !

ঐরাবত-করে গড়িলেন বাহ-যুগ ।
দাঢ়িরে কদম্বে হৈল বিষম বিবাদ ;
উভয়ে চাহিল আসি করিবারে বাস
উরস আনন্দ-বনে ; সে সব দেখিয়া,
মেকশৃঙ্কারে গড়িলেন দেবশিল্পী
পীন কুচযুগল । শশাক মহামতি
হইলা বদন দেব অকলক হয়ে ;
কবরী হইতে বরী কাদম্বিনী ধনী,
ইঞ্জচাপে বানাইয়া মনোহর সিংথি ।
উষার কপালে জলে যে তারা-রতন
তেজঃপুঞ্জ, তাহারে করিয়া দুইখান
গড়াইলা চক্ষুষয়, যদিও হরিণী

৫৭০

৫৭৫

৫৮০

৫৮৫

৫৯০

৫৯৫

ଆନି ନିଜ ଝାଖି ରାଖିଲେକ ଦେବପଦେ ।

ଆପନି ବତି-ବଞ୍ଜନ ନିଜ ଧରୁ ଧରି

ବସାଇଲା ସୁଗଳ-ନୟନ-ପନ୍ଦୋପରେ ;

୬୦୦

ତା ଦେଖିଯା ବିଶ୍ଵକର୍ମୀ ହାସି କାଡ଼ି ନିଲା ।

ତୃଣ ତାର ; ମେ ତୃଣ ହଇତେ ବାଛି ବାଛି

ଥରତର ଫୁଲ-ଶର ନୟନେ ଅପିଲା

ଦେବଶିଳ୍ପୀ । ବଶ୍ରକରା ନାନା ବଞ୍ଚ ଦିଯା

୬୦୫

ସାଜାଇଲା ବରବପୁ, ପୁଷ୍ପଲାବୀ ସଥା

ସାଜାୟ ରାଙ୍ଗ-ଦୁହିତା କୁମ୍ଭ ଭୂଷଣେ ।

ମୁଦୁତ କୋକିଲ ଚାହିଲ କଲରବେ

ଦିତେ ତାରେ ନିଜ ରବ ; କିନ୍ତୁ ବୀଗାପାଣି,

ଆନି ସଙ୍ଗେ ବଞ୍ଚେ ରାଗ-ରାଗିନୀର କୁଳ,

୬୧୦

ବସନ୍ତ ଆସନ ପାତିଲା ବାଗୀଖୀରୀ ।

ଅମୃତ ସଙ୍ଘାରି ତବେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ:ଦେବ

ଜୌବାଇଲା ଭୁବନଯୋହିନୀ ବରାଙ୍ଗନା—

ପ୍ରଭା ଯେନ ମୃଞ୍ଜ୍ୟତୀ ହୟେ ଦୀଢ଼ାଇଲା

ଧାତାର ଆଦେଶେ ! ବିଶ୍ଵ ପୁରିଲ ବିଭାୟ !

୬୧୫

ହେରିଯା ଦେବସଞ୍ଚବା ବାମା ଅହୁପମା,

ଆନନ୍ଦମଲିଲେ ଭାସିଲେନ ଦେବପତି

ଶଟୀକାନ୍ତ । ଶୁମନ୍ ମଲୟ-ମୟୀରଣ

ନିତାନ୍ତ କୋମଳ କାନ୍ତିଧରିଲା ଅମନି ।

ମହାମନ୍ଦେ ଅଳନାଥ ହଇଲା ନୌରବ,

ସଥା ହେରି ନୟନ-ଶୁଭଗା ଶାନ୍ତି ଦେବୀ

୬୨୦

ସାଗର । ମୋହିତ ହୟେ ମୁବଙ୍ଗା-ମୋହନ,

ମନେ ମନେ ଧନ-ପ୍ରାଣ ସଂପିଲେନ ତାରେ ।

ମହାମୁଖୀ ଶିଖିଧରଙ୍ଗ, ଶିଥୀରବ ସଥା

ଶିଖିନୀ କାମିନୀ ହେରି ବରଷାର କାଳେ ।

୬୨୫

ତିମିର-ବିଳାସୀ ସମ ହାସିଯା ଉଠିଲା,

ହାସେ ସଥା ମେଘ ହେରି କୌମୁଦୀଅମଦା

ଶରଦେ । ସାବାସି, ଓହେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ଦେବ,

- ଧାତାବରେ, ଦେବବର, ଧଞ୍ଚ ହେ ତୋମାରେ ।
ହେନ କାଳେ—ବିଧିର ଅନ୍ତୁତ ଲୌଳାଖେଲା
କେ ପାରେ ବୁଝିତେ ଗୋ ଏ ବନ୍ଧାଗୁ-ମଣ୍ଡଳେ !— ୬୩୦
- ହେନ କାଳେ ପୁନର୍ଭାବ ହେଲ ଦୈବବାଣୀ ;—
“ପାଠାଗୁ, ହେ ଦେବପତି, ଏ ରମା ମୂରତୀ,
ଅଞ୍ଚପମା ବାମାକୁଳେ—ସଥା ଅମରାରି
ଶୁନ୍ଦ ଉପମୁନ୍ଦାହୁର ; ଆଦେଶୋ ଅନନ୍ତେ
ଯାଇତେ ଏ ବରାଙ୍ଗନାମହ ଲଘେ ମଧୁ— ୬୩୫
ଦେଖୁ ତାର । ହେବି ରୂପସୀର ଅପରୁପ
ରୂପମାଧୁରୀ, ଉତ୍ତମେ ବିହୁଳ ହଟ୍ଟୀ
ଚାହିଁବେ ବରିତେ ଏରେ, କାମ-ମନେ ମାତି ।
ଏ ବବବଧିନୀ ଧନୀ-ଅପାଙ୍ଗ-ଅନଲ
ଜାଳାଇଲେ କାମାଞ୍ଚି, ଦୁରସ୍ତ ଦୈତ୍ୟଦୟ
ଅବଶ୍ରୀ ହଇବେ ଭୟ ଦୈତ୍ୟ-କୁଳ-ମହ । ୬୪୦
- ତିଲ ତିଲ ଲହିୟା ଗଡ଼ିଲା ଏ ଶୁନ୍ଦରୀ
ଦେବଶିଳ୍ପୀ, ତେଇ ନାମ ବାଖୋ ତିଲୋତ୍ମା !”—
ଶୁନିୟା ଦେବେନ୍ଦ୍ରଗଣ ଆକାଶ-ମନ୍ତବ୍ୟ
ସରସ୍ଵତୀ-ଭାରତୀ, ନମିଲା ଭକ୍ତିଭାବେ ୬୪୫
ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ । ତୃତୀରେ ମବେ ପ୍ରଶଂସା କରିୟା
ବିଦାୟ କରିଲା ବିଶ୍ଵକର୍ମା ଶିଳ୍ପୀ ଦେବେ
ପ୍ରଗମି ଦିକ୍ପାଳ ଦଲେ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ଦେବ
ଚଲି ଗେଲା ନିଜ ଦେଶେ । ତବେ ଶାଟୀପତି
ଲଘେ ତିଲୋତ୍ମାଯ ବାହିର ହେଲା ଶୁଧେ
ବନ୍ଧାଗୁ ହତେ, ସଥା ଶୁରାହୁର ସବେ
ଯଥିଲା ସାଗର, ଜଳନିଧି ବାହିରିଲା
ଭୂବନ-ଆନନ୍ଦମହୀ ଇଲିଯାର ସାଥେ । ୬୫୦
- ଇତି ଶ୍ରୀତିଲୋତ୍ମା-ମନ୍ତବ୍ୟ କାବ୍ୟେ ମନ୍ତବ୍ୟେ ନାମ
ତୃତୀୟଃ ସର୍ଗः ।

ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗ ।

ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବିହଞ୍ଜୀ ସଥା ଆଦରେ ବିଜ୍ଞାବି
ପାଥା—ଶକ୍ର-ଧୂ-କାଣ୍ଡି ଆଭାୟ ଯାହାର
ଯଲିନ—ସତନେ ଧନୀ ଶିଥାୟ ଶାବକେ
ଉଡ଼ିତେ, ହେ ଜଗଦମେ, ଅମ୍ବର-ପ୍ରଦେଶେ ;—
ଦାସେରେ କରିଯା ସଙ୍ଗେ ରଖେ ଆଜି ତୁମି
ଅମ୍ବିଆଛ ନାନା ହାନେ ; କାତର ମେ ଏବେ—
କୁଳାୟେ ଲଘେ ତାହାରେ ଚଲ ଗୋ ଜନନି !
ସଫଳ ଜନମ ଯମ ତୋମାର ପ୍ରସାଦେ,
ଦୟାମୟି ! ସଥା କୁଣ୍ଡି-ନନ୍ଦନ-ପୌର୍ବ,
ଧୀର ସୁଧିଷ୍ଠିର, ମନ୍ଦିରରେ ମହାବଳୀ
ଧର୍ମବଳେ ପ୍ରବେଶିଲା ସର୍ଗ, ତବ ବବେ
ଦୀନ ଆମି ଦେଖିଛୁ ମାନବ-ଆଖି କଢ଼
ନାହି ଦେଖିଯାଛେ ଯାହା ; ଶୁନିଷ୍ଟ ଭାବତୀ,
ତବ ବୀଣା-ଧୂନି ବିନା ଅତୁଳା ଜଗତେ !
ଚଲ କିରେ ଯାଇ ସଥା କୁମ୍ଭ-କୁନ୍ତଳା
ବସ୍ତା । କଲ୍ପନା—ତବ ହେମାଙ୍ଗୀ ମନ୍ଦିନୀ—
ଦାନ କରିଯାଛେ ଯାରେ ତୋମାର ଆଦେଶେ
ଦିବ୍ୟ-ଚକ୍ର, ଭୂଲ ନା, ହେ କମଳ-ବାସିନି,
ରମିତେ ରସନା ତାର ତବ ସ୍ଵଧା-ରମେ !
ବରଷି ସକ୍ରିତାମୃତ ମନୀଷୀ ତୁଯିବେ—

ଏଇ ଭିକ୍ଷା କରେ ଦାସ, ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ମାଗେ ।

ସଦି ଶୁଣଗ୍ରାହୀ ସେ, ଆଶ୍ରମ-ରମ୍ପ ଧରି
ନିଦାହେର, ନାଶେ ମେ ଆଶାର ଫଳ ଫୁଲ,
ମେଓ ଭାଲ ; ଅଧମେ, ମା, ଅଧମେର ଗତି ।
ଧିକ୍ ମେ ଯାଚ୍-ଏହା—ଫଳବତୀ ନୀଚ କାହେ !

ମହାନନ୍ଦେ ଯହେନ୍ଦ୍ର ସୈନ୍ୟେ ମହାମତି

ଉତ୍ତରିଲା ସଥା ବସେ ବିଜ୍ଞ୍ୟ ଗିରିବର
କାମକୁପୀ,—ହେ ଅଗନ୍ତ୍ୟ, ତବ ଅନୁରୋଧେ

୧

୧୦

୧୫

୨୦

୨୫

অচ্ছাপি অচল । শত শত শৃঙ্খ শিরে,

বীর বীরভদ্র-শিরে ঝটাঙ্গুট ষথা

৩০

বিকট । ভীষণ-মূর্তি ঐরাবত সম ।

ক্রতগতি শৃঙ্খপথে দেবরথ, রথী,

মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, যত চতুরঙ্গ দল

আইলা, কঙ্গুক তেজঃপুঞ্জে উজ্জলিয়া

চারি দিক । কাম্য নামে গহন কানন—

৩৫

খাণ্ড-সম, (পাণ্ডব কালঞ্চনির গুণে

দহি হবির্বহ যাহে নিরোগী হইলা)—

সে কাননে দেবসেনা প্রবেশিলা বলে

প্রবল । আতঙ্কে, বিহঙ্গম, পশুকুল

আশু পলাইলা সবে ঘোরতর ববে,

৪০

যেন দাবানল আসি, গ্রাসিবার আশে

বনরাজি, পশিল সে বনে—ভয়কর !

কাতারে কাতারে সেনা প্রবেশিল আসি

মহারণ্যে, উপাড়ি অগণ্য তরুগণ,

ঝড় ষথা, কিঞ্চা কবিযুথ, মন্ত মন্তে ।

৪৫

অধীর হইয়া আমে বিক্ষ্য মহীধর

শীঘ্র আসি শচীকাস্ত-মুচিস্থুন-

পদতলে কহিতে লাগিলা কৃতাঙ্গলি-

পুটে ; “কি কারণে, দেব, কোন অপরাধে

৫০

অপরাধী তব পদে কিছির ? কেমনে

এ অসহ ভাব, প্রতু, সহিবে এ দাস ?

প্রবক্ষি বলিবে পাঞ্জগ্ন-নিনাদক

বামনরূপী যেৱপ পাঠাইলা তারে

অতল পাতালে, সেইৱপ বুঝি আজি

ইচ্ছা তব, স্মরনাথ, মজাইতে মোরে

৫৫

রসাতলে !” হাসি উত্তরিলা দেবপতি

অস্ময়ারি ;—“ধাৰ, বিষ্ণ, চলি নিজ হানে

অভয়ে ; কি অপকাৰ তোমাৰ সন্তবে

মোর হাতে ? ভুজবলে নাশিয়া দিতিজ্জ,
আজি উপকার, গিরি, করিব তোমার,
আপনি হইব মৃক্ত বিপদ্ধ হইতে ;—
এই হেতু আসিয়াছি তোমার সদনে ।”

হেন মতে বিদ্যায় করিয়া বিক্ষ্যাচলে,
দেব-সৈন্য-পানে চাহি কহিতে লাগিলা
বাসব ; “হে শুরুদল, ত্রিদিব-নিবাসি,
অমর ! হে দিতিজ্ঞত-গর্ব-খর্বকারি
সমরে ! হে শুরুদল, নিরানন্দ আজি
তোমা সবে ! রণ-স্থলে বিমুখ ষে রথী,
কত ষে ব্যথিত সে তা কে পারে বর্ণিতে ?
কিন্তু দৃঢ় দূৰ এবে কর, বৌবগণ !

পুনরায় জয় আসি আশু বিরাজিবে
এ দেব-কেতনোপরে । আজি দৈত্যচয়
অবশ্য হইবে ক্ষয় ঘোরতর রথে ।

দিয়াছি মদনে আমি, বিধির প্রসাদে,
ষে শর—কে সম্বরিবে সে অব্যর্থ শরে ?
লঘু তিলোত্তমায়—অতুলা ধনী রূপে—
খতুপতিসহ রতিপতি সর্ব-জয়ী
গেছে চলি ধথায় নিবাসে দেব-অরি
দানব ! থাকহ সবে স্বসঙ্গ হইয়া ।

সুন্দ উপসুন্দ যবে পড়িবে সমরে,
অমনি পশিব মোরা সবে দৈত্যদেশে
বাযুগতি, পশে যথা মদকল করী
নলবনে, দলিয়া সকলে পদতলে ।”

শুনি শুরেন্দ্রের বাণী, সুরসৈন্য যত
হৃহৰারি নিষ্কোষিলা অগ্নিময় অসি
অযুত, সহস্রা পূরি আভায় কানন !
টকারিলা ধনু ধৰ্ম্মৰ দল বলী
রোমে ; লোফে শূল শূলী—হায়, ব্যগ্র সবে

৫.

৫০

১০

১০

৮০

৮৪

মাৰিতে ঘৰিতে বৰণে—মা থাকে কপালে !

ঘোৰ ববে গৱজিলা গজ ; হয়বৃহৎ

১০

মে ববেৰ সহ মিশাইলা হেষা বৰ !

শুনি সে ভীষণ স্বন দহুজ দুর্খতি

হীনবীৰ্যা হয়ে ভয়ে প্ৰমাদ গণিল

অমৰারি, যথা শুনি খগেজ্জৰ ধৰনি

ঙ্গতি-বিদাৰণ, ত্ৰিষ্মাণ নাগকুল।

১৫

হেন কালে আচছিতে আসি উতৰিলা

কাম্যবনে নাৰদ, দৌদিবি ববি যথা

দ্বিতীয়। হৱয়ে বন্দি দেবখৰিবৰে,

কহিলেন হাসি ইন্দ্ৰ—দেবকুলপতি—

“কি কাৰণে এ নিবড় কাননে, নাৰদ

তপোধন, আগমন আজি গো তোমাৰ ?

দেখ চাৰি দিকে, দৈব, নিৱীকৃণ কৰি

কণকাল ; খৰতৰ কৰবাল আভা—

হৰিবৰহ নহে যাহে উজ্জল এ স্থল ;

নহে যজ্ঞধূম ও—ফলক সাবি সাবি

সুবৰ্ণমণ্ডিত—যেন অগ্ৰিমিথাময়

ধূমপূৰ্ণ, কিম্বা মেঘ—তড়িত-জড়িত।”

আশীষিয়া দেবেশে হাসিয়া দেবঞ্জি

নাৰদ উত্তৰ কৰিলেন সকৌতুকে।—

“তোমা সম, শটীপতি, কে আছে গো আজি

তাপস ? যে কালাপি জালিয়া চাৰি দিকে

বসিয়াছ তপে, দেৱ, দেথি কাপি আমি

চিৰতপোৰ্বনবাসী ! অবশ্য পাইবে

মনোনীত বৰ তুমি ; তব বিপুল্য

আচ্ছেদে ক্ষয় আজি নিশ্চয় হইবে।”

১০৫

তবে সুবসেনানী কহিলা মৃহুৰ্বৰে

অগ্রসৱি ;—“কুণা কৰি কহ, মুনিবৰ,

আচ্ছেদে ভিন্ন অস্ত পথ কি কাৰণে

১১০

১১৫

ମୋହ ଶମନେର ପକ୍ଷେ ନାଶିତେ ଦାନବ-

ଦଲ-ଇଞ୍ଜ୍ଜ ଶୁଳ୍କ ଉପଶୁଳ୍କ ମନ୍ଦମତି ?

୧୨୦

ସେ ଦଙ୍ଗୋଳି ତୁଳି କରେ, ନାଶିଲା ସମରେ

ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ଶୁରପତି ; ଯେ ଶରେ ତାରକେ

ମଂହାରିଷ୍ଟ ରଣେ ଆମି ;—କିମେର କାରଣେ

ନିରସ୍ତ ସେ ମର ଅସ୍ତ୍ର ଏ ଦୋହାର କାଛେ ?

କାର ବରବଲେ ଏତ ବଲୀ ଦିତି-ଶୁତ ୨”

୧୨୫

ଉତ୍ତର କରିଲା ତବେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ।—

“ଭକ୍ତ-ବଂସଳ ଯିନି, ତୀର ବଲେ ବଲୀ

ଦୈତ୍ୟଦୟ । ଶୁନ ଦେବ, ଅପୂର୍ବ କାହିନୀ ।

ହିରଣ୍ୟ କଣିପୁ ଦୈତ୍ୟ, ଯାହାରେ ନାଶିଲା

ଚକ୍ରପାଣି ନରସିଂହରପେ, ତାର କୁଳେ

୧୩୦

ନିରୁଷ୍ଟ ନାମେ ଅଶୁର—ଶୁରପୁରିପୁ,

କିନ୍ତୁ, ବଜ୍ରି, ତବ ବଜ୍ରଭୟେ ସଦା ଭୌତ

ସଥା ଗରୁଡ଼ାନ୍ ଶୈଳ । ତାର ପୁଣ୍ୟ ଦୋହେ

ଶୁଳ୍କ ଉପଶୁଳ୍କ—ଏବେ ଭୁବନ-ବିଜୟୀ ।

୧୩୫

ଏଇ ବିଜ୍ଞାଚଲେ ଆସି ଭାଇ ଦୁଇ ଜନ

କରିଲ କଠୋର ତପ: ଧାତାର ଉଦ୍ଦେଶେ

ବହକାଳ । ତପେ ତୁଟ୍ଟ ସଦା ପିତାମହ ;

“ବର ମାଗ” ବଲି ଆସି ଦିଲା ଦରଶନ ।

ସଥା ସରଃଶୁଷ୍ଠ ପଦ୍ମ ରାବି ଦରଶନେ

ଶ୍ରୀମତି, ହେବି ବିରିକ୍ଷିରେ ଦୈତ୍ୟଦୟ

୧୪୦

କରିଥୋଡ଼େ କହିତେ ଲାଗିଲ ଶୃଦ୍ଧରେ ;—

“ହେ ଧାତଃ, ହେ ବରଦ, ଅଯର କର, ଦେବ,

ଆମା ଦୋହେ ! ତବ ବର-ଶୁଧାପାନ କରି,

ମୃତ୍ୟୁଙ୍ଗୟ ହସ, ପ୍ରତ୍ଯ, ଏଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ।”

୧୪୫

ହାସି କହିଲେନ ତବେ ଦେବ ସନାତନ

ଅଜ୍ଞ—“ଜୟେ ମୃତ୍ୟୁ, ଦୈତ୍ୟ । ଦିବସ ରଜନୀ—

ଏକ ଯାତ୍ର ଆମ ଆସେ—ଶୁଣିର ବିଧାନ ।

ଅଜ୍ଞ ବର ମାଗ, ବୀର, ଯାହା ଦିତେ ପାରି ।”

“তবে যদি”—উজ্জ্বল করিল দৈত্যদৰ্শ—

“তবে যদি অমর না কর, পিতামহ,
আমা দোহে, তোমার প্রসাদে যেন মোরা
আত্মভেদঃভিন্ন অন্ত কারণে না মরি।”

“ওম্” বলি বর দিলা কমল-আসন।
একপ্রাণ দৃষ্টি ভাই চলিল শব্দেশে

মহানন্দে। ষে যেখানে আছিল দানব,
মিলিন আসিয়া সবে এ দোহার সাথে,
যথা নদ, পর্বত-সদন ছাড়ি যবে
বাহিরায় প্রবাহ ছক্ষার বব করি
বীরদর্পে, কত শত জল-শ্রোত আসি
মিশি তাব সহ, বীর্য বৃক্ষি তার করে।—

এইরূপে মহাবলী নিকুঞ্জ-নদন-
যুগ, বাহ পরাক্রমে লভিয়াচে এবে
স্বর্গ ; কিন্তু ত্বরায় মরিবে অমরাবি।”

এতেক কহিয়া তবে দেবর্ষি নারদ
আশীষিয়া দেবদলে বিদ্যায় হইয়া

চলি গেলা ব্রহ্মপুরে ধাতার সদনে।
কাম্যবনে রহিলা দেবেন্দ্র সৈন্য সহ,
যথা সিংহ, হেরি দূরে বারণ-ঈশ্বরে,
সাবধানে নিবিড় কানন মাঝে পশি,
একদৃষ্টে চাহে বীর ব্যগ্রচিত হয়ে

তার পানে। এই মতে রহিলেন ষত
দেববৃন্দ কাম্যবনে বিক্ষেপ করে।

হেথা মীনধর্জ সহ মীনধর্জ রথে,
বসন্ত-সারথি, চলিলেন তিলোকমা—

অতুলা জগতে ধনী। অতি-মন্দগতি,
চলিল বিমান শৃঙ্খপথে, যথা ভাসে
অস্ত্র-সাগরে স্বর্ণবর্ণ মেষবর,
যবে অস্ত্রাচল-চূড়া উপরে দাঢ়ায়ে

১৫০

১৫৪

১৬০

১৬৫

১৭০

১৭৫

কমলিনী পানে ফিরে চাহেন ভাস্কর
কমলিনী-সখা । যথা সে ঘনের সনে
সৌনামিনী, শৈনবজ্জে তেমনি বিরাজে
অমৃপমা রূপে বামা—ভুবন-মোহিনী ।
যথায় বিষ্ণ্যমালায় দেব-উপবনে
কেলি করে স্বন্দ উপস্বন্দ মহাবলী
অমরায়ি, তথায় চলিলা তিন জন ।
হেরি কামকেতু দূরে, বহুধা স্বন্দরী,
আইল বসন্ত জানি—কুশম-রতনে
সাজিলা উরাসে ; মহানদে পিকদল
আরঙ্গিল মদন-কৌর্তন কলসরে ।
মুঞ্জরিল কুঞ্জবন, গুঞ্জরিল অলি
চারি দিকে ; স্বমন্দ মলঘ-সমীরণ,
ফুলকুল উপহার সৌরভ লইয়া,
আসি সস্তাবিল সুখে খুবংশ-পতি ।
“হে স্বন্দরি”—মুদ্ৰ হাসি কহিলা মদন—
“ভীৰু, উন্মৌলিয়া ঝাপি—নলিনী যেমনি
নিশা অবসানে মিলে কমল-নয়ন,—
চেষ্টে দেখ চারি দিকে ; তব আগমনে
কত সুখে বসন্তের সখী বহুক্ষরা
নানা আভরণে সাজি হাসিছে কামিনী,
নববধূ বরিবাবে কুলনারী যথা ।
ত্যজি বথ চল এবে—ওই দৈত্যবন ।
ষাও চলি অভয়ে, হে স্বচাকহাসিনি ।
অস্তরীক্ষে তব বক্ষা হেতু (আশা-সেতু
তুমি দেব-কুলের) বসন্ত সহ আমি
থাকিব তোমার সঙ্গে ; রঞ্জে ষাও চলি,
মধুমতি, যথায় বিরাজে দৈত্যবন !”
প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুঞ্জ-গামিনী
তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি

১৮০

১৮৫

১৯০

১৯৫

২০০

২০৫

শরমে, ডয়ে কাতরা নবকুল-বধু লজ্জাশীলা । মৃদুগতি চলিলা স্বন্দরী মুল্মুহঃ চাহি চারি দিকে, চাহে যথা অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গী ; কভু চমকে রঘণী শুনি নপুরের ধ্বনি ; কভু মরমর পাতাকুলের মর্দনে ; কভু মলয়সৌরভনিখাসে ; কভু বা কোকিলের কুছুববে । গুঞ্জরিলে অলি মধু-লোভী কাপে বামা, কমলিনী যথা পবন-হিঙ্গালে । এইরূপে একাকিনী অমিতে লাগিলা ধনী গহন কাননে ।	২১০
সিহরিলা বিঞ্চ্যাচল ও পদ-পরশে, সম্মোহন-বাণাঘাতে যোগীজ্ঞ ষেমতি চক্রচূড় ! বনদেবী—যথায় বসিয়া বিয়লে, গাঁথিতেছিলা ফুল-বস্তু মালা, (বরগুঞ্জমালা যথা গাঁথে ব্রজাক্ষণা দোলাইতে কুঞ্জবিহারীর বরগলে)—	২১৫
হেরি স্বন্দরীরে ভরা সরায়ে অলক, রহিলেন একদৃষ্টে চাহি তার পানে তথায়, বিস্ময় ধনী মানি মনে মনে । বনদেব—তপস্তী—মুদিলা আঁখি, যথা হেরি সৌদামিনী ঘনপ্রিয়াস্ত গগনে দিনমধি । মৃগরাজ-কেশরী-স্বন্দর নিজ পৃষ্ঠাসন বীর সঁপিল প্রণমি— যেনে জগন্মাত্রী আগ্নাশক্তিরে—উল্লাসে ।	২২০
অমিতে অমিতে দৃতী—অতুলা জগতে ক্লপে—উতরিলা যথা বনরাজী মাঝে শোভে সর, নভস্তল বিমল ষেমতি । কল কল স্বরে জল ঝরি নিরস্তর পর্বত-বিবর হতে, স্বজ্ঞে সে বিয়লে	২২৫
	২৩০
	২৩৫

জলাশয় । চারি দিকে শাম তট তার

শতরঞ্জিত কুসুমে । উজ্জ্বল দর্পণ

২৪০

বনদেবীর মে সর—থচিত বতনে !

হাসে তাহে কমলিনী, দর্পণে যেমনি

বনদেবীর বদন ! শৃঙ্খল রবে

পৰন-হিল্লোলে বারি উছলিছে কুলে ।

এই সরোবর-তীরে আসি সীমষ্ঠিনী

২৪১

(ক্লান্তা এবে) বসিলা বিবাম লাভ লোভে,

ক্লপের আভায় আলো করিয়া কানন ।

কণ কাল বসি বামা চাহি সর পানে

আপন প্রতিমা হেরি—আন্তি-মদে মাতি,

একদৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা

২৫০

বিবশা । “এ হেন রূপ”—কহিলা রূপসৌ

শৃঙ্খলে—“কভু কি দেখেছে কারো আঁধি ?

ব্ৰহ্মপুরে দেখিয়াছি আমি দেবপতি

বাসব ; দেবসেনানী ; আৱ দেবগণ

বীৱশ্রেষ্ঠ ; দেখিয়াছি ইন্দ্ৰী শৃঙ্খলী ;

২৫৫

দেবকুল-নারী ঘত ; বিষাধৰী-দল ;

কিঞ্চ কার তুলনা এ ললনাৰ সহ

সাজে ? আহা মরি, ইচ্ছা কৰে যেন মদা

কিঞ্চৰী হইয়া শুঁব সেবি পা দুখানি !

বুঝি এ বনের দেবী,—মোৱে দয়া কৰি

২৬০

ময়াময়ী—জলতলে দিলা দৰশন ।”

এতেক কৃহিয়া ধনী অমনি উঠিয়া

নমাইলা শিৰ—যেন পূজাৰ বিধানে,

প্রতিমূর্তি প্রতি ; সেও শিৰ নমাইল !

বিশ্ব মানিয়া বামা কুতাঞ্জলিপুটে

২৬৫

শৃঙ্খলে—“কে তুমি, হে বমণি ?”—

আচষ্টিতে “কে তুমি ? কে তুমি, হে বমণি—

হে বমণি ?” এই খনি বাজিল কাননে ।

- মহা ভয়ে ভীতা দৃষ্টী চমকি চাহিলা।
চারি দিকে । হেন কালে হাসিয়া মর্মথ— ২৭০
মধু-সহ রতি-বধু—আসি দেখা দিলা ।
“কাহারে ডরাও তুমি, ভুবন-মোহিনি ?”
(কহিলেন পুষ্পধর) “এই দেখ আমি
বসন্ত-সামন্ত-সহ আছি, সৌমন্তিনি,
তব কাছে । ওই যে দেখিছ জলে বামা, ২৭৫
তোমারি প্রতিয়া, ধনি ; ওই মধুধনি,
তব ধনি প্রতিধনি শিথি নিনাদিছে ।
হেরি ও কৃপমাধুরি, নারী তুমি যদি
এত বিবশা, কৃপসী, ভেবে দেখ মনে
পুরুষকুলের দশা ! যাও ভরা করি ;— ২৮০
অদূরে পাইবে এবে দেবারি অশ্বর !”
- ধীরে ধীরে পুনঃ ধনী মরালগামিনী
চলিলা কানন-পথে । কত স্বর্ণ-লতা
মুকুলিতা সাধিল ধরিয়া পা দুখানি
থাকিতে তাদের সাথে ! কত মহীরঞ্জ,
মোহত মদন-মদে, দিলা পুষ্পাঙ্গলি ! ২৮৫
কত যে মিনতি স্মৃতি করিলা কোকিল
কপোতীর সহ ; কত গুণ, গুণ, করি
আরাধিল অলি-দল—কে পারে কহিতে ?
আপনি ছায়া সুন্দরী—ভালুবিলাসিনী—
তরুমূলে, ফুল ফুল ডালায় সাজায়ে,
দাঢ়াইলা—সবীভাবে বরিতে বামারে ।
নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধনি ।
কল বরবে প্রবাহিণী—পর্বত-দুহিতা—
লাগিলা ভাকিতে । মহানন্দে বনচর
নাচিল হেরিয়া দূরে বন-সুশোভিনী,
যথা, বে দণ্ডক, তোর নিবিড় কাননে,
(কত যে তপস্তা তোর কে পারে বুঝিতে ?) ২৯৫

ହେବି ବୈଦେହୀରେ—ରଘୁରଙ୍ଗନ-ରଞ୍ଜିନୀ !

୩୦୦

ସାହସେ ଶୁରତି ବାୟୁ, ତ୍ୟକ୍ତି କୁବଲୟେ,

ଯୁଦ୍ଧମୁହଁ : ଅଲକାନ୍ତ ଉଡ଼ାଇୟା କାମୀ

ଚୁପ୍ତିଲା ବଦନ-ଶକ୍ତି ! ତା ଦେଖି କୌତୁକେ

ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ମଧୁ ମହ ହାସେ ଶଥରାରି |—

ଏଇକୁପେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲିଲା ରପ୍ତୀ !

ଆନନ୍ଦ-ସାଗରେ ଆଜି ମଘ ଦିତିମୁତ

୩୦୧

ମହାବଳୀ । ଦୈବବଲେ ଦଲି ଦେବ-ଦଲେ—

ବିମୁଖୀ ସମ୍ମଥ-ସମରେ ଦେବବରେ,

ଅଧିତେଜେ ଦେବବନେ ଦୈତ୍ୟକୁଳପତି ।

କେ ପାରେ ଆୟତିତେ ଦୋହେ ଏ ତିନ ଭୁବନେ ?

ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରଥ, ରଥୀ, ପଦାତିକ, ଗଞ୍ଜ,

୩୧୦

ଅଥ ; ଶତ ଶତ ନାରୀ—ବିଶ-ବିନୋଦିନୀ,

ମଞ୍ଜେ ରଙ୍ଗେ କେଲି କରେ ନିକୁଣ୍ଠ-ନନ୍ଦନ

ଜୟୀ । କୋଥାୟ ନାଚିଛେ ବୀଣା ବାଜାଇୟା

ତର୍ଫ୍ୟମୁଲେ ବାମାକୁଳ, ବ୍ରଜବାଲା ସଥା

ଓନି ମୂରଲୀର ଧରନି କଦମ୍ବେର ତଳେ ।

୩୧୧

କୋଥାୟ ଗାଇଛେ କେହ ମଧୁର ହସ୍ତରେ ।

କୋଥାୟ ବା ଚର୍ବ୍ୟ, ଚୋଯ୍ୟ, ଲେହ, ପେଯ ରୁସେ

ଭାସେ କେହ । କୋଥାୟ ବା ବୀରମଦେ ମାତି,

ମଜ୍ଜ ମହ ଯୁଝେ ମଜ୍ଜ କ୍ରିତି ଟଳମଳି ।

ବାରଣେ ବାରଣେ ରଣ—ମହା ଭୟକର,

୩୧୦

କୋନ ହୁଲେ । କୋଥାୟ ଉପଡ଼ି ଗିରିଚୂଡ଼ା,

ହଙ୍କାରି ଉଡ଼ିଛେ ଦାନବ ନଭନ୍ତଳେ

ବାଡ଼ମୟ, ଉଥଲିଯା ଅସର-ସାଗର—

ସଥା ଉଥଲୟେ ମିଳୁ ଦନ୍ତି ତିମିଙ୍ଗିଲ

ଶୀନରାଜ—କୋଲାହଲେ ପୂରିଯା ଗଗନ ।

୩୧୧

କୋଥାୟ ବା କେହ ପଶି ବିଷଳ ସଲିଲେ,

ପ୍ରମଦା ମହିତ କେଲି କରେ ନାନା ମତେ

ଉତ୍ସନ୍ଦ ମଦନ-ଶବେ । କେହ ବା କୁଟୀରେ

কমল-আসনে বসে প্রাণসখী লয়ে,

অলঙ্কাৰি কুবলয়-দলে কৰ্ণ তাৰ ।

৩৩০

বাশি রাশি অমি শোভে, দিবাকৰ-কৰে

উদগৌৰি পাবক যেন । ঢাল সাবি সাবি—

যথা মেঘপুঞ্জ—ঢাকে সে নিকুঞ্জবন ।

ধূম, তৃণ অগণ্য ; ত্রিশূলাকাৰ শূল

সর্বভেদী । এ সকল নিকটে বসিয়া

৩৩৫

কথোপকথনে বত ঘোধ শত শত ।

যে যাবে ঘোৱ সমৰে প্ৰচণ্ড আঘাতে

বিমুগ্ধিলা, তাৰ কথা কহে সেই জন ।

কেহ কহে—সেনানীৰ কাটিশু কবজ ;

কেহ কহে—ছুৱন্ত কৃতান্তে গদা মাৰি

৩৪০

খেদাইছু ; কেহ কহে—ঐৱাবত-শুঁড়ে

চোক চোক হানি শৰ অস্থিৱিষ্ঠ তাৰে ।

কেহ বা দেখায় দেব-আভৱণ ; কেহ

দেবঅস্ত্র ; দেববস্ত্র আৱ কোন জন ।

কেহ ছুষ্ট তুষ্ট হয়ে পৰে নিজ শিরে

৩৪৫

দেব কাঞ্চন-কিৰৌট ।—এইকল্পে এবে

বিহৱয়ে দৈত্য-দল—বিজয়ী সমৰে ।

তোমাৰ এ বিধি, বিধি, কে বুঝিতে পাৱে,

কি অমৰে কিবা নৰে ? বোধাগম্য তুমি ।

কনক-আসনে বসে নিকুঞ্জ-নন্দন

৩৫০

সুন্দ উপমুন্দামুৰ । শিরোপৰি শোভে

দেবৱাঙ্গ-ছত্ৰ, তেজে আদিত্য আকৃতি ।

শত শত বীৱ—বীতিহোৱা-মূর্তি—বেড়ে

দৈত্যস্তৰে, ঝকঝকি বীৱ-আভৱণে,—

বীৱ-বীৰ্য্যে পূৰ্ণ সবে, কালকৃটে যথা

৩৫৫

মহোৱগ ! কনক-আসনে বসে দৌহে—

পাৱিজ্ঞাত-মালা গলে—মহেন্দ্ৰ-ভূষণে

ভূষিত, মহেন্দ্ৰ-তুল্য কৰ্পে অশুপম ।

ଚାରି ଦିକେ ଶତ ଶତ ଦୈତ୍ୟ-କୁଳ-ପତି
ମାନା ଉପହାର ସହ ଦୀଙ୍ଗାୟ ବିନତ-
ଭାବେ, ପ୍ରସର-ବଦନେ ପ୍ରଶଂସି ଦୁ-ଜନେ,
ଦୈତ୍ୟ-କୁଳ-ଅବତଃସ ! ଦୂରେ ମୃତ୍ୟ-କରୀ
ନାଚେ, ନାଚେ ତାରାବଲୀ ଯଥା ନଭ୍ୟନେ—
ସ୍ଵର୍ଗଯୌଦୀ । ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦୀ ମହାନନ୍ଦ ମନେ—

“ଜୟ, ଜୟ, ଅମରାବି, ଯାର ଭୂଜ-ବଲେ
ପରାଜିତ ଅଦିତେୟ ଦିତିଶୁତ-ବିପୁ
ବଜ୍ରୀ । ଜୟ, ଜୟ, ବୀର, ବୀରଚୂଡ଼ାମଣି,
ଦାନବ-କୁଳ-ଶେଖର ! ଯାର ପ୍ରହରଣେ—
କରୀ ଯଥା କେଶବୀର ପ୍ରଚନ୍ଦ ଆଘାତେ
ତ୍ୟଜି ବନ ଯାଇ ଦୂରେ—ସ୍ଵରୀଥର ଆଜି
ତ୍ୟଜି ସବୁ ଶୁଭନାଥ ଅମିଛେ ଏକାକୀ
ଅନାଥ । ହେ ଦୈତ୍ୟ-କୁଳ, ଉଜ୍ଜଳ ଗୋ ଏବେ
ତୁମି । ହେ ଦାନବ-ବାଲା, ହେ ଦାନବ-ବଧୁ,
କର ଗୋ ମନ୍ତ୍ରଲ-ଧ୍ୱନି ଦାନବ-ଭବନେ ।

ହେ ମହି, ହେ ମହୀତଳ, ତୁମିଓ, ହେ ଦିବ,
ଆନନ୍ଦ-ସାଗରେ ଆଜି ମଜ, ତ୍ରିଭୂବନ !
ବାଜାଓ ମୃଦୁଙ୍କ ରଙ୍ଗେ, ବୀଣା, ସମ୍ପ୍ରଦୟା—
ତେବୀ, ତୂରୀ, ଦାମାମା, ଦୁନ୍ତିଭି, କାଡ଼ା, କୀସୀ,
ଶଙ୍ଖେ, ଘନ୍ଟା, ବାଁଦାରୀ । ବରିଷ ଫୁଲ-ଧାରା ।

କଞ୍ଚକୀ, ଚନ୍ଦନ ଆନ, କେଶର, କୁମୁଦମ ।

କେ ନା ଜାନେ ଦେବ-ବଂଶ ପର-ହିଂସାକାରୀ ?
କେ ନା ଜାନେ ଦୁଷ୍ଟମତି ଇଞ୍ଜ ଶୁରପତି
ଅହୁରାବି ? ନାଚ ସବେ ତାର ପରାଭବେ,
ମଡ଼କ ଛାଡ଼ିଲେ ପୁରୀ ପୌରଜୀନ ସଥା ।”

ମହାନନ୍ଦେ ଶୁଳୁ ଉପଶ୍ରଦ୍ଧାମ୍ବର ବଲୀ
ଅମରାବି ତୁଷି ସତ ଦୈତ୍ୟ କୁଳ ପତି
ମଧୁର ସଞ୍ଚାରେ, ଏବେ ସିଂହାସନ ତ୍ୟଜି
ଉଠିଲା, କୁଶମବନେ ଅମଣ-ପ୍ରଯାସେ—

୩୬୦

୩୬୧

୩୬୨

୩୬୩

୩୬୪

୩୬୫

একপ্রাণ দ্রষ্ট জন—বাগর্থ যেমতি ।	
“হে দানব” আরঙ্গিলা নিকুঞ্জ-কুমার সুন্দ,—“বৌবালশ্রেষ্ঠ, অমরমন্দিন, যার বাহ-পরাক্রমে লভিয়াছি আমি ত্রিদিববিভব, শুন, হে শুরাবি রথী- বৃহ, যার ঘাহা ইচ্ছা সেই তাহা কর ।	৩৯০
চিরবাদী রিপু এবে জিনিয়া বিবাদে ঘোরতর পরিশ্রমে, আরাম সাধনে মন রত কর সবে ।” উল্লাসে দম্ভজ, শুনি দম্ভজেন্দ্র-বাণী, অমনি নাদিল ।	৩৯৫
সে বৈরব রবে ভৌত আকাশ-সন্তুব প্রতিক্ষিণি পলাইলা রড়ে ; মুর্ছা পায়ে থেচে, ভূচের সহ, পড়িল ভূতলে । থর থরি গিরিবর বিক্ষ্য মহামতি কাপিলা, কাপিলা ভয়ে বশ্বধা সুন্দরী ।	৪০০
দূর কাম্যবনে যথা বসেন বাসব, শুনি সে ঘোর ঘর্ষের, ত্রস্ত হয়ে সবে নৌববে এ ওর পানে লাগিলা চাহিতে ।	৪০৫
চারি দিকে দৈত্যদল চলিলা কৌতুকে, যথা শিলৌমুখবৃন্দ, ছাড়ি মধুমতী পুরী, উড়ে বাঁকে বাঁকে আনন্দে গুঞ্জি মধুকালে, মধুত্থষ্টা তুষিতে কুস্মে ।	৪১০
মঙ্গ কুঞ্জে বরণীরঞ্জন বৌরঘূগ অমে—যথা অশ্বিনো-কুমারঘূগ, ক্রপে অমূপম ; কিঞ্চি যথা পঞ্চবটী-বনে রামরামাঞ্জ—ঘবে মোহিনী রাক্ষসী সূর্পণখা হেরি দোহে মাতিল মদনে ।	৪১৫
অমিতে অমিতে দৈত্য আসি উত্তরিলা যথায় ফুলের মাঝে বসি একাকিনী তিলোকমা । সহসা সুন্দের পানে চাহি	

କହେ ଉପଶ୍ରଦ୍ଧାମୁର—“କି ଆଶ୍ଚୟ, ଦେଖ—
ଦେଖ, ଭାଇ, ଅପୂର୍ବ ମୌରତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି
ବନସ୍ଥଲୌ ! ବସନ୍ତ କି ଆଇଲ ଆବାର ?
ଆଇସ ଦେଖି କୋନ ଫୁଲ ଫୁଟି ଆମୋଡ଼ିଛେ
କାନନ ?” ହାସିଯା ଉତ୍ତରିଗା ସ୍ଵର୍ଦ୍ଧାମୁର ;—
“ଦାଙ୍ଗ-ଝଥେ ଝୁଖୀ ପ୍ରଜା ; ତୁମି ଆମି, ବଲି,
ମସାଗରା ପୃଥିବୀ ଅମରାଲଘ ମହ
ଭୁଜବଲେ ଯିନି, ରାଜା ; ଆମାଦେର ଝୁଖେ
ଫେନ ନା ସ୍ଵପ୍ନିନୀ ହବେ ବନସ୍ଥଲୌ ମନୀ ?”
ଏଇକପେ କୌତୁକେ ଭମୟେ ଦୁଇ ଜନ,
ନା ଜାନି କାଳକରିପଣୀ ଭୁଜନ୍ଧିନୀରାପେ
ଫୁଟିଛେ ବନେ ମେ ଫୁଲ, ସାର ପରିମଳେ
ମନ୍ତ୍ର ଏବେ ଦୁଇ ଭାଇ, ଯଥା ପେଖେ ଦୂରେ
ବକୁଲେର ବାସ ଅଳି ମାତେ ମଧୁଲୋଭେ ।
କୁମୁଦ-କୁଳେର ମାଝେ ବନେ ସକୋତୁକେ
ଦେବଦୂତୀ, କୁମୁଦ-କୁଳ-ଶ୍ରେଷ୍ଠନୀ ଯେନ
ନଲିନୀ । କମଳ-କରେ ଆଦିଦେ ସ୍ଵର୍ଦ୍ଧାମୀ
ଧରେ ସେ କୁମୁଦ, ତାର କମନୀୟ ଶୋଭା
ବାଡ଼େ ଶତଗୁଣ, ଯଥା ଏବିର କିବଣେ
ମଣି-ଆଭା ! ଏକାକିନୀ ବନ୍ଦିଯା ଭାବିନୀ,
ହେନ କାଳେ ସ୍ଵର୍ଦ୍ଧ ଉପଶ୍ରଦ୍ଧାମୁର ବଲୌ
ଆମି ଉତ୍ତରିଲା ତଥା—ପନ୍ଥ ସ୍ଵର୍ଦ୍ଧର ।

ଚମକିଲା ବିଧୁଗୀ ଦେଖିଯା ସମୁଖେ
ଦୈତ୍ୟଦୟ, ଯଥା ସବେ ତୋଜରାଜବାନା
କୁଣ୍ଡଳୀ, ଦୁର୍ବିନ୍ଦାର ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞପି ସ୍ଵବଦନା,
ହେରିଲା ନିକଟେ ହୈମ-କିରୀଟୀ ଭାନ୍ଦରେ
ବୌରକୁଳ-ଚୁଡ଼ାମଣି ନିକୁଣ୍ଡ-ନନ୍ଦନ
ଉତ୍ତେ ; ଇଞ୍ଚୁମମ ରୂପ—ଅତୁଳ ଭୁବନେ ।
ହେରି ବୌରବରେ ଧନୀ ବିଶ୍ୱାସ ଯାନିଯା
ବିଶ୍ୱରମା ଏକଦୃଷ୍ଟେ ଲାଗିଲା ଚାହିତେ,

চাহে যথা স্থ্যমূর্তী তপনের পানে ।

“দেখ, ভাই কি আশ্চর্য ?” কহিল শুরেন্দ্ৰ
সুন্দ ; “দেখ চাহি, ওই কুস্ম-মাঝারে ।

দাবানলে উজ্জল বুঝি এ বনস্থলী
আজি ; কিধা ভগবতী সতৌ আবিভূতা
হেথা । চল, যাই স্বরা, পূজি পা দুখানি ।
দেবীৰ চৱণ-পঞ্চ-সন্দে যে দৌৰণ
বিৱাঙ্গে, তাহাতে পূৰ্ণ আজি বনৱাঞ্জি ।”

মহাবেগে দুই ভাই ধাইল সকাশে
বিবশ । অমনি মধু, মঅথে সন্তাযি,
মৃহুস্বরে ঝুতুবৰ লাগিলা কহিতে ;—
“হান তব ফুল-শৰ ফুল-পছু ধৱি,
ধৰ্মৰ্দ্ধিৱ, যথা বনে পাইলে নিষাদ
মৃগবাঙ্গে ।” অন্তৱীক্ষে থাকি রতিপতি
শৰ বৃষ্টি কৱি দোহে অস্তিৱ কৱিলা,
যথা গেঘ আড়ালে লুকায়ে মেঘনাদ
গ্রহারঘে সীতাকান্ত উশ্মিলা-বলভে ।

ফুল-শৰে জৱ জৱ, উভয়ে ধৱিল
জৰুপসীৱে । মেধময় হইল আকাশ
সহসা । শোণিতবিন্দু পড়িল চৌদিকে ।
দূৰে ঘোৱ নির্ঘোষে ঘোষিল কাল মেঘ
কাপিল বস্ত্রধা । দৈত্যকুলবাঞ্জলম্বী
আকুলা পুরিলা দেশ হাহাকাৰ বৰে ।

কামমদে মত এবে উপস্থনাস্ত্রৰ
বলী সুন্দাস্ত্র পানে চাহিয়া কহিলা।
ৱোষে ; “কি কাৱণে তুমি স্পৰ্শ এ বামাৰে,
আত্মবধু তব, বীৱ ?” সুন্দ উত্তৰিলা—
“বৱিশু কন্ত্যায় আমি তোমাৰ সমুখে
এথনি ! আমাৰ নাৰী গুৰু জন তব ;
অতএব শীঘ্ৰ তুমি ছাড়ি দেহ এৱে ।”

৮৫০

৮৫৫

৮৬০

৮৬৫

৮৭০

৮৭৫

ସଥା ପ୍ରଜଲିତ ଅଗ୍ନି ଆହୁତି ପାଇଲେ
ଆରୋ ଜଳେ, ଉପମୁନ୍ଦ—ହାୟ, ମନ୍ଦମତି—
ମହା କୋପେ କହିଲ—“ବେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ
କୁଳାଙ୍ଗାର, ଭ୍ରାତୃବନ୍ଧୁ ମାତ୍ରମ ମାନି ;
ତାର ଅଙ୍ଗ ପରଶିମ୍ ଅନନ୍ତ-ପୀଡ଼ନେ ?”

୫୮୦

“କି କହିଲି, ପାମର ? ଅଧର୍ମାଚାରୀ ଆମି ?

କୁଳାଙ୍ଗାର ? ଧିକ, ଶତ ଧିକ, ପାପୀଯାନ୍
ତୋରେ । ଶ୍ରଗାଲେବ ଆଶା କେଶପି-କାମିନୀ
ସଙ୍ଗେ କେଲି କରିବାର—ଓରେ ବେ ବର୍ବର ।”

୫୮୫

ଏତେକ କହିଯା ରୋଷେ ନିଷ୍କୋଷିଲା ଅସି
ମୁନ୍ଦାନ୍ତର । ତା ଦେଖିଯା ବୀରମଦେ ମାତି,

୫୯୦

ଛହଙ୍କାରି ନିଜ ଅପ୍ରମାଦ ଧରିଲା ଅମନି
ଉପମୁନ୍ଦ—ଗ୍ରହ-ଦୋଷେ ବିଗ୍ରହ-ପ୍ରଯାସୀ ।
ମାତଙ୍ଗିନୀ-ପ୍ରେମ-ଲୋଭେ କାମାର୍ତ୍ତ ଯେମତି
ଯୁଝୟେ ମାତଙ୍କ-ଦୟ ଗହନ କାନନେ
ରୋଷାବେଶେ, ଯୁଝିଲା ଅବୋଧ ଦୈତ୍ୟପତି
ଉଭୟ, ଭୁଲିଯା, ହାୟ, ପୂର୍ବ କଥା ସତ ।

୫୯୫

ତମଃ ସମ ଜ୍ଞାନ-ରବି ସତତ ଆବରେ
ବିପନ୍ତି ! ଦୌହାର ଅସ୍ତ୍ରେ କ୍ଷତ ଦୁଟି ଜନ,
ଶୋଗିତେ ତିତିଯା କ୍ଷିତି ସୋରତର ରଣେ,
କାତର ହଇୟା ଶେଷେ ପଢିଲା ଭୂତଲେ ।

କତକ୍ଷଣେ ଚେତନ ପାଇଯା ମୁନ୍ଦାନ୍ତର

୫୯୯

ମୁରାରି କହିଲ ଉପମୁନ୍ଦ ପାନେ ଚାହି ;
“ହାୟ, ଭାଟୀ, କି କର୍ମ କରିଲୁ ମୋରା ଆଜି ?
ଏତ ସେ କରିଲୁ ତପଃ ଧାତାୟ ତୁଷିତେ ;
ଏତ ସେ ଯୁଝିଲୁ ଦୌହେ ବାସବେର ମହ ;
ଏ ଦୁଷ୍ଟା ରମଣୀ ନଷ୍ଟ କରିଲା ମେ ସବ !

୫୧୯

ବାଲିବକ୍ଷେ ସୌଧ, ହାୟ, କେନ ନିର୍ମାଇଲୁ
ଏତ ସତ୍ରେ ? କାମ-ମଦେ ରତ ସେ ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟ,
ସତତ ଏ ଗତି ତାର ବିଦ୍ଵିତ ଜୁଗତେ ।

কিন্ত এই দুঃখ, ভাই, রহিল অস্তরে—
রণক্ষেত্রে শক্র জিনি, মরিছ দুজনে
মরে যথা মৃগরাজ পড়ি ব্যাধ-ফাদে।”

৫১০

এতেক কহিয়া সুন্দাস্তু মহামতি
বিষাদে নিশাস ছাড়ি ত্যজে কলেবর
অমগ্নি, যথা, হায়, গান্ধারীনন্দন,
নবশ্রেষ্ঠ, কুরবংশ খরংস গণি মনে,
যবে ঘোর নিশাকালে অপথামা রথী
পাণ্ডব-শিশুর শির দিল বাজহাতে।

৫১৫

মহা শোকে শোকী তবে উপহৃন্দ বলী
কহিল ; “হে দৈত্যপতি, কিমের কারণে
লুটায় শরীর তব ধরণীৰ তলে ?
উঠ, বৌর, চল, পুনঃ দলিগে সমরে
অমব ! হে শূবমণি, কে বাধিবে আঞ্চি
দানবকুলের মান তুমি না উঠিলে ?
হে অগ্রজ, তোমাব অমৃজ আমি ডাকি
পহুন্দ ; অল্প দোষে দোষী তব পদে
এ দাস ; ক্ষমিয়া তারে, হে বাসবজিৎ,
লয়ে এ বামারে, ভাট, কেলি কর উঠি।”

৫২০

এইরূপে বিলাপিয়া উপহৃন্দাস্তুর
অকালে কালের হস্তে প্রাণ সমপিলা
মহাবীর। শৈলাকাবে রহিলা দুজনে
ভূমিতলে, যথা শৈল—নীরব, অচল।

৫২৫

সমরে পড়িল দৈত্য। কন্দপ অমনি
দর্পে শঙ্খ ধরি নিনাদিলা মীনকেতু।
লইয়া সে জয়নাদ আকাশ-সন্তবা
প্রতিধ্বনি বড়ে ধনী ধাইল আশুগা
মহারঞ্জে। পর্বতকন্দর, তুঙ্গ শৃঙ্গে
পশিল স্বর-তুবজ। যথা কাম্য বনে
দেব-দল, কতক্ষণে উত্তরিলা তথা

৫৩০

৫৩৫

ନିରାକାରା ଦୂତୀ । “ଉଠ,” କହିଲା ଶୁନ୍ଦରୀ,

“ଶୀଘ୍ର କରି ଉଠ, ଓହେ ତ୍ରିଦିବଙ୍ଗୀଥର !

୫୩୦

ଆତ୍ମଭେଦେ କ୍ଷୟ ଆଜି ଦାନବ ଦୁଜ୍ୟ ।”

ସଥା ଅଶ୍ଵ-କଣ-ସ୍ପର୍ଶେ ବାନ୍ଧନ-କଣିକ-

ରାଶି ଇରମ୍ଭ-କୁପେ ଉଠୁଁୟେ ନିମିଷେ

ଗନ୍ଧି ପବନ-ମାର୍ଗେ, ଉଠିଲା ତେମତି

ଦେବସୈନ୍ୟ ଶୁଭ୍ୟପଥେ । ରତନେ ଥଚିତ

୫୩୧

ବଲି ବୌରବଲେ ଧରି କରେ, ଚିତ୍ରରଥ

ରଥୀ ଉତ୍ସ୍ମୀଲିଲା ଦେବକେତନ କୌତୁକେ ।

ଶୋଭିଳ ମେ କେତୁ, ଧୂମକେତୁ ଶୋଭେ ସଥା

ତାରାଶିର—ତେଜେ ଭ୍ୟ କରି ଶୁନ୍ଦରିପୁ ।

ବାଜାଇଲ ଦଶବାହ୍ନ ବାହ୍କନ-ଦଳ

୫୩୦

ନିକଣେ । ଚଲିଲା ମବେ ଜୟଧରନି କରି ।

ଚଲିଲେନ ବାୟୁପତି, ଥଗପତି ସଥା

ହେରି ଦୂରେ ନାଗବୃନ୍ଦ—ଭୟକ୍ଷର ଗତି ;

ମାପାଟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଚଲିଲା ଶମନ

ହରଷେ ; ଚଲିଲା ଧୂଃ ଟକ୍କାରିଯା ରଥୀ

୫୩୨

ମେନାନୀ ; ଚଲିଲା ପାଶୀ, ଅଳକାର ନାଥ

ଗଦାପାଣି ; ସର୍ପରଥେ ଚଲିଲା ବାସବ,

ତ୍ରିଷାଘ ଜିନିଯା ତ୍ରିଷାସ୍ପତି ଦିନମଣି ।

ଚଲେ ବାସବୀୟ ଚମ୍ପ ଜୀମୂତ ଯେମତି

ବଢ଼ ମହ ମହାରତେ ; କିମ୍ବା ଚଲେ ସଥା

୫୩୦

ପ୍ରମଥନାଥେର ମାଥେ ପ୍ରମଥେର କୁଳ

ନାଶିତେ ପ୍ରଗମକାଳେ, ବବସ୍ଵମ ରବେ—

ବବସ୍ଵମ ରବେ ଯବେ ରବେ ଶିକ୍ଷାଧରନି ।

ଘୋର ନାଦେ ଦେବସୈନ୍ୟ ପ୍ରବେଶିଲ ଆସି

୫୩୫

ଦୈତ୍ୟଦେଶେ । ସେ ସେଥାନେ ଆଛିଲ ଦାନବ,

ମହାତ୍ରାସେ ହତାଶ କେହ ବା, କେହ ଯୁଝି,—

ମରିଲ ମରେ । କ୍ଷଣକାଳେ ନଦନଦୀ

ପ୍ରତ୍ୟବେଣ ରକ୍ତମଘ ହଇଯା ବହିଲ ।

১৬০	শৈলাকার শব্দাশি পর্বশে গগন । শহুনি গৃধিনী যত বিকট মূর্তি— বাঁকে বাঁকে আঠল উড়ি আকাশ ঘূড়িয়া মাংসলোভে । বায়ুসথা স্থথে বায়ু সহ লাগিলা দহিতে শত শত দৈত্যপুরী । মরিল দানব-শিশু, দানব-বনিতা ।
১৬১	হায় বে যে ঘোর বাত্যা দলে তরু-দল বিপিমে, মাশে দে মৃচ মুহূলিত লতা, কুসুম-কাঞ্চন-কাঞ্চি । বিদিব এ লৌলা । বিলাপী বিলাপধৰনি—জয়ী জয়নাদ গিশিয়া, পৃবিল এবে আকাশগঙ্গ ।
১৬২	কত যে মারিলা যম কে পাবে বণিতে ? কত যে চৃণিলা ভাঙ্গি তুঙ্গ শৃঙ্গ বলী প্রভঙ্গ ;—কত যে কাটিলা তৌকু শবে সেনানী ; কত যে যুথনাথ গদাঘাতে মাশিলা অলকানাথ ; কত যে প্রচেতো পাশী ;—কে পাবে বণিতে, কার সাধ্য এত ?
১৬৩	দানব-কুল-নিধনে দেব-কুল-নিধি শচীকান্ত নিতান্ত কাতু হয়ে ঘনে দয়াময়, ঘোর ববে শৰ্ষ নিনাদিলা বণভূমে । অগ্নি নিরস্ত হঘে রণে দেব-সেনা, আসিয়া বেড়িলা দেববাজে ।
১৬৪	কহিলেন শুনাসীর গভীর বচনে ;— “হৃদ-উপহৃদ্দারুর, হে শুরেজ্জ-দল, অরি যম, যমালয়ে গেছে দৌহে চলি অকালে কপালদোষে । আর কারে ডরি ? তবে বৃথা প্রাণিহত্যা কর কি কাবণে ?
১৬৫	নীচের শরীরে বীর কভু কি প্রহারে অস্ত ? উচ্চ তরু—সেই ভৱ্য ইরশদে । যাক চলি নিজালয়ে দিতিশৃত যত ।

ବିଷହୀନ ଫଳୀ ଦେଖି କେ ମାରେ ତାହାରେ ?

ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦନକାଷ୍ଟ କେହ, କେହ ସୃତ ;

୬୦୦

ଆଇସ ସବେ ଦାନବେର ପ୍ରେତକଞ୍ଚ କରି

ସଥା ବିଧି । ବୌର-କୁଲେ ସାମାଜ୍ୟ ମେ ନହେ,

ତୋମା ସବା ଶାର ଶରେ କାତର ସମରେ

ଅଶ୍ଵବାରି । ବଜ୍ର-ଅଗ୍ନି ଅବହେଲା କରି,

ଜିନିଲ ଯେ ଆମାୟ ଆପନ ବାହୁ-ବଲେ,

୬୦୫

କେଗନେ ତାହାର ଦେହ ଦିବ ଆମି ଆଜି

ଖେଚର ଡୃଢ଼ବ ଜୀବେ ? ବୌରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାରା,

ବୌର ରିପୁ ପୂଜିତେ ବିରତ କରୁ ନହେ ।”

ଏତେକ କହିଲା ଯଦି ବାସବ, ଅଧିନି

୬୧୦

ସାଙ୍ଗାଇଲା ଚିତା ଚିତ୍ରବଥ ମହାବୟ୍ୟୀ ।

ଦାଶି ଦାଶି ଆନି କାଷ୍ଟ ସ୍ଵଭବି, ଢାଲିଲା

ସୃତ ତାତେ । ଆମି ଶୁଣି—ମର୍ବଣ୍ଡଚିକାରୀ—

ଦହିଲା ଦାନବ-ଦେହ । ଅହୁମୃତା ହୟେ,

ସୁନ୍ଦରୁପରୁନ୍ଦାସୁର ମହିୟୀ ରୂପସୀ

ଦୋହେ, ଗେଲା ବ୍ରଙ୍ଗଲୋକେ ପତି ସହ ମତୀ ।

୬୧୫

ତବେ ତିଲୋତମା ପାନେ ଚାହି ସ୍ଵରପତି

ଜିଝୁ କହିଲେନ ଦେବ ମୃଦୁ ମନ୍ଦସ୍ଵରେ ;—

“ତାରିଲେ ଦେବତାକୁଲେ ଅକୁଳ ପାଥାରେ

ତୁମି । ଦଲି ଦାନବେନ୍ଦ୍ର ତୋମାର କଲ୍ୟାଣେ,

ହେ କଲ୍ୟାଣି, କରିଛୁ ଆବାର ସ୍ଵର୍ଗଲାଭ ।

୬୨୦

ଏ ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟାତି ତବ, ମତି, ସୁଷିବେ ଜଗତେ

ଚିର ଦିନ । ସାଓ ଏବେ (ବିଧିର ଏ ବିଧି)

ସୁଧ୍ୟଲୋକେ ; ସୁଧେ ପଶି ଆଲୋକ-ସାଗରେ,

କର ବାସ, ସଥା ଦେବୀ କେଶବ-ବାସନା,

ଇନ୍ଦ୍ରବଦନା ଇନ୍ଦ୍ରିଆ—ଜଳଧିର ତଳେ ।”

୬୨୫

ଚଲି ଗେଲା ତିଲୋତମା—ତାରାକାରୀ ଧନୀ—

ସୁଧ୍ୟଲୋକେ । ସ୍ଵର୍ଗୈଶ୍ଵର ସହ ସ୍ଵରପତି

ଅମରାପୁରୀତେ ଦେବ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶିଲା ।

ଇତି ଶ୍ରୀତିଲୋତମାସନ୍ତବେ କାବ୍ୟେ ବାସବ-ବିଜୟୋ ନାମ

ଚତୁର୍ଥ: ସର୍ବ: ।

ଶ୍ରୀ: ସମାପ୍ତ: ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের পাঠভেদ

সর্গ	পঁক্ষি	দ্বিতীয় সংস্করণ	তৃতীয় সংস্করণ
১	১	হিমাচলশিখে—	হিমাজিব শিখে—
	৫২৪	মদন-তূর,	মদন-তূর্ণ,
২	৬৬	চন্দ্রলোক,	চন্দ্রলোকে,
	১০	আলিঙ্গনে যুবতো বামাব কৃশোদর	আলিঙ্গনে অঙ্গনাব চাকু কৃশোদরে
	১৬	পিককুল বব,	পিককুল ধৰনি,
	১৯	ছায়ামুলবৌ,	সুদুবৌ ছায়া,
	৮০	নলিনী সুখিনী সুখে	নলিনীব সুখ দেখি
	১২৪	ব্রহ্মলোকে বথ।	বথ ব্রহ্মলোকে।
	১৪৯	আদেশন ধাতা,	আদেশন ধাতা,
১৬৮-১৬৯	(মহৎ সহিত যদি নৌচের তুলনা সম্ভবরে)	(মহতের সাথে যদি নৌচের তুলন পারি দিতে)	
	২৮১	সিংহেরে	সিংহের
৪	২১১	ভূবন-মোহনি	ভূবন-মোহনি
	৩৫৪	বীর-বীর্যে পূর্ণ সবে,	বীর-বীর্যে, পূর্ণ সবে,
	৯৬২	দৈত্যদেশে	দৈত্যদেশ

ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର

ପ୍ର.	ପଂଜି	ଅଣ୍ଡ	ପ୍ରକା
୩୫	୧୯୪	ପାଶରିତେ	ପାସରିତେ
୪୧	୩୭୩	(ସୌର-କଷ୍ମୁ-ନାମେ ଯଥା)	(ସୌର-କଷ୍ମୁ-ନାମେ ଯଥା).
୭୯	୩୬	କାନ୍ତଲୀର	କାନ୍ତନିର
୧୯୦	୧	ହୀରଣ୍ୟମୟ,	ହିରଣ୍ୟମୟ,

পরিশিষ্ট

তুরহ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

সর্ব পংক্তি

১ : ২ দেব-আত্মা—দেবতার আত্মাবিশিষ্ট। “অস্ত্র্যত্তরঙ্গঃ দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ”—‘কুমারসন্তৰ’।

১৮ মণিকুস্তলা—মণি শিরে যাহার ; কুস্তল এখানে শিব অর্থে।

১৯ শেখর—শিখর, চূড়া।

২৫ সর্বনাশকারী—সহের দেবতা মহাদেব।

৩৬ শেষের—শেষ নাগের, অনস্ত নাগের।

৪০ স্থাপুর—শিবের।

১০৪ নগদল—ইত্তিসমূহ (মধুসূদনের প্রয়োগ) ; নগজদল শুক্র।

১০৬ মৃগদান—ব্যাঘবিশেষ, মেকড়ে বাঘ।

১১৩ জীবনতরঙ্গ—জলের চেট।

১৪৪ পক্ষবাজ—পক্ষিবাজ।

১৯৮ রজঃকাস্তি—রঞ্জতকাস্তি ; রঞ্জত অর্থে রজঃ মধুসূদন বহু স্থলে প্রয়োগ
করিয়াছেন।

২০০ বিশদবসনা—শুভ্রবসনা।

৩২৩ রঞ্জনের—রঞ্জ চন্দনের।

৩৩৩ প্রফুল্লিত—প্রফুল্ল (মধুসূদনের প্রয়োগ)।

৩৪৫ রতিপতি ধূরকের—রতিপতি-ধূরকের।

৩৮৫ কন্দলী—কন্দলী অথবা ছত্রক-বিশেষ।

৪১১ শোভাঙ্গন—সজিনা গাছ।

৫২৬ নবীনা মালিকা—নবমলিকা।

৫২৮ গুক্ষ-মাদন—গুক্ষমাদন পর্বত ; অথবা গুক্ষবিশিষ্ট কৌটবিশেষ।

২ : ৪৯ কামিনী-কুলের সখী-শামিনীর সখা—“কামিনী-কুলের সখী শামিনীর সখা”
সম্ভৃত।

১১১ কারণ-কিরণে—কারণ—সৃষ্টির আদিশক্তি, তাহার তেজে।

১১১ বিভাসে—বিভাস ; এরপ প্রয়োগ ২য় সর্গের ১১৭ পংক্তিতেও আছে।

ସର୍ଗ ପଂକ୍ତି

- ୨ : ୧୫୮ ଗରୁଘୁଷ୍ଟ-କୁଲପତି—ପକ୍ଷି-କୁଲପତି ।
- ୨୫୩ ପ୍ରତିମରେ—ବୃତ୍ତାକାରେ, ମାଲାର ଛଡ଼ାର ମତ ।
- ୯୧୫ ଚତୁରସ୍ର—ଚତୁରଙ୍ଗ, ମୈଘ ; ୧ୟ ସଂକରଣେ “ଚତୁରଙ୍ଗ” ଛିଲ ।
- ୯୪୫ ମେନା—ଦେବମେନା, କାର୍ତ୍ତିକେୟେର ପତ୍ରୀ ।
- ୩ : ୧ ତୁରାସାହ—ଇଞ୍ଜ ।
- ୨ ପ୍ରଚେତାଃ—ବର୍ଣ୍ଣ ।
- ୩୧ ରମ-ଉରସେ—ରମଣୀର ବକ୍ଷେ ।
- ୩୫ ସମାନନ୍ଦ ସମ—ମହାଦେବେର ମତ ।
- ୪୪ ଅନ୍ତବିତ—ଅନ୍ତନିତି ।
- ୪୯ ଅଶ୍ଵନାୟ—ଶ୍ଵେତାୟ ।
- ୫୨ ପରମତ୍କାରୀ—ପ୍ରମତ୍କାରୀ ।
- ୬୦ ବ୍ରାହ୍ମାର ନିର୍ଗଧାରୀ—ବ୍ରାହ୍ମାର ସ୍ଵଭାବବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାଏ ସତ୍ତ୍ଵଗମୟ ।
- ୨୨୦ ଧୀଯେ—ଧାଇୟା ।
- ୨୬୧ କୁତ୍ତିକାକୁଲବଲ୍ଲଭ—“ବଲ୍ଲଭ” ସତ୍ତାନ ଅର୍ଥେ, କୁତ୍ତିକାକୁଲବଲ୍ଲଭ—କାର୍ତ୍ତିକେୟ ।
- ୨୭୧ ବନ୍ଦ-ପୂର୍ଣ୍ଣଗାର—ଧନପୂର୍ଣ୍ଣଗାର ।
- ୨୭୯ ଯଦନ—ବିଭ୍ରମକାରୀ ।
- ୪୩୬ ପୁଟେ—ପୁଟପାକେ ।
- ୪୭୨ ଶ୍ଵମନ—ବାୟୁ ।
- ୬୦୦ ପୁଷ୍ପଲାବୀ—ପୁଷ୍ପଚଯନକାରିଣୀ, ମାଲିନୀ ।
- ୬୦୪ ରାଗିଳା—ରଞ୍ଜିତ କରିଲ ।
- ୪ : ୪ ଜଗଦସେ—ଜଗଗ୍ରାତା, ସରସତୀ ଅର୍ଥେ (ସମୋଧନେ) ।
- ୯୭ ଦୌଦିବି—ଦୌଷିତ୍ସମ୍ପତ୍ତି ।
- ୩୭୦ ସ୍ଵର—ସ୍ଵର୍ଗ ।
- ୪୦୭-୮ ମୁଦ୍ରମତୀ ପୁରୀ—ଯୋଚାକ ।
- ୪୮୮ ଶୁନ୍ମାସୀର—ଇଞ୍ଜ ।
- ୬୦୯ ଶୁଟି—ଅପି ।